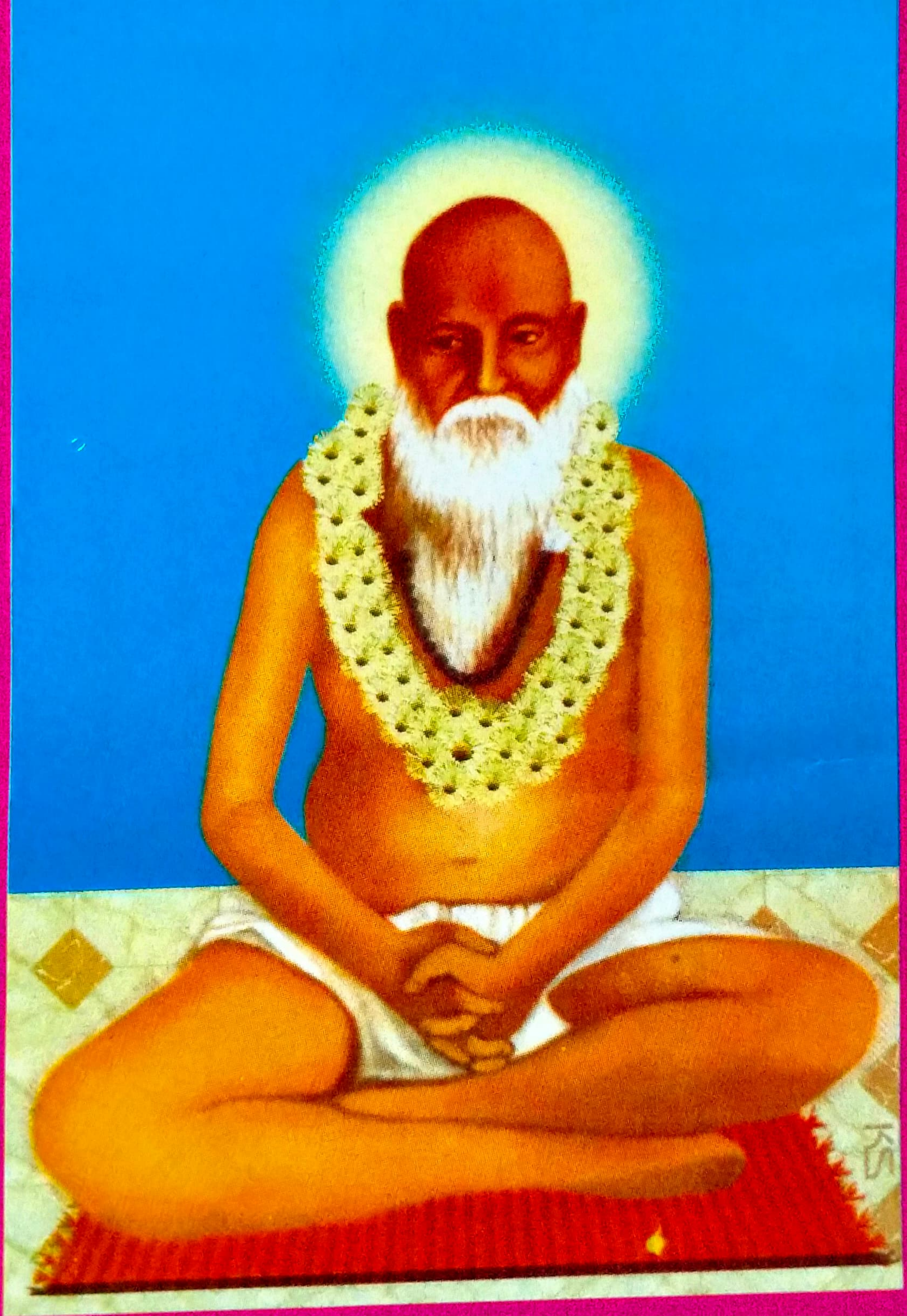
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য



পতিতপাবন শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর

রচনা

শ্রীমৎ বিচরণ পাগল।



শ্রীমৎ বিচরণ পাগল

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য



শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ মতুয়া মিশন

প্রণেতা

শ্রীমৎ বিচরণ পাগল

গ্রাম : তালতলা, গোপালগঞ্জ
ফরিদপুর, পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য
প্রথম সংস্করণের
ভূমিকা

এই শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থখানি লিখিবার সাধ্য আমার নাই, অথবা আমি লিখিও নাই। এই অনভিজ্ঞ ও ভক্তিশূন্য দাসের হৃদয় মন্দিরে থেকে আমার প্রাণময় হৃদয়নিঝি সর্বস্ব রতন পরম কারণ সেই কারুণ্যের বারিধি দয়াময় শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ অনাথের বন্ধু কাঙ্গাল সখা করুণা ক'রে যাই লেখায়েছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ হ'য়েছে মাত্র। ইহাতে আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার লেশমাত্র নাই, যেহেতু আমি অভক্ত অবিদ্বান ও অজ্ঞান, মুর্খ হ'তেও মহামুর্খ। ইহার দ্বারা ঠাকুরের লীলা গীতি লেখা হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতএব জানিনা সেই পরম পিতা অনাদির আদি আমার দয়াময় হরি গুরুচাঁদের কোন শুভ উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য, তাহা একমাত্র তিনি জানেন।

হে হরিভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণ! ইহাতে আমার ভুল-ক্রটি যথেষ্ট থাকিতে পারে। তবে আপনারা করুণা পরবশ হ'য়ে রাজহংসবৎ সার অংশ গ্রহণ করার যদি কিছু থাকে, তাই গ্রহণ ক'রে অভাগার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। আমি আপনাদের সর্ব কনিষ্ঠ অনভিজ্ঞ অধম বলে চরণধূলি দানে কৃপণতা করিবেন না। ইতি—

নিবেদক

শ্রীমতী প্রমোদিনী বিশ্বাস

(শ্রীমৎ বিচরণ পাগলের পুত্রবধূ)

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর কে ছিলেন, কি তাঁর কর্মকাণ্ড সেসব মতুয়া সমাজের মানুষের কাছে বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্ত্যজ ও সর্বহারা মানুষদের সমাজের মূল স্রোতে আনার জন্য, তাঁদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম এবং নানাবিধ যে সব কর্মকাণ্ড করে গেছেন, শ্রীমৎ বিচরণ পাগল ছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি। বর্ণজ্ঞানহীন শ্রীমৎ বিচরণ পাগল প্রকৃতিদত্ত শিক্ষাকে অবলম্বন ও শ্রীশ্রী হরি গুরুচাঁদের কৃপাশক্তির প্রভাবে শ্রীমৎ উপেন পাগলের লেখনীকে সহায় করে যেভাবে নানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন তা বিষ্ময়ের উদ্রেক করে।

"শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ মাহাত্ম্য" এমনই একটি গ্রন্থ যেখানে তাঁর মানবলীলা অত্যন্ত সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীমৎ বিচরণ পাগল। কোন গ্রন্থের ভূমিকা লিখবার মত যোগ্যতা আমার নেই। এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমার মনে যে ভক্তিরসের উদ্ভব হয়েছে, তাই সুধী পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করতে সাহসী হয়েছি। এই গ্রন্থে যে তত্ত্বকথা ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে যা গুণগ্রাহী ভক্তকূলের ভাবুক হৃদয়ের আধ্যাত্মিক চেতনার দরজা আরো অনেক বেশি করে উন্মুক্ত করে দেবে এই আশা রাখছি।

শ্রীমৎ বিচরণ পাগল প্রণীত "শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য" গ্রন্থখানির পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। গ্রন্থখানি সুধী পাঠক সমাজে সমাদৃ হবে এই আশা রাখছি। অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থটির সার্বিক উন্নতিকল্পে সুধী পাঠক-পাঠিকাদের সুচিন্তিত গঠনমূলক পরামর্শ ও মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

জয় শ্রীহরি— গুরুচাঁদ, জয় বিচরণ পাগল।

দমদম, কলিকাতা,

তাং- মহাবারুণি, ১৪২৬ সাল

বিনীত -

শ্রী হারাধন বিশ্বাস

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরি চাঁদের রূপ বর্ণনা

উর্দ্ধভাবে সুশোভিত রেখা হাতে পায়।
ধ্বজ বজ্রাংকুশ আর অহিফণা তায়।।
শঙ্খ চক্র মিন জন্মু নামে যেই ফল।
কল্পতুর শ্রীপতাকা জাহ্নবী বিকল।।
গজস্কন্ধ কোকনদ কর পদতল।
নখ চন্দ্র নখ মুদ্রা অতি সুনির্মল।।
নখ চিক্কন ত্বক চিক্কন নাভী সুগভীর।
আজানু লম্বিত বাহু কোমল শরীর।।
চক্ষু কোন শিরা লাল পলাশ লোচন।
দক্ষিণ অঙ্গে রক্ত তিল রক্তিমা বরণ।।
সুচিক্কন জোড়া ভুরু কাদম্বিনী সম।
ঈশ্বর বত্রিশ চিহ্ন নর লীলীত্তম।।
সুধাবন্ত ছত্র আর সুধাকর যব।
ঠাকুরের চিহ্ন এই কহিলাম সব।।
এর ১, ২, ৩ চিহ্ন দেখিবে যাহার।
ততখানি অংশ বলি জানিবে তাহার।।

কবি রসরাজঃ
শ্রীমৎ স্বামী তারক চন্দ্র সরকার ঃ
মহারাজাধিরাজকৃত

ভগবান শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুচন্দ্র স্তোত্রম্

স্তাবক ঃ শ্রীমত্তারকশ্চন্দ্র সরকারঃ

(১) শ্রীহরিশ্চন্দ্রস্য সুতং শান্তিমাতাবৎসলং
মানুষাকৃতিবিগ্রহং তমুমাকান্তাগ্রজং।
শশীসুধন্যোপেন্দ্র-সুরেন্দ্রাদীনাং জনকাং
সত্যভামা-প্রাণবন্ধু শান্তদান্ত শান্তনম্

(২) সংসারি সংসার বৈরীং সংসার সন্তোষিতাং
সত্য-সনাতন-পুতসূক্ষ্ম-ধর্ম্ম-প্রকটং।
মাধুর্যানিলিপ্ত শুদ্ধৈশ্বর্য্যানাং প্রকাশকং
দীর্ঘভুজ-করপদ্মমুর্দ্ধ রেখাশোভিতম্।।

(৩) সুদীর্ঘ কবরীবারি-পুঞ্জশোভা শীর্ষকং
সরোজাক্ষ-সমবক্ষঃস্থলস্থূল লোদরাভং।
গোপাল-কুসুমবর্ণং পিককণ্ঠ-সুস্বরং
নভিস্থূলকৃষকোটিং দয়ালং ধার্ম্মিকংচ।।

(৪) শান্তমুর্ত্তিং সদাস্ফুর্ত্তিং ধর্ম্মবাচং সুদয়ং
মানুষাচারচারণ মন্তর্য্যমিনং হিতং।
সুগম্ভীরং গম্ভীরামং নাশারন্ধ্র শোভিতং
নিজতাতানুগ্রহদং সৎপথাবলম্বনম্।।

(৫) সধর্ম্মরক্ষকং দেবং কৃপাল হি কৃপাদং
জগৎ পিতৃ-পুত্রকং বিশ্বপতিং বৈ বিশ্বকং।
কামাগ্নিতাপহারকং তাপত্রয়নাশকং
জগতঃ পিতরং বন্দে সর্ব্বাভিষ্ট-সিদ্ধিদম।।

(৬) নমামি শ্রীগুরুশ্চন্দ্র কালভয়স্যাভয়ং
কৈলাশনাথাদভিন্নং দেহ, ভেদামিদানীং
দেবদের মহাদেব ভক্তিমেব দেহি মে
রক্ষ দেব। তারকানাং দীনহীনং হিতাকরম্।।
গুরো গুরুশ্চন্দ্রস্যেজং স্তোত্রং পঠেদ্ যস্ত।
মুক্তিং সাযুজ্যাপরাং সলভতে গর্ব্ব খর্ব করাম্।।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদের দ্বাদশ আজ্ঞাঃ

১। সদাসত্য কথা বলবে।

২। পরস্ত্রীর মাতৃজ্ঞান করবে।

৩। পিতামাতাকে ভক্তি কর।

৪। জগতকে প্রেম কর।

৫। চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ ক'রোনা।

৬। কারো ধর্ম নিন্দা ক'রোনা।

৭। বাহ্য অঙ্গ সাধু সাজ ত্যাগ কর।

৮। হাতে কাম মুখে নাম করবে।

৯। শ্রীশ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর।

১০। ষড় রিপু থেকে সাবধান থাকবে।

১১। দৈনিক প্রার্থনা কর।

১২। ঈশ্বরকে আত্মাদান কর।

সূচীপত্র

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ ক্ষীরোদ বিহারী।
অনাদীর আদি প্রভু পূর্ণত্তম হরি।।
হৃদয় আকাশে প্রভু তুমি পূর্ণ চাঁদ।
আইলেন ঘুচাইতে ভক্তের বিষাদ।।
তোমার মহিমা গুণ বলিতে কে পারে।
এমন শকতি কা'র আছে ধরা' পরে।।
অনন্ত নারিল গুণ করিতে বর্ণন।
বর্ণেশ্বরী হারে আর লাগে কোন জন।।
অনন্ত তোমার লীলা অনন্ত ভকত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি শূলীন্দ্র অজ্ঞাত।।
তোমার তুলনা তুমি ওহে দয়াময়।
মহিমা প্রকাশ হেতু হইলে উদয়।।
কলির কলুষ নাশ করিবার হেতু।
কৃপা করি পাতিলেন নিজ প্রেম সেতু।।
ভক্তির্বাধ্য ভবারাধ্য ভকত রঞ্জন।
ভকতের হৃদিনিধি অনাথ শরণ।
ত্বরাইতে কলিজীবে দিয়ে প্রেম ধন।
ভবাদি বান্ধব তুমি মহা উদ্ধারণ।।
নিজ গুণে আনিয়েছ নামের তরণী।
তুমি হও বিশ্ব স্রষ্টা গুণাতীত গুণী।।
মনমুগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ রূপ জ্যোছনায়।
তাপ দগ্ধ জীব যত পরাণ জুড়ায়।।
যশমন্ত পুত্র রূপে তুমি জগন্নাথ।
বিপদ ভঞ্জন তুমি অনাথের নাথ।।
পিতা পুত্রে এক দেহে হ'য়ে সমাবেশ।
হরি-গুরুচাঁদ রূপে তুমি পরমেশ।।
চাঁদে চাঁদে মিলনেতে হ'লে পূর্ণচাঁদ।
কৃপা করি ঘুচাইলে ভক্তের বিষাদ।।
শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে যাহা বাকী পড়েছিল।
পূর্ণ হেতু অবতার প্রয়োজন হ'ল।।
অকামনা প্রেম ভক্তি কেবলার রীতি।
আপনি বা তাহা কই পারিলে বর্ত্তাইতি।।
অনর্পিত ধন ছিল গোলকে গোপন।
বিতরিয়ে না হইলে বাসনা পূরণ।
তোমার অদ্ভুত লীলা অতি চমৎকার।
জ্ঞানালোক ভাতি দানে নাশ অন্ধকার।।
অধীনের বন্ধু তুমি পতিত পাবন।
প্রেমভক্তি কর দান করিতে তারণ।।
তোমা সম বন্ধু প্রভু কেহ নাই আর।
ত্বরাইতে এলে তুমি অকুল পাথার।।
তোমার কৃপায় জীবে প্রেম ভক্তি পায়।
পঙ্গুতে পর্ব্বত লঙ্ঘে তোমার কৃপায়।।
অন্ধে পায় চক্ষু দান বোবা কথা কয়।
অবিদ্বানে মহাবিদ্যা দাও দয়াময়।।
অকাতরে বিলাইলে প্রেম সুধাধার।
শিব হ'তে ধন্য জীব করিলে এবার।।
আগমের মাঝে যেই নিগম মাহাত্ম্য।
ভক্তগণে জানাইলে সেই গুহ্য তত্ত্ব।।
যোগী ঋষি দিবানিশি জপি তব নাম।
তথাপি রহিল তারা প্রেম ধনে বাম।।
বানপস্থি পরমহংস ব্রহ্মাচারীগণ।
তারাও করিতে নারে প্রেম আস্বাদন।।
তোমার অসীম লীলা কে বুঝিতে পারে।
ঘুচাইতে পাপ ভার এলে ধরা' পরে।।
অনর্পিত প্রেম ধন অর্পিলে এবার।
গোলকের গুহ্যবস্তু করিলে প্রচার।।
পূর্ব বঙ্গ ধন্য হ'ল তব আগমনে।
বিতরিল হরি নাম সাঙ্গ পাঙ্গ সনে।।

তব প্রেমে নরনারী অনেকে মাতিল।
আপনি শমন রাজা শরণ হইল।।
কলি রাজ ধন্য হ'ল পেয়ে ভক্ত সঙ্গ।
মাধুর্য্য ভক্তের পদে লোটাইয়ে অঙ্গ।।
ধন্য ধন্য করিলেন ওড়াকাঁদা ধাম।
নিরবধি হয় তথা মখুমাখা নাম।।
নিজগুণে সাজাইলে প্রেমের বাজার।
হয় নাই হেন লীলা ধরণী মাঝার।।
চারি যুগ লীলা রস করিলে মন্থন।
ওড়াকাঁদী প্রেম সিন্ধু করিলে স্থাপন।।
ভকত মকর যারা তারা ডুবে রয়।
সিন্ধু ঘোটক যত আনন্দ লভয়।।
প্রেম সরোবরে কেলি করে অনুক্ষণ।
প্রেমসিন্ধু উথলিয়ে করেছে গৰ্জ্জন।।
নামের পবন পেয়ে তরঙ্গ বাড়িল।
অভিমান কুল ভেঙ্গে সমুচ্চে পড়িল।।
প্রবল আকার ধরি প্রেমসিন্ধু নীর।
অভিমানী কৰ্ম্মীজ্ঞানী সবাই অস্থির।
কুলে না থাকিতে পারে আভিজাত্য নিয়ে।।
অকুল দরিয়ার মাঝে পড়িল ঝাপিয়ে।।
তাহে হ'ল নবভাব মেঘের উদয়।
নব অনুরাগ গৰ্জ্জে ধরি ভীমকায়।।
তাহাতে হইল মহাপ্রলয় লক্ষণ।
নব রসের বৃষ্টি ধারা হ'য় বরিষণ।।
নামরূপ শিলাবৃষ্টি ক্রমেই বাড়িল।
চতুৰ্ব্বর্গ ফলাফল সমূলে নাশিল।।
পঞ্চ শাখা প্রসারিত ছিল মুক্তি তরুণ।
উপাড়িয়ে ফেলে দিলে বাঞ্ছাকল্প তরু।।
মন্ত্রবীজ শস্য আদি হ'য়ে গেল লয়।
এ সব করিল ধ্বংস প্রেমের বন্যায়।।
তব আগমনে প্রেম প্লাবিত হইল।
তাতে এই কলিযুগ ধন্য যে রহিল।।
ধন্য প্রভু তব পিতা যশমন্ত ঠাকুর।
যাহার চরিত্র গুণ মধুর মধুর।।
পূৰ্ব্বে ছিল ধরা দ্রোণী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
পরজন্মে হ'ল ব্রজে নন্দ-নন্দ রাণী।।
নদীয়াতে জগন্নাথ মিশ্র শচী রাণী।
এবে সবে হ'ল তব জনক জননী।।
শচী রাণী অন্নপূর্ণা তোমার প্রসূতী।
যশ মন্ত গৃহিণী রূপা ধন্য মহাসতী।।
ধন্য ধন্য রামকান্তে বন্দি কায়মনে।
তোমাকে পাইনু প্রভু যার কৃপাগুণে।।
ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্র নামে মহামুনি।
অবন্তি নগরে পরে হ'ল সান্দিপণী।।
নদীয়াতে গঙ্গাদাস পরেতে ভারতী।
এবে মুগডোবা রামকান্ত মহামতী।।
যার বরে তোমা ধনে পাইনু এবার।
তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার।।
অযোগ্য অধম আমি ওহে কৃপাসিন্ধু।
অভাগারে দিও তব চরণার বিন্দু।।

——

পুনঃ বন্দনা

নমামি শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রী বৈষ্ণব দাস।
জয় গৌরীদাস জয় শ্রীস্বরূপ দাস।।
শ্রীশশী সুধন্য শ্রীউপন্দ্রে সুরেন্দ্র।
জয় জয় হরি বংশধরগণবৃন্দ।।
বন্দ মাতা শান্তিবেদী লক্ষ্মী স্বরূপিনী।
সাগর দুহিতা মাগো ক্ষীরোদবাসিনী।।
ভক্তে দিচ্ছে প্রেমভক্তি তুমি আহ্লাদিনী।
এ যুগে হইলে মাতা লোচন নন্দিনী।।

শ্রীহরির অর্দ্ধাঙ্গিণী শান্তি ঠাকুরাণী।
কায় মন প্রাণে বন্দি চরণ দু'খানি।।
জয় মাতা সত্যভামা মহা-মহাদেবী।
লিখিতে কলম ধরি সেই পদ ভাবি।।
দক্ষ পুত্রি দাক্ষায়িনী পূর্বেতে আছিল
পরেতে পর্বত সুতা পার্বতী হইল।।
শিবের বামেতে বলে নাম যে শিবাণী।
ঈশানী ইন্দ্রানী তুমি সবার জননী।।
বিশ্বকত্রী জগধাত্রী তুমি কাত্যায়িনী।
দুর্বলের দেহে তুমি শক্তি প্রদায়িনী।।
বিশালাক্ষী কমলাক্ষী তারা ত্রিনয়নী।
বিন্ধ্যাচলে মহাশক্তি সে বিন্দুবাসিনী।।
কেতকী কৌশুকি তুমি ভবভয় হারা।
মোহিনী রূপেতে শঙ্করের মনহরা।।
তোমার মহিমা মাগো বর্ণিতে না জানি।
এবে এসে হ'লে রামকৃষ্ণের নন্দিনী।।
ভক্তে দিতে প্রেমভক্তি তুমি শক্তিময়ী
দয়া দানে মহাদেবী তুমি দয়াময়ী।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে গুরুচাঁদ বামা।
সত্যের প্রতিষ্ঠা হেতু তুমি সত্যভামা।।
পদতরী দাও মাগো এ দীন সন্তানে।
আমার বলিতে কেহ নাই তোমা বিনে।।
অযোগ্য অধম আমি সাধনা না জানি।
তথাপি ভরসা রাঙ্গা চরণ দু'খানি।।
পাষাণের মেয়ে ব'লে হইও না পাষাণী।
দয়াময়ী রূপে দয়া করগো জননী।।
বিচরণ ওই পদ সদা করে আশ।
অভাগারে রেখ মাগো শ্রীচরণের পাশ।।

মতুয়াগণ বন্দনা।

জয় দয় শ্রীগোলক চাঁদ হীরামন।
শ্রীলোচন মৃত্যুঞ্জয় দশরথ শ্রীবদন।।
ব্রজনাটু বিশ্বনাথ মঙ্গল সুজন।
উর্দ্ধবাহু করি বন্দি সবার চরণ।।
শ্রীতারক মহানন্দ প্রেমের দুলাল।
অক্ষয় নবীন বসু জয় হরিপাল।।
রামচঁদ বংশীধর সূর্য্য নারায়ণ।
মহেশ বেপারী জয় শ্রীউমাচরণ।।
মদন গোপাল হয় নেহাল বেহাল।
বৈরাগী চণ্ডিচরণ যাদব কাঙ্গাল।।
শ্রীকানাই শ্রীশ্রীনাথ আর শ্রীযুধিষ্ঠির।
গোসায়ী শ্রীগোবিন্দ শ্রীঅক্রুর মিহির।।
শ্রীগদাই শ্রীনিতাই শ্রী পূর্ণ চরণ।
শ্রীবলাই সৃষ্টিধর মহিমা চরণ।
শ্রীগোলক কীর্ত্তনীয়া ভকত সুজন।
শ্রীমধুর গিরিধন তাহার নন্দন।।
গঙ্গাধর পীতাম্বর রজনী শ্রীধর।
অক্রুর গুরুচরণ আর কোটিশ্বর।।
শ্রীরাম সুন্দর রামতনু বৃন্দাবন।
রামচাঁদ দশরথ বৈরাগী সুজন।।
শ্রীরামলোচন শ্রীগুরুচাঁদ ঢালী।
জন্মোজয় সূর্য্য নারায়ণ বনমালী।।
সনাতন ধনঞ্জয় আর নিবারণ।
জয়চাঁদ ফেলারাম তপসী মদন।।
রঘুনাথ বাবুরাম ভক্ত দীননাথ।
গয়ারাম অভিরাম আর ভোলানাথ।।
কোটিশ্বর ধনঞ্জয় বালা জনার্দ্দন।
পীতাম্বর শ্রীনবীন-মহিমা চরণ।।

শ্রীঅক্রুর চন্দ্র বালা ভক্ত শ্রীগোবিন্দ।
অবিনাস সনাতন আর সদানন্দ।।
শ্রীতারিণী শ্রীরজনী শ্রীউমাচরণ।।
শ্রমহেশ শঙ্গবিপিন ভকত সুজন।
ইত্যাদি অনেক ভক্ত কৃষ্ণপুরবাসী।
হরিচাঁদ পাদপদ্ম সদা অভিলাষী।।
সেই বংশজাত কন্যা নামে তীর্থমণি।
হরিচাঁদ হেরি হল উন্মাদিনী।।
শ্রীগোপাল শ্রীনেপাল বিশ্বাস সুজন।
দু'ভাইয়ের প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন।।
নেপালের পুত্র ষষ্ঠী আর নিবারণ।
সবাই কনিষ্ঠ হয় শ্রীনীল রতন।।
জয় শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বৈরাগী সুজন।
মহারত্ন শ্রীঅশ্বিনী যাহার নন্দন।
বন্দিমাতা শ্রীঅম্বিকা দেবীর চরণ।
পুত্ররূপে কোলে পেল অমূল্য রতন।।
শম্ভুনাথ শ্রীমদন শ্রীরাইচরণ।
শ্রীমধুসূদন বালা সরল সুজন।।
ইত্যাদি ভকত পদে করি প্রণিপাত।
কৃপা করি পুরাইও মম মনোরথ।।
কলাতলা কানাচ্চরে যত মতোগণ।
কায়মনে বন্দি আমি সবার চরণ।।
শৈলদাহ মাটিভাঙ্গা আর বইবুনে।
উদ্দেশ্য প্রণাম করি সবার চরণে।।
জয়চাঁদ লালচাঁদ ক্ষেপা শিরোমণি।
তরুণী রজনী শ্যাম তারিণী রমণী।।
শ্রীশঙ্কর অভয় চরণ চূড়ামণি।
বুদ্ধিমন্ত শ্রীকুবের আর নীলমণি।।
শ্রীকৈলাস শ্রীভূবন আর ফেলারাম।
লক্ষ্মীকান্ত সরকার আর গয়ারাম।।
তারিনী অযোধ্যারাম শ্রীকুঞ্জ বিহারী।
হরিবর শ্রীরসিক মতো নাম ধরি।।
ইত্যাদি অনেক জন মাতে সিঙ্গা গ্রামে।
অনুক্ষণ থাকে মতত গুরুচাঁদ নামে।।
মাধবেন্দ্র বাবুরাম সাধু শ্রীকানাই।
সবার চরণে আমি প্রণাম জানাই।।
দক্ষিণ দেশেতে ভক্ত হয় অগণন।
উদ্দেশ্যে সবার পদে লইনু শরণ।।
জয় শ্রীতাপসী বালা শ্রীদেবী চরণ।
ঠাকুরের নাম ধর্ম্ম করে বিতরণ।।
শ্রীযাদব চন্দ্র ঢালী অতীব সদ্বজ্ঞানী।
কায়মনে বন্দি তার চরণ দু'খানি।।
শ্রীগোপাল শ্রীবিপিন পরম মহান।
অন্তরেতে গাহে সদা হরিগুণ গান।।
তারিণী রজনী আর তরুণী রমণী।
জয়মণি ফেলারাম আর নীলমণি।
অদ্বৈত শ্রীনিতাই আর শ্রীঅশ্বিনী।
সীতানাথ দিগ্বজয় আর শ্রীকামিনী।।
শ্রী আনন্দ হরিবর আর মনোহর।
শ্রীবিরদা দ্বিজবর অম্বিকা শ্রীধর।।
শ্রীকেদারী শ্রীবেহারী আর জলধর।
রামচন্দ্র বনমালী ভক্ত শ্রীঅধর।।
শ্রীরসিক অবিরাম গোসাই নকুল।
বৈরাগী রাজেন্দ্র শ্রীউদয় অনুকুল।।
শ্রীচন্দ্র পাগলা আর জয় ফেলারাম।
ঠাকুরে পাইয়া হ'ল পূর্ণ মনোস্কাম।।
হ'য়েছে হ'বেন যত ভক্ত অগণন।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দি সবার চরণ।।
সবার শ্রীপদে মোর প্রণাম জানাই।
কৃপা করি অভাগারে পদে দিও ঠাঁই।।

হরিভক্তগণ সব সীমার বাহিরে।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি হৃদয়েতে ধরে।।
নরনারী হয় যত ঠাকুরের গণ।
সবাকার পদে মোর এই নিবেদন।।
সবে মিলি এই কৃপা কর অভাগারে।
হরি-গুরুচাঁদ বলে যেন আঁখি ঝোরে।।
অনুক্ষণ সৎসঙ্গে থাকে যেন মন।
কায়মন প্রাণে করি নাম সংকীর্ত্তন।।
ভক্ত পদ রজঃ করি অঙ্গের ভূষণ।
ভক্তের উচ্ছিষ্ঠ যেন করিহে সেবন।।
ভক্ত পাদোদকে যেন স্নান হয় মোর।
যাদের কৃপায় কেটে যাবে মায়া ঘোর।।
গুরুচাঁদ পাদপদ্ম হৃদয়েতে ধরি।
জীবন মরণে যেন বলি হরি হরি।।
বাহ্য আশা ভুলে গিয়ে হরিগুণ গা'ব।
ভক্তের করুণা গুণে হরিধন পা'ব।।
সাধন ভজন হীন আমি দুরাচার।
তথাপি মনেতে মোর ওই পদ সার।।
বড় আশা ছিল মম হতে হরিদাস।
বিচরণ কহে প্রভু না কর নিরাশ।।

——

দেবাদিদেব শঙ্করের পূর্ব প্রতিজ্ঞা পরিশোধের পরিকল্পনা

পয়ার।

একদা বসিয়ে শিব কৈলাস শিখরে।
পার্বতীকে কহে বাণী অতি হর্ষান্তরে।
শুন হৈমাবতী তুমি আমার বচন।
পূর্বের প্রতিজ্ঞা মম হইল স্মরণ।
এই বার সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিব।
মর্ত্ত্যে গিয়ে শ্রীহরির নন্দন হইব।
এতদিনে সে সুদিন ভাগ্যে না ঘটিল।
এইবার সেইদিন নিকটে আইল।।
পার্বতী বলেন এবে বলুন আপনে।
কি প্রতিজ্ঞা করেছেন ক'বে কি কারণে।।
শুনিবারে সেই কথা বাসনা অন্তরে।
প্রকাশিয়ে একবার বলিবেন মোরে।।
কিবা হেতু কি প্রতিজ্ঞা শুনিতে বাসনা।
জানিবারে সেই কথা হ'য়েছি উন্মানা।
কেন বা হইবে সেই শ্রীহরি নন্দন।
বিবরিয়ে সেই কথা কহ ত্রিলোচন।
মর্ত্ত্যধামে গিয়ে হরি কেন বা জন্মিল।
কলিজীবে কোন ধর্ম্ম বিতরিবে বল।।
এই কলিকালে হ'ল গৌর অবতার।
তিনিওও নাম ধর্ম্ম করিল প্রচার।

(শ্লোক) (বিগদ্ধ মাধব)

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুনয়াবতীর্ণ কলৌঃ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলোরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম।।
হরিপুরটসুন্দর দ্যুতি কদম্বসন্দীপীতঃ।
সদাসহৃদয় স্কন্দরে স্ফরতু বা শচী নন্দনঃ।।

পয়ার

অনর্পিত যেই বস্তু ছিল গোপনেতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ অর্পিলেন কলি জীব হিতে।।
গোলকের গুহ্যবস্তু চরিং চিরাৎ।
অর্পিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সাথ।।
রাধা কৃষ্ণ উভয়াঙ্গ করিয়ে মন্থন।
নামোৎপত্তি করিলেন নিহেতু কারণ।।
রাধার উজ্জ্বল রস চিন্তামণি ধন।
সে প্রেম তরঙ্গ মাঝে নামের সৃজন।।

সেই প্রেম সমর্পণ কৈল গোরা রায়।
কলির মানবে কৈল স্বভক্তি আশ্রয়।।
তাই রাধা অঙ্গ মিলনেতে শ্রীগৌরাঙ্গ।
কদম্ব সন্ধি পীতাঙ্গ তাহে এক অঙ্গ।
হেন গোরা রায় সমর্পিল সে রতন।
পুনঃ কেন প্রভু করে জনম গ্রহণ।।
কোন ধর্ম্ম বিলাইতে বাসনা অন্তরে।
সেই হেতু জন্ম নিল এসে নরাকারে।।
শঙ্কর বলেন তুমি শুন হৈমাবতী।
যে কারণে পুনঃ এল অগতির গতি।।
একদা নিভৃতে প্রভু বলে মম ঠাঁই।
শান্তিপুরে ছিনু আমি অদ্বৈত গোঁসাই।।
আপনার মন কথা বলিল আমারে।
আসিতে হইবে পুনরায় দুইবারে।।
এই লীলা সাঙ্গ করি মোরা তিন জন।
খেতরীতে গিয়ে হবে জনম গ্রহণ।।
তুমি হ'বে রামচন্দ্র আমি শ্রীনিবাস।
দাদা নিত্যানন্দ হ'বে নরোত্তম দাস।।
তাহাতে প্রভুর মনে বাসনা রহিল।
অকামনা প্রেমভক্তি নাহি পাওয়া গেল।।
সেই হেতু অবতার হ'ল প্রয়োজন।
খেতরীর লীলা পরে হ'ল সম্বরণ।।
পরে এই জন্ম হ'ল সফলা নগরে।
বাসুদেব জন্মে রামকান্ত সাধুবরে।।
যে ভাবতে রামকান্ত হইল উদয়।
এবে তুমি শুন সতী সেই পরিচয়।।
রামকান্ত জন্ম লয় মুগডোবা গ্রামে।
সদাই উন্মত্ত থাকে বাসুদেব প্রেমে।।
বিগ্রহ মূরতি তার সনে কথা কয়।
যাহা দেয় তাই সেবে বাসুদেব রায়।।
ভক্তির্ব্বাধা বাসুদেব সঙ্গে থাকে তার।
রামকান্ত লভে সদা আনন্দ অপার।।
প্রেমধনে রামকান্ত হয় মহাধনী।
আরো কহি শুন সতী পূর্ব্বের কাহিনী।।
খেতরিতে করি মোরা জনম গ্রহণ।
করিনু নিগুঢ় লীলা রস আস্বাদন।।
কৃষ্ণানন্দ সুত হৈল সেই নরোত্তম।
রামচন্দ্র রূপে আমি লভিনু জনম।।
শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র কায়স্থ কুলেতে।
তিনজনে ভ্রমণ করিনু এক সাথে।।
সেইকালে প্রেমবৃক্ষ কলির মায়ায়।
এককালে সমূলে শুকিয়ে যেতে চায়।।
হেনকালে এল তথা নামে বীরভদ্র।
জনিলাম সেই জন নিত্যানন্দ পুত্র।।
বৈষ্ণবের কুটনাটি হেরিয়ে নয়নে।
অতি দুঃখ ভরে কহে কাতর বচনে।।
সহিতে না পারি প্রভু সে সব আচার।
তাহাতে দারুণ ব্যথা অন্তরে আমার।।
কিসেতে হইবে প্রভু স্বধর্ম উদ্ধার।
করুণা করিয়ে প্রভু বল একবার।।
এইভাবে স্তুতিবাদ বহুত করিল।
পরে তারে শ্রীনিবাস উপদেশ দিল।।
কীর্ত্তন রূপ সুরম করগে সিঞ্চন।
প্রেমবৃক্ষে স্বতেজঃত্য করিবে ধারণ।।
উর্দ্ধরেতা শক্তি কর সঞ্চয় এবার।
সামার্থার সনে কর প্রেম ব্যবহার।।
হইবে অক্ষয় রতি না টলিবে মন।
কৃপা করিবেন তবে মদনমোহন।।
কামসিন্ধু মথিয়া পাইবে প্রেমধন।
দেখিতে পাইবে তবে মদনমোহন।।

আহ্লাদিনী শক্তি তব জাগিবে হৃদয়।
আর না থাকিবে কভু পতনের ভয়।।
সেই ধর্ম গিয়ে তার শিষ্যে জানাইল।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তারা ইহাই বলিল।।
যথাকার বিন্দু মোরা তথায় পাঠাব।
প্রকৃতির স্থানে বিন্দু কিছু না রাখিব।।
অদ্যাপিও সেই ধর্ম শুনিয়ে শ্রবণে।
প্রকৃতি আশ্রয় লোভে শিক্ষাগুরু জানে।।
প্রকৃতি আশ্রয় করে ধর্ম্ম নাহি রয়।
হাতে তালি দেয় কলি দেখিয়ে তাহায়।।
কলির মায়ায় প্রেম করিল শোষণ।
এই হেতু অবতার হইল প্রয়োজন।।
চারি যুগে অন্তরঙ্গ ভক্ত যত জন।
এবে তারা এক সঙ্গে হইবে মিলন।।
চারি যুগ লীলা রস মন্থন করিয়া।
হরি প্রেম সিন্ধু মাঝে রেখেছে পুরিয়া।।
তাই এল রামকান্ত ত্রেতাযুগ হ'তে।
অবন্তি নগরে সন্দীপনী দ্বাপরেতে।।
কলি যুগে গঙ্গা দাস পন্ডিত নামেতে।
বিদ্যা শিক্ষা দান করে এসে নদিয়াতে।।
পরেতে সন্ন্যাসী মন্ত্র দিলেন ভারতী।
একাধারে রামকান্তে বর্ত্তে সে শকতি।।
তার বরে জন্ম লয় শ্রীহরি ঠাকুর।
যাহার চরিত্র গুণ মধুর মধুর।
তার বরে হরি এল যশমন্ত্র ঘরে।
জনম লভিল পূর্ণ মায়ের উদরে।।
জন্মমাত্র ক্ষীরোদের শক্তি যে মিলল।
জ্যোতিরূপে সেই শক্তি অঙ্গে প্রবেশিল।।
যখনেতে হরি অঙ্গে হইল মিলন।
আমি হরি আমি হরি বলেন বচন।।

শিশু মুখে এই বাণী ধাত্রী দেবী শুনে।
স্তম্ভিত হইল যেন আপনার মনে।।
ত্রয়োদশ মাস রহে মাতৃগর্ভে হরি।
প্রসবিয়ে প্রসূতি সে রহে ধরাপরি।।
অচৈতন্যা হ'য়ে থাকে অন্নপূর্ণা মাতা।
বহু যত্নে ধাত্রীদেবী করে চৈতন্যতা।।
বলিল সকল কথা অন্নপূর্ণ মায়।
ধন্যা মাতা তুমি হও এই বসুধায়।।
জন্মেছে অমূল্য রত্ন তোমার উদরে।
হেন ধন পেলে সাধু রামকান্ত বরে।।
ওগো মাতা জানিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
শিশু মুখে শুনিলাম অত্যাশ্চর্য্য বাণী।
তুমি যবে প্রসবিয়ে হ'লে অচেতন।।
কোথা হ'তে এসে জ্যোতি হইল মিলন।।
শিশু অঙ্গে সেই জ্যোতি প্রবেশে যখন।
আমি হরি আমি হরি বলিল বচন।
এইভাবে তিন বার শিশু করে ধ্বনি।
এ জীবন হেন বাণী কভু নাহি শুনি।।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম কানে।
সে ধ্বনি শুনিয়ে হই সবিস্মিত মনে।।
দেখি নাই শুনি নাই হেন ব্যবহার।
পুত্ররূপে পেলে বুঝি সংসারের সার।।
রামকান্ত বর দিল শুনেছি শ্রবণে।
ভাগ্য গুণে আজ তাহা হেরিনু নয়নে।।
শুনিয়ে ধাত্রীর বাণী প্রফুল্লিত হ'য়ে।
পুত্র কোলে নিল মাতা সস্নেহে ধরিয়ে।।
মুখেতে চুম্বন করে গদ গদ হয়ে।
ধাত্রী করে হুলুধ্বনি আনন্দিত হিয়ে।।
সে ধ্বনি শুনিয়ে এল প্রতিবেশী ধনী।
তারাও সঘনে করে মঙ্গলের ধ্বনি।।

সে ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হল।
হরি এল ধরাধামে সাড়া প'ড়ে গেল।।
কোন নারী বলে রামকান্ত গুণমণি।
বর দিয়ে ছিল নাকি কর্ণে মাত্র শুনি।।
তার বরে জন্মে এই সুন্দর কুমার।
আহা মরি কিবা এইরূপ মনোহর।।
মনে হয় হ'বে বুঝি শচীন নন্দন।
সাধু রামকান্ত বরে লভিল রতন।।
কোন নারী বলে দিদি মনে অনুমানি।
সেই ধন পেয়েছিল ব্রজে নন্দরাণী।।
কোন নারী বলে দিদি আমি মনে করি।
অন্নপূর্ণ কোলে এল মনোচোরা হরি।।
এই ভাবে নারীগণে করে অনুমান।
নিশ্চয় এসেছে দিদি স্বয়ং ভগবান।।
কেহ বলে ধন্য মানি সেই বিধাতায়।
যে গঠিল অপরূপ রূপ জ্যোতির্ম্ময়।।
কত নিরজনে বসি গড়ে হেন নিধি।
কত না যতন করি গঠেছে সে বিধি।।
দুগ্ধ হিঙ্গুলের লেশ করিয়া মিলন।
শিশু অঙ্গে দিল এই রেশম বরণ।।
কোন নারী বলে দিদি মনে হেন লয়।
অনাথের নাথ বুঝি হইল উদয়।।
আজানুলম্বিত হাত চৌরাশ কপাল।
নয়নে কাজল রেখা করে ঝলমল।।
সুচিক্কন শোভে নাসা তিলফুল জিনি।
নয়ন যুগল কিবা মধুর চাউনি।।
জন্মিয়েছে এ রতন মহাজন বরে।
তাই এত চিহ্ন শোভে শিশুর শরীরে।।
ইহা শুনি মহামায়া বলে শঙ্করেরে।
কি-কি চিহ্ন শোভা করে শিশুর শরীরে।।
শঙ্কর বলেন শুন চিহ্নের লক্ষণ।
একে একে আমি তাহা করিব বর্ণন।।

(শ্লোক)

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্ম সপ্তরক্তঃ ষড়োন্নত।
ত্রিহ্রস্বঃ,পৃথু-গম্ভীরো দ্বত্রিংশ ঈশ্বর লক্ষণম্।।

(পঞ্চদীর্ঘ)

নাসিকা, হস্ত, গণ্ডের উপরিভাগ,
নয়ন ও জানু।

(পঞ্চ সূক্ষ)

ত্বক, কেশ, আঙ্গুলীর, পর্ব্ব, দন্ত
ও রোম। (এই পঞ্চাঙ্গ সূক্ষ্ম)

(সপ্তরক্ত)

নয়নের প্রান্তভাগ, চরণতল, করতল,
তালু ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ ইত্যাদি।

(ষড়োন্বত)

বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কোটি দেশ ও মুখ
ইত্যাদি

(ত্রিহ্রস্ব)

যথা কর্ণদেশ, ললাট ও বক্ষ ইত্যাদি।
নাভী, স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটি স্থান
গাম্ভীর্যযুক্ত! এই বত্রিশ চিহ্ন পূর্ণ
ব্রহ্ম ভগবানের জানিবে।

পয়ার

এই দুই তিন চিহ্ন দেখিবে যার গায়।
ততটুকু অংশ বলে মানিবে তাহায়।।
সেই পূর্ণত্তম হরি লভিয়া জনম।
তার পুত্র হ'ব আমি করেছি মনন।।
তিনি করেছেন লীলা অতি চমৎকার।
আমিই বুঝিতে নারি মানব কি ছার।।
অগণিত ভক্তবৃন্দ কি পুরুষ নারী।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে বলে হরি হরি।।
গোপী কোপী এইবার হইয়া মিলন।
এক সঙ্গে করে হরি প্রেম আস্বাদন।।
বহিছে প্রেমের বন্যা ভক্তের হৃদয়।
সে তরঙ্গে ভেসে ভেসে হরি গুণ হায়।।
হরি পুত্র, হ'য়ে আমি পুরাইব আশ।
পরম আনন্দ পাব হরিভক্ত পাশ।
ভক্তদের সঙ্গে রব আনন্দিত মনে।
প্রতিজ্ঞা করিব পূর্ণ এই শুভ দিনে।।
পার্ব্বতী বলেছে কেন প্রতিজ্ঞা করিলে?
মানব আকারে হ'বে মানবের ছেলে।।
দেবতা হইয়ে এবে হতে চাও নর।
বেদতার চেয়ে কি মানব শ্রেষ্ঠ স্তর।।
ধরাধামে সব নর পূজে দেবতায়।
নরদেহ ধরি রবে নরের আলয়।।
এ বড় আশ্চার্য্য কথা করিনু শ্রবণ।।
কেন বল নরদেহ করিবে ধারণ।।
শিব বলে শুন সতী পূর্ব্বের কাহিনী।
যেভাবে হইলে তুমি গণেশ জননী।
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন পুত্র গজানন।
নারায়ণ অংশে তব হইল নন্দন।।
পুত্রের কামনা জাগে তোমার অন্তরে।
সেই কথা জানাইলে আমার গোচরে।।
তোমাকে বলিয়েছিনু পূর্ব্ব বিবরণ।
যে কালে ছিলাম মোরা ক্রীড়ায় মগন।।
বহুকাল গত হয় নাহি ভাঙ্গে রতি।
হ'য়েছিল দেবগণ স্বচিন্তিত অতি।।
আমার নিকট যেতে সাহস না করে।
রতি ভাঙ্গিবার হেতু পাঠায় ময়ূরে।।
ময়ূরে হেরিয়ে মোর উপজিল তাপ।
ময়ূর সহিতে দেবে করি অভিশাপ।।
স্বপত্নী গর্ভেতে কারো না হ'বে সন্তান।
আমার অব্যর্থ বাণী না হইবে আন।।
পরে তোমা বলেছিনু প্রবোদ বচন।
পূণ্যক ব্রতের সব কর আচরণ।
মম বাক্যে শতবর্ষ করেছিলে তাই।
সেই পূণ্যে পুত্র হ'ল গোলকের সায়ী।।
পুত্র কোলে পেয়ে তুমি হ'লে আনন্দিতা।
দেখিতে আইল পুত্রে সকল দেবতা।
তার মাধে না আইল দেব শনৈশ্চর।
স্বচিন্তিতা হয়েছিল তোমার অন্তর।।
সেই কথা মনে মনে জানিতে পারিল।
পুত্রে হেরিবারে শনি আসিতে চাহিল।
হেনকালে নারী তার ঋতুমতী ছিল।
ঋতু রক্ষা কর বলে শনিকে বলিল।।
শনি বলে যাব আমি কৈলাস শিখরে।
হরি হ'ল দুর্গাসূত তাঁকে হেরিবারে।।
হেনকালে রতি! রতি না পারি করিতে।
বিশেষতঃ মাতা দুঃখী আমি না যাওয়াতে।।
দেখিব গোলকনাথে পার্বতীর কোলে।
না করিব রতি ক্রিয়া হেন যাত্রাকালে।।

এত বলি গ্রহরাজ করিল গমন।
উপনীত হ'ল আসি মোদের ভবন।।
ওদিকেতে স্নান করে শনির রমণী।
শনি প্রতি রুষ্টে কহে অভিশাপ বাণী।।
মোরে উপেক্ষিয়ে তুমি যাইবে যথায়।
যারে দেখ তার যেন মুণ্ড খ'সে যায়।।
রাগে রাগে এতে পুত্রে কৈল দরশন।
স্কন্ধ হ'তে মুণ্ড হয় ভূতলে পতন।।
সেই কথা একবার দেখ মনে করে।
কিভাবে হইয়েছিল তোমার অন্তরে।।
কত না বিলাপ করি কেঁদেছিলে সতী।
সাক্ষাতে হেরিয়ে হেন পুত্রের দুর্গতি।।
সেই মুণ্ড চলি যায় গণ্ডকী পর্ব্বতে।
কীট রূপে শনি যায় মুণ্ড সাথে সাথে।।
কীটেতে কারিয়ে ফেলে গণ্ডকীর নীরে।
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে শালগ্রাম হয় পরে।।
চক্র বিশেষেতে শিলা হ'ল শালগ্রাম।
শালগ্রাম রূপেতে গোলকনাথ শ্যাম।।
যদ্যপিও হেনভাব জাগে কারো মনে।
গোলোকনাথের মুণ্ড খ'সে গেল কেনে।।
একেত শনির নারী তাহার কোপেতে।
আর ত শনির দৃষ্টি পড়িল তাহাতে।।
আরো কহি শুন এক পূর্বের ঘটনা।
ঈশ্বরের লীলা খেলা বুঝে কোন জনা।।
এক কর্ম অবিলম্বে বহু কর্ম হয়।
দুই তিন কর্মে এক কর্ম সমাধয়।।
একদা দুর্বাসা মুনি ব্রহ্মলোকে গেল।
পারিজাত মালা এক ব্রহ্মা তারে দিল।।
বলে এই মালা তুমি যাহারে পরাবে।
সর্ব অগ্র পূজনীয় সেজন হইবে।।
হার পেয়ে মুনিবর ক'রেছে চিন্তন।
মম গলে এই হার না হয় শোভন।।
বনে থাকি বনফল ভক্ষণ আমার।
মম গলে কভু নহে শোভে এই হার।।
ইহা ভাবি মালা দিল ইন্দ্র দেবরাজে।
অহংকারে মেতে ইন্দ্র মালা দিল গজে।।
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা খণ্ড খণ্ড করি।
ফেলিয়া দিলেক মালা মৃত্তিকা উপরি।।
ছিন্ন হার পথে দেখে কুপিয়ে যে মুনি।
ইন্দ্র প্রতি দিল পরে অভিশাপ বাণী।।
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হও ইন্দ্র মম অভিশাপে।
মালা দুর্দশা দেখি ওষ্ঠাধর কাঁপে।।
মালার মাহাত্ম্য আছে যে পরিবে গলে।
সেই অগ্র পূজনীয় হ'বে ভুমণ্ডলে।।
যবে তব পুত্র মুণ্ড খসিয়া পড়িল।
স্ত্রস্ত চিত্তে দেবগণ ভাবিতে লাগিল।।
কি হইতে কি হইল ভাবিয়া না পায়।
দেবগণ সর্বজন করে হায় হায়।।
ব্রহ্মাদেব ডেকে বলে দেবগণ ঠাঁই।
উত্তর শিয়রী মুণ্ডু আমি এবে চাই।।
সবে বলে নন্দী তুমি উর্দ্ধশ্বাসে ধাও।
উত্তর শিয়রী দেখ কারো কোথা পাও।।
ব্রহ্মা বলে মুণ্ড এনে দেহ ত আমারে।
সেই মুণ্ড জোড়াইব শিশু স্কন্ধ পরে।।
নন্দী গিয়ে শ্বেত করী শয়নে দেখিল।
কাটিয়ে করীর মুণ্ড ব্রহ্মা ঠাঁই দিল।।
সেই মুণ্ড জোড়াইলে পাইল জীবন।
নাম হ'ল সর্ববিঘ্নহারী গজানন।।
হেন পুত্রে যবে তুমি ক'রেছিলে কোলে।
জন্ম মৃত্যু হরা তারা তুমি ভূমণ্ডলে।।

এইভাবে পুত্র হ'ল গোলকের পতি।
আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিনু হৈমাবতী।।
হরি এসে হ'ল যবে আমার নন্দন।
আমিও হইব কবে হরির নন্দন।।
সেই দিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিনু।
এ কয় যুগের মাঝে শোধিতে নারিনু।।
বৃষভ রূপেতে তিনি আমার বাহন।
গরূড় রূপেতে আমি বহি নারায়ণ।।
এবে যদি পুত্র হ'ল আমি পুত্র হ'ব।
হরি পুত্র হ'য়ে আমি ক'রে জন্ম ল'ব।।
চলে গেল বহুযুগ না পেনু সময়।
এবে দেখি শুভদিন মোর বয়ে যায়।।
অন্তরঙ্গ ভক্ত সনে করেন ভ্রমণ।
হরিনাম প্রেম রস করে আস্বাদন।।
বহুদিন মনে মনে ভেবেছি হৃদয়।
কার্য্য বিশেষেতে তাহা পূরণ না হয়।।
ত্রেতা যুগে রাবণের ভক্তিবার্ধ্য হ'য়ে।
সেই ভাবে সেই যুগ গেল যে চলিয়ে।।
কৃষ্ণ অবতারের হয় নিষ্কাম বিহার।
প্রতিজ্ঞা পূরণ মম না হইল আর।।
বৈবস্বৎ মন্বন্তরে কলির সন্ধ্যায়।
প্রভু মোরে পাঠাইল অগ্রে নদীয়ায়।।
পাষণ্ডির মুখে শুনি কৃষ্ণভক্ত নিন্দা।
তাহাতে আমার মনে হ'ল বড় ঘৃণা।।
তুমি হ'লে সীতা দেবী আমি অদ্বৈত।
কৃষ্ণভক্ত নিন্দা শুনি হইনু ব্যথিত।।
লইয়ে তুলসীদল করি হুহুঙ্কার।
প্রভু যাতে নদীয়াতে আসেন সত্ত্বর।।
স্বয়ং এর অবতার হয় সেই কালে।
আর আর অবতার তাতে এসে মিলে।।
(চৈতন্য চরিতামৃতে ভাগবৎ বাণী)

'শ্লোক'

এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান স্বয়ম।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং মূঢ়য়ন্তি যুগে যুগে।

পয়ার

জীব উদ্ধারিতে প্রভু মনস্থ করিল।
তাই মোরে শান্তিপুরে অগ্রে পাঠাইল।।
কেহ অগ্রেতে আর কেহবা পশ্চাতে।
এই ভাবে ভক্তগণ মিলে একসাথে।।
কৃষ্ণভক্ত নিন্দা মোর অসহ্য হইল।
মনের মাঝেতে এক প্রতিজ্ঞা জাগিল।।
লইয়ে তুলসী দল অতি মন দুঃখে।
মনে ভাবি প্রভুকে আনিব মর্ত্ত্যলোকে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি করি ঘোর হুহুঙ্কার।
এস এস বলি আমি করি অঙ্গীকার।।
দয়া করি এল প্রভু শচীর উদরে।
জগন্নাথ মিশ্র সূত রূপে মায়াপুরে।।
অল্প বয়সে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
তাহাতে না হল পূর্ণ মম অভিলাষ।।
অকামনা প্রেম ভক্তি তাতে না বর্ত্তিল।
একারণ অবতার প্রয়োজন হ'ল।।
ক্ষীরোদের নাথ হরি ভাবিলেন মনে।
নরাকারে যাব আমি মরত ভূবনে।।
কলির মানুষে প্রভু মানুষ করিতে।
উদিলেন সে রতন এ পূর্ববঙ্গেতে।।
বাসুদেব রূপে প্রভু জনম লভিল।
ক্ষীরোদের শক্তি এসে তাহাতে মিশিল।।
সর্ব শক্তি নিয়ে প্রভু হ'ল পরিপূর্ণ।
পূর্ণত্তম হরিরূপে হ'ল অবতীর্ণ।।

ওড়াকাঁন্দি পূর্ণ লীলা হবে পরকাশ
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ।
প্রবল ভাবেতে বহে নামের বাতাস।
অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রাণে বাড়িল উল্লাস।।
প্রেমের তরঙ্গ মাঝে খেলে সন্তরণ।
তার মাধে বিলাইল অমূল্য রতন।।
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম্ম সূক্ষ্ম সোনাতন।
আপনিও ক'রেছেন সে ধর্ম পালন।।
ভক্তগণে পেয়ে তার সুনির্মল ধারা।
নাম প্রেম রসে সবে হ'ল মাতোয়ারা।।
আমিও জন্মিব শান্তি মায়ের উদরে।
ভক্তসনে ভেসে রব প্রেম সরোবরে।।
পেয়েছি এই সুসময় আর না ছাড়িব।
আমার প্রতিজ্ঞা এবে পূরণ করিব।।
প্রভুর লীলায় কিছু সাহায্য হইবে।
মুক্তিশ্বর হ'য়ে মুক্তি দিব সর্ব জীবে।।
তার মাঝে প্রেমধনে হ'ব অধিকারী।
সকল বাসনা পূর্ণ করিবেন হরি।।
এ লীলায় দেবগণ সাহায্য করিবে।
তাহাতে আমার প্রাণে আনন্দ বাড়িবে।।
নরাকারে রব আমি নরের সনেতে।
অনুক্ষণ রব ভক্ত সনে আনন্দেতে।।
বহিরঙ্গ ভক্ত মোরে কেহ না চিনিবে।
বিধি ভক্তি অনুসারে আশ্রয় মাগিবে।।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে রাখিবে গোপনে।
আত্মস্বার্থ সমপর্ণ করিবে চরণে।।
তাহাদের সনে আমি পাব প্রেম সুখ।
ঐশ্বর্য্যের ভক্ত হ'বে প্রেমে বহির্ম্মুখ।।
রোগাভক্তি অধিকাংশ সব আত্ম সুখী।
তাহারা চাহিবে হ'তে সুখ শান্তি ভুকি।।
মাধুর্য্যের মর্ম তারা কভু না জানিবে।
ঐহিক সুখেতে শুধু মত্ত যে রহিবে।।
স্বভাবের দোষ তারা কভু ছাড়িবে না।
এই হেতু নাহি পাবে প্রেম ভক্তি কণা।।
গুরু প্রতি নাহি জন্মে একান্ত ভকতি।
গুরু ব্রহ্ম জ্ঞানে নাহি হয় নিষ্ঠারতি।।
গুরুর মহিমা সেই জানিতে না পারে।
হরিনাম করে তবু পাপে নাহি ছাড়ে।।
যুগে যুগে লীলা করে স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং হইয়া রাখে গুরুর সম্মান।।
গুরু কৃপা বিনে নাহি সাধ্য বস্তু মেলে।
এ কথা লিখেছেন গ্রন্থ ভক্তমালে।।
গুরুই পরম ইষ্ট গুরু বন্ধু হন।
গুরু হ'তে প্রাপ্ত হয় হরি প্রেম ধন।।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা যাহা চায়।
গুরুর চরণ ধ্যানে সকলি মিলায়।।
গুরু ভক্তি বিনে যদি ব্রত যোগধ্যায়।
প্রেম ধন নাহি মিলে সব বৃথা হয়।
ভক্ত কিম্বা ভক্তি গুরু আর ভগবান।
এক বস্তু চারি নামে রয়েছে আখ্যান।
গুরুপদ বন্দনাতে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে।
সাধ্য বস্তু সাধন যে বেদে ইহা ভাসে।।
গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু সবার উপর।।
শুরুতে গোবিন্দ তার নহে কদাচন।
ভাগবতে আছে তার স্বরূপ বচন।
জীব নিস্তারিতে সেই নন্দ সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হ'ল হরিরূপ ধরি।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে যেই জন।
অবশ্য হইবে তার নরকে গমন।।

গুরু মুখ বাক্য হয় ব্রহ্মবাণী সম।
ভেদ জ্ঞান হলে তাহে হয় ব্যতিক্রম।।
সাধন ভজন বৃথা হইবে তাহার।
যেই জন নাহি ভাবে গুরুপদ সার।।
হরি নিদয় হ'লে গুরু রাখিবার পারে।
* গুরু বৈমুখ হ'লে হরি রাখিবারে নারে।।
কায় মনে গুরু বাক্য করিল পালন।
পতিব্রতা সতী ধর্ম হইবে রক্ষণ।।
গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু বন্ধু ভাই।
গুরুর সদৃশ্য ভাব আর কেহ নাই।।
এই তত্ত্ব পূর্ণ ভাবে জানাবে এবার।
গুরুই পরম গতি গুরু সর্ব্ব সার।।
গুরু সেবা করে যেবা মন প্রাণ দিয়া।
গুরু শিষ্য এক আত্মা দেখহ ভাবিয়া।।
তত্ত্বজ্ঞানে গুরু শিষ্য এক আত্মা হয়।
পূর্বাপর এই কথা মহাজনে কয়।।
জীবাত্মার পরমাত্মা মিলাইয়া দেখ।
হৃদি পদ্মে গুরু মূর্ত্তি আঁকিয়ে যে রাখ।।
গুরুর তুলনা নাই সংসার মাঝারে।
গুরু নিলে নিতে পারে প্রেমের বাজারে।

শ্লোক

সপ্ত সাগর বারি তীর্থ স্নানং ফলং যথা।
গুরু পাদোদকং বিন্দু সহস্রানেন দুর্লভং।।

পয়ার

সব তীর্থ ফল হয় গুরু পাদোদক।
না জানিয়ে ভুঞ্জে জীব অনন্ত নরক।।
গুরু পদ ভজ মন গতি নাই আর।
গুরুই করিতে পারে ভবসিন্ধু পার।।
সেই ধর্ম শিখাইব পরম যতনে।
যা'তে মুক্তিপদ পায় যত জীবগণে।।
পার্বতী বলেন, তুমি গেলে সেই মর্ত্ত্যে।
একাকিনী কি রূপেতে রব কৈলাসেতে।।
আমাকেও সঙ্গে করি ল'য়ে চল তথা।
যেরূপেতে শান্তিপুরে সেজেছিনু সীতা।।
শিব বলে তাই হবে শুন ত্রিনয়নী।।
মর্ত্তে জন্মেছে তব জনক জননী।।
ওড়াকাঁদী সন্নিকটে সাতবেড়ে গ্রাম।
গিরিরাজ জন্মিয়েছে রামকৃষ্ণ নামে।।
তথায় করিবে তুমি জনম গ্রহণ।
পরেতে আমার সনে হইবে মিলন।।
হেন ভাবে শিব দুর্গা করে আলোচনা।
হেন কালে এল এক অপূর্ব ললনা।।
সহস্র শ্রীকরণ শোভে সহস্র নয়নী।
অমল কমল বর্ণা সুচারু বদনী।।
রূপের সৌন্দর্য্য কিবা আহা মরি মরি।।
আলোকিত হ'ল সেই শ্রীকৈলাস পুরী।।
সুচিক্কন কোটি দেশ গজেন্দ্র গামিনী।
পৃষ্ঠে শোভে কেশ পাশ জিনি কাদম্বিনী।
অলকা তিলকা শোভে ললাট উপরে।
বক্ষে দোলে রত্নহার যেন থরে থরে।।
মস্তকে মুকুট শোভে মরি কি সুন্দর।
যুগ্ম পয়োধর শোভে কিবা মনোহর।
ভুবন মোহিনী রূপে দিল দরশন।
নেহারিয়ে শিব দুর্গা সবিস্ময় মন।।
মনে ভাবে কেবা এই পরমা রূপসী।
কি উদ্দেশ্যে নিয়ে হেথা উপজিল আসি।।
শিব বলে কেবা তুমি বলহে ললনে।
কিবা হেতু এলে বল মম সন্নিধানে।।

শিবের বচনে কহে সেই মহাশক্তি।
তুমি নাকি সর্ব জীবে দিতে চাও মুক্তি।।
আরো নাকি হ'বে তুমি হরিব নন্দন।
করিতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সূক্ষ্ম সোনাতন।
কলি মায়াচ্ছন্ন জীবে করিবারে ত্রাণ।
স্বয়ং প্রভু করেছেন প্রেম ভক্তি দান।।
সেই ধনে ধনী যারা মুক্তি নাহি চায়।
চতুবর্গ ফল তাহা পায় দলে যায়।।
মুক্তি দিতে মনে মনে করেছ বড়াই।
মুক্তি চায় দাসী হ'তে হরি ভক্ত ঠাঁই।।
মুক্তিপদ তুচ্ছ করি হরি ভক্তগণ।
প্রেমধন পেয়ে সবে হ'ল মহাজন।
তাদের সাহায্য তুমি কেমনে করিবে।
মুক্তিপানে যেই ভক্ত ফিরে না চাহিবে।।
কোথা রবে মুক্তি পদ প্রেম ভক্তি যথা।।
তোমার সঙ্কল্প যত সব হ'বে বৃথা।।
এত শুনি পঞ্চানন ক্রোধিত অন্তরে।
বলে ধনী তুমি কভু চিননা আমারে।।
মুহূর্ত্তে করিতে পারি এ ব্রহ্মাণ্ড লয়।
গতিরোধ করে হেন কারো সাধ্য নয়।।
না পারি করিতে হেন কর্ম কিছু নাই।
কি ভাবেতে কথা বল থেকে কার ঠাঁই।।
সাবধানে কহ বাণী শুনহে ললনে।
ক্রোধের উদয় হয় তব বাণী শুনে।।
হেন নর জন্মিয়েছে ভবে কয় জন।
মুক্তিকে না চায় তারা পেয়ে কি রতন।।
পৃথিবী ব্যাপীয়া যত নরের বসতি।
বল কোন মহাজন চাহে না মুকতি।।
যোগী ঋষি বানপ্রস্থি পরমহংসগণ।
মুক্তি স্পৃহা হ'য়ে করে সাধন ভজন।।
যক্ষ রক্ষ কিন্নরাদি অসুরের গণ
মুক্তির লাগিয়ে করে কঠোর সাধন।।
প্রহ্লাদ শুক ব্যাস আদি মুনিগণ।
মুক্তিবাঞ্ছা সকলেই করে সর্বক্ষণ।
পঞ্চবিধ ভাবে হয় মোর মুক্তি পদ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা প্রধান সম্পদ।
আমার প্রতাপ তুমি নাহি জান নারী।
অনায়াসে যারে তারে মুক্তি দিতে পারি।।
মহাশক্তি বলে তুমি শুন মম ঠাঁই।
আমার সাক্ষাতে কর মুক্তির বড়ই।।
অনন্ত অসীম যিনি ব্রহ্ম পরাৎপর।
সীমাবদ্ধ থেকে কৃপা পাবে না তাহার।।
সসীমের মাঝে তিনি অসীম অনন্ত।
যার গুণ বর্ণিবারে অশক্ত অনন্ত।।
পঞ্চমুখে তুমি তার কর গুণগান।
পেয়েছ কি সুনির্মল প্রেমের সন্ধান?
রাধা বিনে কেহ নাহি জানে প্রেমতত্ত্ব।
আর জানে গোপী ভাবাপন্ন যেই ভক্ত।।
কামনা বাসনা মাঝে প্রেম নাহি মিলে।
অকামনা প্রেম ভক্তি ফলে যে নিষ্ফলে।।
মুক্তি মাঝে প্রেম নাই এই সে কারণ।
ভেবে দেখ যেই দিন পদ্মের ওজন।।
বৃন্দা পাশে লজ্জা পেয়েছিল পঞ্চানন।
সেই কথা একবার করহ স্মরণ।।
এ মায়া প্রপঞ্চ মাঝে পঞ্চবর্গ হয়।
পঞ্চবর্গ বদ্ধ থেকে প্রেম নাহি পায়।।
শিব বলে কর পঞ্চ বর্গ নিরুপণ।
কেন তা'তে নাহি বর্তে হরি প্রেমধন।
কোন বর্গে কিবা শক্তি রেখেছি যে আমি।
আগম নির্গম তত্ত্ব কহ দেখি তুমি।।

মহাশক্তি বলে তুমি শুন পঞ্চনন।
তিন প্রকার জীব আছে শাস্ত্রে নিরুপণ।
বদ্ধ তটস্থ মুক্ত এ তিন প্রকার।
এ তিনেতে না হইবে প্রেম অধিকার।।
এরা সবে পঞ্চবর্গে মুগ্ধ হ'তে পারে।
হরি ভক্তে এই সব সদা তুচ্ছ করে।।
ক, চ, ট, ত, প বর্গ হয় যেই তোমার।
যেমত আছয় ভবে জনশূন্য ঘর।।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পঞ্চবিধ মুক্তি।
এর মাঝে কভু নহে মিলে প্রেম ভক্তি।।
প্রধান সম্পদ তব শুন পঞ্চানন।
এক এক সেই সব করিব বর্ণন।
চৈতন্য চরিতামৃতে প্রকাশ আছয়।
বদ্ধ আর মুক্ত জীব দুই মত হয়।।
সংসারে আসক্ত অজ্ঞানত্বে সমাচ্ছন্ন।
তাকে বলি বদ্ধ জীব শাস্ত্রের প্রমাণ্য।।
নিস্কামী হইয়া যেবা সংসার করয়।
সেইজন মুক্ত জীব সর্ব লোকে কয়।।
মুক্ত হ'লে পায় কৃষ্ণ ভজন অধিকার।
বদ্ধ জীবে নাহি কবু ধারে সেই ধার।।
আত্মজ্ঞানে আত্মদৃষ্টি যার নাহি হয়।
তার পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি দুরাশা নিশ্চয়।।
পরমাত্মা সনে জীব বাক্য বদ্ধ আছে।
বাক্য ভ্রষ্ট অপরাধী সব হয় মিছে।।
তটস্থ জীবেতে করে যত কর্ম্ম ভবে।
ফল প্রার্থী ভিন্ন কর্ম সে নাহি জানিবে।।
আগম পন্থির কাছে নিয়ে উপদেশ।
অনুমানে ভজে সেই প্রভু পরমেশ।।
নিহেতু ভাবের মর্ম কভু না জানিবে।
তার ভাগ্যে কেমনেতে প্রেম ভক্তি পাবে।।

ক'বর্গেতে ধর্ম্ম বাক্য আছে নিরুপণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে জীব স্বর্গের কারণ।।
ক' বর্গের মূল মর্ম কভু নাহি জানে।
স্বর্গ সুখ আশা করি ডাকে ভগবানে।।
ক' বর্গের মহাশক্তি না করে সন্ধান।
সুখ ভোগ হয় তার প্রফুল্লিত প্রাণ।
স্বার্থতরে গুরু সেবা করে মহোৎসব।
মূলের ঘরেতে হয় বিষণ অভাব।।
গুরুকে করয় ভক্তি ঐহিকের আশে।
বিধি ভক্তি বাহ্যরীতি করে গুরু পাশে।।
ক' বর্গে নির্গম তত্ত্ব অতি সুনির্ম্মল।
অনাসক্ত ভাবে কর্ম করেন সকল।।
আত্ম সুখ নাই তার গুরু সুখ বিনে।
কিছু নাহি করে বাঞ্ছা গুরুর সদনে।।
গুরু কৃপা লাভ করি হয় তত্ত্বজ্ঞানী।
অন্তরে জাগ্রত হয় কুল কুণ্ডলিনী।।
গুরুর চরণে তার জন্মে সে আসক্তি।
অন্তরে জাগিবে তার সুনির্মল ভক্তি।।
চ'বর্গেতে অর্থ তুমি করেছ নির্ণয়।
আগম পন্থিরা সূক্ষ্ম তত্ত্ব না বুঝয়।।
ঐশ্বর্য্যের ভক্ত সেজে ভজে গুরু পদ।
প্রেম ভক্তি ধনে তারা পড়ে থাকে বাদ।
নির্গমেতে পরমার্থ অর্থ গুরুপদে।
তত্ত্ব না জানিলে বাদ থাকে সুধাস্বাদে।
ট' বর্গ অটল ভাব বর্তে যার মনে।
কখন ভুলিয়ে নাহি থাকে মায়া মোহে।।
কাম হতে মহাকাম জাগে তার মনে।
জানে না জীবনে সেই গুরুপদ বিনে।।
মহাকাম হ'তে পায় অকামনা ধান।
সেই জন এ জগতে হয় মহাজন।।

ত' বর্গেতে বাহ্যভাবে মায়াতে মোহিত।
অচেতন হয়ে সদা হারায় সম্বিত।।
বিষয় বৈভবে সদা থাকে সে তন্ময়।
এ জীবনে গুরু বস্তু খুঁজিয়ে না পায়।।
নির্গমেতে করে সদা আরোপ সাধন।
মহাভাবে সেবে সদা গুরুর চরণ।।
গুরু রূপ নেহারেতে জীবন কাটায়।
তন্ময়ত্ব ভাব থাকে সতত হৃদয়।।
এসব কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিপদ পায়।
সুনির্মল প্রেম ভক্তি তাতে না বর্তায়।।
অগ্রগামী হয় শুধু ভজনের পথে।
স্বকাম সাধন করে হরির কৃপাতে।।
বানপ্রস্থ পরমহংস ব্রহ্মাচারী হয়।
অকামনা প্রেমভক্তি কভু না বর্ত্তয়।।
তার উর্দ্ধে সূক্ষ্ম বস্তু পরম রতন।
সেই তত্ত্ব জানে শুধু প্রেমিক সুজন।
কামনা বাসনা ভুলে ত্যজে আত্ম সুখ।
এই সব না জানিলে প্রেমে বহির্ম্মুখ।।
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর সে মধুর।
যেই জন জানে তত্ত্ব সে বড় চতুর।।
আগমের মধ্যে নাহি প্রেম বস্তু মিলে।
আগম পন্থি সুখী চতুবর্গ ফলে।।
স্থূল প্রবর্ত সাধক সিদ্ধি কিম্বা সে মুকুতি।
তার মাঝে সঙ্গোপন সুনির্ম্মল ভক্তি।
দাস্য রসে গোপাঙ্গনা নিঃস্বার্থের পাত্রী।
তাহারাই অকামনা প্রেম ভক্তি যাত্রী।।
নিহেতু প্রেমের মর্ম তাহারাই জানে।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে।।
সখ্যরসে শ্রীদামাদি রাখাল সকল।
প্রাণ সখা নন্দসূত তাদের কেবল।।
নিজে খেয়ে এঠো দিয়ে আনন্দ বর্দ্ধন।
তাদের সর্বস্ব হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণ।।
বাৎসল্য ভাবেতে সেই মাতা নন্দরাণী।
শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাধারে দিত ক্ষীর ননী।।
তুলনারাতীত এই ব্রজের মাধুর্য্য।
ইহা বিনে ভক্ত পক্ষে সব হয় বাহ্য।।
মধুরের ভাব যাহা বর্ণনা অতীত।
অন্য কেহ নাহি জানে শ্রীরাধা ব্যতীত।।
মাধুর্য্য চঞ্চল রাই নবীন কিশোরী।
কৃষ্ণোন্মাদিনী কটাক্ষ বিনয় সুন্দরী।
সৌভাগ্য লক্ষণ মৃদু মধুর হাসিনী।
করুণা পূর্ণতা দক্ষ সুমিষ্ট ভাষিণী।।
মহাভাবের পরমোৎকর্ষের তৃষিতা।
লজ্জাশীল রস পাণ্ডিত্য সুবিশালতা।
জগদ্বরণ্য কীর্ত্তি গোকুল প্রেমাগার।
নম্র ললিত সঙ্গীত কুশলতা আর।।
কর গন্ধ পূর্ণতা গাম্ভীর্য্য সমুর্য্যাদা।
সখীগণ প্রীতি হেতু বশ্য দিল সদা।
গুরুজন স্নেহ পাত্র বাক্যাধীন হরি।
কৃষ্ণ প্রিয়াগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধিকারী।
ইত্যাদি অনেক গুণ মধুরেতে রয়।
শ্রীরাধার ভাব কান্তি ভক্ত দেহে পায়।।
ইহা বিনে প্রেম ধন কেহ না পাইবে।
সাধন ভজন সব বিফলেতে যাবে।।
ভক্তিমান ভক্ত যত মুক্তি নাহি চায়।
আপনার ভক্তি গুণে হরিকে নাচায়।।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ শ্রীগুরুর পায়।
গুরু সুখে সুখী হ'য়ে জীবন কাটায়।।
গুরুনিষ্ঠা নামে রুচি হ'লে তারে পায়।
বিদ্ধ নাহি হয় তারা এ পঞ্চ কাটায়।।

পঞ্চবর্গে পঞ্চ কাটা তবে দেখ মনে।
এ কাটা না যাবে কাটা অনুরাগ বিনে।।
সদগুরু দত্তা অনুরাগ অস্ত্র যার।
শ্রদ্ধা কাচি ভক্তি বালুকার হয় ধার।।
সুধার করিলে পঞ্চ কাটা কেটে যাবে।
মুক্তি বাঞ্ছা তার প্রাণে কভু না জাগিবে।।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ মনোহর।
প্রেমিক ভক্তের পক্ষে হয় অধিকার।।
বর্গাতীত বর্গে আছে সন্ধান তাহার।
যার হয় সেই নির্গম তত্ত্ব অধিকার।।
সে বিনে না জানেত এই তত্ত্ব নিরুপণ।
যে না করে হরিপদে আত্ম সমর্পণ।

(য, র, ল, ব, শ,
ষ, স, হ, ক্ষ, ং, ঃ, ঁ)

দ্বাদশ অক্ষর মাঝে রুদ্র সে দ্বাদশ।
যার করুণাতে হয় রিপুগণ বশ।
এ সব সিদ্ধান্ত বিনে প্রেম না সঞ্চারে।
কোটি মধ্যে গোটি হয় ভক্তের ভিতরে।।
তব অধিকারে এই তত্ত্ব নাহি মিলে।
কি হইবে বল দেখি তব মুক্তি ফলে।।
না ফলিবে প্রেমফল মুক্তি তরুবরে।
কল্পবৃক্ষ বিনে নহে প্রেম ফল ধরে।
অন্ত অন্ত য আখর রয়েছে প্রকাশ।
আমিত্ব স্বামীত্ব হয় সমূলেতে নাশ।।
অভিমান গৌরবাদি কিছুই না রয়।
সব সমর্পণ করে শ্রীগুরুর পায়।।
অন্ত যায় কুলমান অন্ত যে গৌরব।।
র আখরে রাধা শক্তি হয় যে উদ্ভব।।

আপন বলিতে কিছু নাহি থাকে আর।
হরি হয় তার পক্ষে সর্ব্ব মূলাধার।।
নাম রসে মত্ত হ'য়ে আহলাদিনী পায়।
সেই দেহে হয় মহাভাবের উদয়।।
সৎচিত্ত আনন্দ রসে সতত মগন।
তার বাধ্য হয়ে সেই প্রাণ হরিধন।
যুগল সেবায় সেই হয় অধিকারী।
পান করে লীলা রস মধুর মাধুরী।
ল' কারের তত্ত্ব সেই পায় জানিবারে।
দিবানিশি করে বাস স্বরূপ নগরে।।
লীলা লাবণ্য রসের পায় সে সন্ধান।
একনিষ্ঠ হ'য়ে ভজে গুরু ভগবান।।
রূপ সাগরের মাঝে তরঙ্গ গোলায়।
আনন্দে সাঁতার খেলে আনন্দে দোলায়।।
ব'কারেতে লাভ হয় বিবর্ত্ত বিলাস।
আনন্দ মদন ক্রিয়া অতীব সরস।।
এই সব ক্রিয়া হয় নিস্কামের রঙ্গ।
সর্ব্বদা অন্তরে বহে প্রেমের তরঙ্গ।।
হরিগুণ ঘৃণে তার দহে তনু মন।
তারে ছেড়ে দূরে যায় সে কাল শমন।।
তালুব্বের শ অক্ষরে পিতৃধন স্থিতি।
আরো তার সনে আছে যুগল প্রকৃতি।।
ভক্তি আর সে নিবৃত্তি তথায় মিলন।
মর্ম নাহি জানে বিনে হরি ভক্তগণ।।
রক্ষা করে পিতৃধন থেকে সচেতন।
বিন্দু ধারণেতে হয় সচৈতন্য মন।।
বর্ত্তিবে অক্ষয় রতি সমার্থার গুণে।
দিবানিশি হয় দগ্ধ হরি প্রেমাগুণে।।
মূর্দ্ধাহ্ন ষ এর শক্তি অতি চমৎকার।
যে জন ক'রেছে ভবে গুরুপদ সার।।

অক্ষয় বিটপী মূলে বসতি তাহার।
সে ছায়াতে নাই সে শমনেরাধিকার।।
মূর্দ্ধাহ্নকে স্থিতি করি জীবন কাটায়।
সকাল কি সন্ধ্যা সে দিয়েছে বিদায়।।
সে ছায়াতে নাহি যায় রবির কিরণ।
বাপের ঠাকুর বলে রবির নন্দন।।
গুরুপদ কল্পতরু মূলে করে বাস।
ছায়ার বিল্পলে হৃদে বাড়ায় উল্লাস।।
ফলাফল ভুলে যায় পেয়ে প্রেম ফল।
দিবানিশি পান করে নামামৃত ফল।
এহেন অনেক ভক্ত আছে এ লীলায়।
মুক্তি পানে কভু তারা ফিরিয়ে না চায়।
তার ঠাঁই মুক্তি বেটী হ'তে চায় দাসী।
সেই সব ভক্ত শুধু প্রেম অভিলাষী।
দন্তাহ্ন সয়ের শক্তি আরো উচ্চতরে।
হরিধন বিরাজিত যথা সহস্রারে।
অকাম কাম রাধিকা লইয়া শ্রীহরি।
মহারাস করে তথা শ্রীরাস বিহারী।।
সেই রাস দরশন বাঞ্ছে ভক্তগণ।
সু-প্রেমিক ভক্ত সেই প্রেম মহাজন।।
হ'কারেতে হরিনাম উচ্চারণ হয়।
অষ্টাদশ সিদ্ধি এসে তথায় মিলয়।।
হ'কারে কেশবশ্চৈব রি কারে রাধিকা।
কৃষ্ণ প্রেম প্রণয়নী সর্ব আরাধিকা।
যুগল মিলনে হরি নামের উৎপত্তি।
সেই ধন প্রাপ্ত হ'ল মতুয়া সন্ততি।
হৃদয়ের নিধি তারা হৃদয় মন্দিরে।
প্রতিষ্ঠা ক'রেছে তারা প্রেম ভক্তি জোরে।।
শ্রীহরি বিরাজ করে সতত অন্তরে।
মুক্তি স্পৃহা নাহি জাগে তাদের অন্তরে।
সেইসব ভক্তগণ প্রেম অধিকারী।
তাদের ভক্তিতে বাধ্য প্রেমময় হরি।।
প্রেম ভক্তি বিনে তারা কিছুই না জানে।
প্রেম সুধা করে পান আনন্দিত প্রাণে।।
'ক' আর মর্দ্ধাহ্ন 'ষ' মিলনে হয় ক্ষ।
গুরুর চরণ শব্দের আদি আখর চ।।
উমার উমার যোগ ক্ষয়ের নিম্নেতে।
দিব্য চক্ষু পায় জীবে গুরু কৃপাতে।।
এই ভাব বর্ত্তে যত ভক্তের হৃদয়।
ত্রিচক্ষু উন্মিলন তার ভাগ্যেতে হয়।।
ভূত ভবিষ্যত কিম্বা বর্তমান যাহা।
ভক্ত হৃদে সু প্রকাশ হ'য়ে যায় তাহা।।
অনুস্বরে মিশাইয়ে প্রেমমাখা স্বর।
প্রেমেতে আপ্লুত সদা হয় কলেবর।
অন্য আশা কভু নাহি জাগে তার প্রাণে।
সতত বিহার করে শ্রীহরির সনে।।
বিসর্গেতে আত্ম উপসর্গ হয় তার।
জীবন যৌবন আদি জাতি কুলাচার।।
হরিরূপ রসে সদা ভাসিয়ে বেড়ায়।
আনন্দে সাঁতার খেলে তরঙ্গ গোলায়।।
চাঁদের কপালে হয় পেয়ে হরি চাঁদে।
হরি ধনে রাখে সদা হৃদয়েতে বেঁধে।।
এ হেন ভক্ত আছে এই যুগ মাঝে।
হরি বলে ভীমনাদে সতত গরজে।।
সর্ব্বস্ব করিয়ে দান হরিচাঁদ পদে।
দিবানিশি মত্ত থাকে হরি প্রেমাস্বাদে।
আরো এক সপ্রমাণ চাই বলিবারে।
হরি ভক্ত অন্য কিছু বাঞ্ছা নাহি করে।
(শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়
চতুর্বিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি)

শ্রীশুক বাক্যম্
(শ্লোকে)

মালোক্যাসার্ষ্টিস্বামীপ্যস্বরূপৈকত্ব
মপ্যুতে। দীয়মানং গৃহন্তি বিনামৎ
সেবনং জন।

(অনুবাদ যথা)

ভরত নৃপতি যে দুষ্পরিহার্য্য রাজ্য।
ধন জন পুত্র কন্যা করিলেক ত্যজ্য।।
নারায়ণ প্রার্থিতা রাণী সে রাজলক্ষ্মী।
হইলেন কৃষ্ণ ভক্ত এ সব উপেক্ষি।।
উপযুক্ত ইহ কর্ম্ম হরি ভক্ত পক্ষে।
কৃষ্ণরূপ চিন্তা করে শুধু এক লক্ষ্যে।।
কৃষ্ণ সেবা অনুরক্ত যার চিত্ত হয়।
তার ঠাঁই এ নির্বাণ অতি তুচ্ছময়।।
সেই মত এ দানীর অন্তরঙ্গ ভক্ত।
হরি প্রেমে সদাকাল থাকে অনুরক্ত।।
পঞ্চবিধা মুক্তি পানে ফিরিয়ে না চায়।
ভক্তিসূত্রে হরি ধনে তারাই নাচায়।।
আগমেতে পঞ্চবর্গ মুক্তির সোপান।
নির্গমেতে হেতু শূন্য ভক্তির সন্ধান।।
বর্গাতীত বর্গ তত্ত্ব ঢাকা সুধাবারে।
সৎ-চিৎ আনন্দ রস ভক্তের আঁধারে।।
হরি নাম সুধা পানে প্রেম সুধা ক্ষরে।
সুনির্মল ভাবে থাকে ভক্তের আঁধারে।
শুনিয়ে এ সব তত্ত্ব দেব পঞ্চানন।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ হ'য়ে হৃষ্ট মন।।
কহ কহ ওগো ধনী কহ আর বার।
আগমেন মাঝে হয় কোন তত্ত্ব সার।।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে কিবা হয়।
কি কর্ম্ম করিলে জীবে মুক্তিকে এড়ায়।।
কোন হেতু মুক্তিফল তুচ্ছ তার কাছে।
মুক্তিকে করিয়ে তুচ্ছ ভক্তিধন যাচে।।
কহ কহ সেই কথা করিয়ে প্রকাশ।
বড়ই আনন্দ পেনু তোমার সকাশ।।
মহাশক্তি বলে তবে শুন পঞ্চানন।
চৈতন্য চরিতামৃতে আছয় বর্ণ।।

(চৈতন্য চরিতামৃত দশম পৃষ্ঠায়)
(দ্বিতীয় শ্লোকের নিম্নে)

মোক্ষপদ বলি হয় কৈতব প্রধান।
যাহা হ'তে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।
ধর্ম, অর্থ, কাম ও তিন পুরুষার্থ।
এ তিনেতে হয় জীব শুধু শক্তির পাত্র।।
কিন্তু যদি মোক্ষপদ বাঞ্ছয় অন্তরে।
কৃষ্ণভক্তি লোপ হয় শাস্ত্রের বিচারে।।
ক বর্গেতে ধর্ম পদ উচ্চারণ হয়।
পঞ্চ আখরের শক্তি করি সমন্বয়।।
'ক' হইতে ধ অক্ষর হয় ত সৃজন।
শ্রীহরির কৃপা বিনা ঘটেনো কখন।।
'ক' কারে ত্রিকোণেতে ত্রিগুণের বাস।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর তুমি র'য়েছ প্রকাশ।।
যাত্রারূপে বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী যিনি।
বাক্যেতে প্রকাশে বিদ্যা বাক্য বিনোদিনী
আরেতে মহামায়া তব বামে স্থিতি।
তার মাঝে অধিষ্ঠান আছে কৃষ্ণ শক্তি।
ত্রিকোণের মধ্যস্থিতে সদাশিব তুমি।
তোমার সকাশে আর কি বলিব আমি।।

সপ্ত শক্তি নিয়ে এই ক অক্ষর হয়।
পঞ্চাক্ষরে সপ্তশক্তি বিস্তারিত রয়।।
বর্গান্তের উমা আখর কুল কুণ্ডলিনী।
দশভুজা মহেশ্বর তব অর্দ্ধাঙ্গিণী।
নিম্নমুখী আকড়ায় মায়া বিজড়িতা।
হরি শক্তি নিয়ে লভে শক্তি উর্ধ্বেরেতো।।
নিম্নমুখী আকড়াকে খুলে বামদিকে।
হরিশক্তি দিয়ে তারে রাখে উর্ধ্বমুখে।।
পূর্ণ শক্তি প্রকাশিবে এই ত ভবানী।
পরে ই' বের আখর প্রেম আহ্লাদিনী।।
ধর শব্দ উচ্চারণ হ'বে সেই কালে।
ধরিতে অধর ধরা পরম কৌশলে।
নির্ব্বাণ মুক্তির ম আখর বর্ত্তিবে।
ধরম বলিয়ে বাক্য উচ্চারণ হ'বে।।
ধরিতে অধর ধরা উত্তম ধরম।
ভক্ত বিনে না জানিবে এই তারতম।।
'ক' বর্গের পঞ্চ শক্তি একত্রিত ক'রে।
পাইবে উত্তম পন্থা ধরিতে অধরে।
চিৎশক্তি দেহ মাঝে প্রকাশ হইবে।
হরি শক্তি মিশে তথা আনন্দ দানিবে।।
'চ' আখরে পরমার্থ হরি পদতলে।
যে জানিবে এই তত্ত্ব এক লক্ষ্য হ'লে।।
পদে পাবে মহাপদ সর্বতীর্থ ফল।
'ছ' আখরে অশ্রুনীর বইবে ছলছল।।
'জ' অক্ষরে হৃদয় জাগিবে নবভাব।
অঝোরে ঝরিবে আঁখি শুদ্ধ প্রেম ভাব।।
অনুক্ষণ আঁখি তার হ'বে ঝর ঝর।
বহিবে নয়নে তার স্বরূপ নির্ঝর।।
একারের সনে হ'বে প্রণব মিলন।
তবে ত ইয়া বাক্য হ'বে উচ্চারণ।।
অভেদ পরমাত্মনি মিলন হইবে।
জীবাত্মা পরমাত্মা একসনে রবে।।
ট বর্গেতে কাম হ'তে মহাকাম হয়।
অটল স্বভাবধারী ভক্ত সে নিশ্চয়।।
অটুট ভাবেতে হবে গুরুপদে আশ।
জনমের মত হ'বে অকাট্য বিশ্বাস।
মহাকাম হ'তে হ'বে নিষ্কাম হৃদয়।
টলিবে না কোনদিন মায়া প্রহেলিকায়।।
'ঠ' কারেতে নাম ল'বে ঠমকে ঠমকে।।
ঠাটক না রবে তার বাহ্যিক পুলকে।
তারে হেরে ঠক মানে রবির নন্দন।
অনায়াসে হ'বে তার শমন দমন।।
'ড' কারেতে ভক্তিজোর পাবে সেইজন।
অবশ্যই মায়াডুবি করিবে ছেদন।।
এ মায়া প্রপঞ্চ মাঝে না পাইবে ডর।
সর্বদাই গুরু পদে থাকিবে নির্ভয়।।
ঢ কারে পড়িবে ঢলি গুরু পাদ মূলে।
ঢলাঢলি প্রেম কেলি হবে কুতুহলে।।
ঢাকা ঢোল প্রয়োজন না হইবে আর।
মিশে রবে গুরু পদে দিয়ে অশ্রুধার।।
মধ্যাহ্ন আসিয়ে তথা দিবে দরশন।
প্রাতঃ সন্ধ্যা দূরে যাবে জন্মের মতন।।
মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড রবি মাথার উপরে।
তার কিরণেতে ছায়া মিলায় শরীরে।।
গুরু কল্পতরু মূলে যেই জন রয়।
যে ছায়াতে নিজ ছায়া অবশ্য লুকায়।।
তার পক্ষে প্রাতঃ সন্ধ্যা আর নাহি রয়।
মধ্যাহ্ন সময় তার আর নাহি যায়।।
ত কারেতে আসে তার তন্ময়ত্ব ভাব।
স্বরূপে আরোগ করি লভে নব ভাব।।

রূপ রসে মাতোয়ারা থাকে তনু মন।
সদাই প্রকাশ পায় আরোপ লক্ষণ।।
অকাম কামনা জাগি হইবে নিষ্কাম।
নামে হ'বে প্রেমোৎপত্তি পাবে মোক্ষধাম।।
আরো কহি শুন তুমি দেব পঞ্চানন।
সে জন জানিবে গুরু বস্তুটি কেমন।।
গ'কারে গোবিন্দ নাম হয় উচ্চারণ।
র' কারে হলাদিনী শক্তি দক্ষিণে স্থাপন।
উমার উকার কর উভয় মিলন।
তবে ত এ গুরু বাক্য হ'বে উচ্চারণ।।
গু কারেতে চিত্ত গুহা অন্ধকারময়।
যত দিন গুরু শক্তি হৃদে না বর্তয়।।
রুকারেতে রবি উদয় শাস্ত্রের কাহিনী।
অন্ধকারে করে নাশ রাধা ঠাকুরাণী।
এক কৃষ্ণে নাহি হয় প্রেম আস্বাদন।
যদি নাম নাহি পেত রাধিকা রমণ।।
দুই অঙ্গ মৈথুনেতে হ'ল হরিনাম।
যে নাম জপিলে জীবে পায় মোক্ষধাম।
তার মাঝে বড়িমাই প্রেম বাড়াইল।
মধুর মধুর ভাব তাহাতে বৰ্ত্তিল।
এ ক্ষেত্রেও তিন শক্তি হইবে মিলন।
তাতেই গুরু বাক্য হ'ল উচ্চারণ।।
ত' বর্গেতে গুরু তত্ত্ব রহে বিদ্যমান।
তন্ময় না হ'লে কেউ না পাবে সন্ধান।
গুরু রূপ নেহারেতে সদা ডুবে রয়।
ওঁ তৎ সৎ শক্তি তাহাতে বর্তয়।।
থ' কারে স্থিরতা ভাব যেমনি গাম্ভীর্য্য।
থাকে না তাহার মনে লভিতে ঐশ্বর্য্য।।
মাধুর্য্যের ভাবখানি করে অন্বেষণ।
গুরু পদ রজঃ করে অঙ্গের ভূষণ।
গুরু পাদোদকে তার হয় স্নান কেলি।
করিতে না চায় কভু জল ঠেলাঠেলি।।
দ' আখরে দয়াময় অধীনের বন্ধু।
দীনে দায় করি পার করে ভবসিন্ধু।।
দরিদ্রতা নাশ করে দিয়ে প্রেম ধন।
দয়াল নামের অর্থ প্রকাশে তখন।।
হেন দয়া পেতে হ'লে দাও তারে সব।
দক্ষিণা করিলে দেহ বাড়িবে উৎসব।।
যেওনা দক্ষিণাশ্রমে এ দয়া ভুলিয়ে।
দাক্ষিণত্ব ভাব হ'বে হৃদয় কমলে।।
দায়িত্ব হইবে শূণ্য এ ভব সংসারে।
দূরিত বারণ হ'বে গুরু কৃপা জোরে।।
ধ' কারে ধাবিত হ'বে ধরিতে অধরে।
ধৈর্য্যবন্ত হ'য়ে রবে গুরুর সংসারে।।
ধুয়ে যাবে মলিনত্ব গুরুর কৃপায়
গুরুপদ ধ্যান করি জুড়াবে হৃদয়।।
দন্তান্য আখরে নম্র স্বভাব যে হয়।
যাহাতে আশ্রয় তব হইবে বিনয়।।
নত গুণে হৃদে বর্তে সাধক স্বভাব।
নব নিত্য ভাবে হৃদে হয় নব ভাব।।
নববিধা ভক্তি জেগে হ'বে নব দশা।
নব ভাব উদয়েতে ঘুচিবে দুৰ্দ্দশা।
নব অনুরাগ জাগে নব ভাবাশ্রয়।
নিত্য নব ভাবে দেহে পরিপূর্ণ রয়।।
নব রস আশ্রয় করি পাবে প্রেম সুখ।
নবীন নীরোদ কান্তি সদা ভাবোন্মুখ।।
গুরু হ'তে প্রাপ্ত হয় এই সব ধন।
পরম মাধুর্য্য রস করে অন্বেষণ।।
কামনা বাসনা যদি এড়াইতে নারে।
সেই দেহ মাঝে কভু প্রেম না সঞ্চারে।।

করিতে নারিলে আত্ম সুখ বিসর্জ্জন।
বর্ত্তিবে না কোনকালে অকামনা ধন।।
এই হেতু হরিভক্তি লোপ হ'য়ে যায়।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সব বৃথা হয়।
হরি ভক্তে নাহি চায় চতুর্ব্বর্গ ফল।
তাদের বাসনা শুধু চরণ কমল।
মোক্ষফল প্রার্থী হ'লে প্রেম নাহি পায়।
সাধন ভজন সব বিফলেতে যায়।
পরে তব পঞ্চবিধা মুক্তি যেবা হয়।
'প' বর্গে পঞ্চ আখরে র'য়েছে নির্ণয়।
পঞ্চবিধা মুক্তিকামী প্রেম নাহি পায়।
নির্গমের তত্ত্ব নাহি তার ভাগ্যে হয়।
মুক্তিকে যে করে তুচ্ছ ভক্তি করে সার।
সেই দেহে প্রবাহিত হয় সুধাধার।
হরি ভক্তিগণ তুচ্ছ করে এই সব।
বল দেখি কোথা রবে মুক্তির গৌরব।।
আরো দেখ স্বরবর্ণ রচিবেন হরি।
প্রকাশিতে আপনার লীলার মাধুরী।।
অ কারেতে হ'ন তিনি অক্ষয় অব্যয়।
অজেয় অমর রূপে আপনি চিন্ময়।
প্রণব উপরে বিন্দু হ'য়ে জ্যোতির্ম্ময়।
সৃষ্টিতত্ত্ব বিস্তারিতে মনেতে চিন্তয়।।
সেই হেতু সাকার সে গোলকে ভুবনে।
প্রণবের মাঝে রহে যুগল মিলনে।।
ইচ্ছা শক্তি দিয়ে করে সে নব প্রকৃতি।
করিবারে তার সনে নিষ্কাম পিরীতি।।
অকাম কাম রাধিকা সে নিত্য কিশোরী।
মহারাস সদা করে সে গোলক পুরী।।
নিহেতু প্রেমের মর্ম্ম জানাতে জীবেরে।
তাই করে হেন খেলা ল'য়ে শ্রীরাধারে।।
আকারে সাকার হ'ন এই সে কারণ।
হ্র স্বই কারেতে হয় রস প্রকরণ।।
দুই অঙ্গ মথনেতে প্রেমের তরঙ্গ।
তাহে হরি নামোৎপত্তি করি রাধা সঙ্গ।।
প্রেম পরিপূর্ণ করি হরি নাম তরী।
জীবে দিতে এসেছেন দয়াময় হরি।।
ভক্তিরত্ন স্তরে স্তরে করিয়ে বোঝাই।
তার মাঝে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নাই।।
মুক্তি পরিহার্য সেই নামের বাদাম।
অনুরাগ মাস্তুলেতে ভক্তি ডুরি নাম।।
দীর্ঘই কারেতে ঈশ্বরী ভাবময়।
ঐশীশক্তি সুপ্রকাশ করেন ধরায়।।
ঈদল ভাবের বন্যা প্রকাশ করিতে।
আইলেন সেই হরি কলি জীব হিতে।।
কুলকুণ্ডলিনী মাতা উকারেতে হয়।
যাহার প্রভাবে হয় চৈৎ জ্ঞানোদয়।।
উপাজয় প্রেমভক্তি ভক্তের দেহেতে।
বৈরাগ্য স্বভাব জীবে পায় যাহা হ'তে।।
নিম্ন হ'তে করে শক্তি উর্ধ্বে আকর্ষণ।
দীর্ঘ উ কারেতে হয় নিষ্কাম মদন।।
গুরুর নিকটে জেনে নির্গম সন্ধান।
নিম্ন দিকে লক্ষ্য রেখে উর্ধ্বে হানে বাণ।।
লক্ষ্যজয়ী হয়ে শেষে করে লক্ষ্য ভেদ।
গুরুসনে হয় দেহ অভিন্ন অভেদ।।
ঋ কারেতে প্রেম ঋণ অতি উচ্চতর।
দাসখত দিয়েছিল শ্যাম নটবর।।
আগমেতে ভব ঋণে বদ্ধ জীব যত।
সর্ব্বদা থাকে যে সবে চৈতন্য রহিত।।
আমার আমার ক'রে ভ্রময় সংসারে।
ভব ঋণ কভু তারা মুক্ত হ'তে নারে।

৯ কারেতে লীলা তত্ত্ব রসের স্ত্রীয়ন।
লীলা রসে মুগ্ধ সদা থাকে তনু মন।
লীলা মাধুর্য্য রসে শয়ন বিহার।
যাহাতে লাবণ্য রস হয় ত সঞ্চার।।
এ কারেতে একা মাত্র অখিলের পতি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে একারি বিভূতি।।
গুরু ব্রহ্ম একরূপ যে দেখে নয়নে।
জীবাত্মা মিলন হয় পরমাত্মা সনে।।
অভেদ পরমাত্মানি ভক্তের স্বভাব।
একাত্ব গুণেতে বর্ত্তে শুদ্ধ প্রেম ভাব।
মান অপমান কিম্বা লাজ লজ্জা ভয়।
অষ্ট পাশ মুক্ত হয় গুরুর কৃপায়।
ঐ কারেতে ঐক্যভাব শ্রীগুরুর সনে।
আত্মস্বার্থ সমর্পণ গুরুর চরণে।।
গুরু সনে করে সেই প্রাণের মিলন।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করয় পালন।
কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় বশীভূত হয়।
গুরু শক্তি দিয়ে করে মনেন্দ্রিয় জয়।।
সম ভাবাপন্ন হয় শ্রীগুরু সনে।
গুরুর স্বরূপ মূর্ত্তি দেখে দু'নয়নে।
ও কারে প্রণব হয় জান পঞ্চানন।
চারিভাবে তুমি তাহা ক'রেছ বর্ণন।
ও, ওং, ওঁ , ওঁং তুমি করিলে সিদ্ধান্ত।
আমি নাহি খুঁজি পাই তার আদি অন্ত।।
অনন্ত অসীম বস্তু গোলক ভূবন।
প্রণবের দ্বারা তাহা রয়েছে বেষ্টন।।
ঔ কারেতে নামৌষধি ভব ব্যাধি নাশে।
সেই ধনি দিল প্রভু এইবার এসে।।
ঔদ্ধত্য স্বভাব হীন হরি ভক্তগণ।
নামামৃত রস পানে সতত মগন।।
সেই ধন দিল সেই শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
নামে প্রেমে ভাসাইয়া কহনে না যায়।।
রাধাঋণ পরিশোধ করিব ভাবিয়া।
শচী গর্ভে জন্ম নিল মায়াপুরী গিয়া।।
রাধা অঙ্গে নিজ অঙ্গ করি আচ্ছাদন।
নাম ধর্ম প্রচারিল শচীন নন্দন।।
তুহি হ'লে শান্তিপুরে অদ্বৈত ঠাকুর।
কীর্ত্তন করিলে থেকে সঙ্গেতে প্রভুর।।
তাহে তুমি, মহাবিষ্ণু, রূপে অবতার।
মিলাইলে শান্তিপুরে আনন্দ বাজার।।
তাতেও প্রভুর মনে কামনা রহিল।
অকামনা প্রেম ভক্তি কই পাওয়া গেল।।
একারণে অবতার হ'ল প্রয়োজন।
ক্ষীরোদের হরি হ'ল যশমন্ত নন্দন।।
এবে তুমি হতে চাও শ্রীহরি নন্দন।
ভক্ত সঙ্গে রস রঙ্গে থাকিতে গমন।।
প্রতিজ্ঞা পূরণ হেতু যাবে বসুধায়।
ভক্ত সঙ্গ পেয়ে হবে আনন্দ হৃদয়।।
দ্বাদশ রুদ্রের আদি শক্তি সম্মিলনে।
অদ্বিতীয় হ'বে তুমি মরত ভুবনে।।
হরি সনে হ'বে তব অপূর্ব মিলন।
হরিহর পূর্ণ মূর্ত্তি করিবে ধারণ।।
অন্তরে মাধুর্য্য রেখে বাহিরের ঐশ্বর্য্য।
অন্তরঙ্গ বিনে না জানিবে এ তাৎপর্য্য।।
অন্তরেতে হরি ভক্তি গোপনে রহিবে।
মাধুর্য্য ভক্তের ভক্ত সে কথা জানিবে।।
শিখাইবে ভক্তগণে মধুর চরিত্র।
তোমাকে পাইয়ে জীব হইবে পবিত্র।।
সূক্ষ্ম সোনাতন ধর্ম হ'বে সংস্কার।
বৈষ্ণবেরে কুটিনাটি হ'বে পরিষ্কার।।

হৃদাকাশে পূর্ণচাঁদ হইবে উদয়।
অজ্ঞান তিমির রাশি সব হ'বে ক্ষয়
জনম লভিবে যবে মৃতিকা আগারে।
দ্বাদশ রুদ্রের আদি মিশিবে শরীরে।
পক্ষিণী রূপেতে আমি বসি মটকা পরে।
কবির প্রতিজ্ঞা শোধ রব্ উচৈঃস্বরে।।
এই বাক্য তিন বার করিব উচ্চারণ।।
তথা হ'তে অন্তর্হিতা হইব তখন।।
তুমি হ'বে জগতের সবাকার মূল।
কেহ না হইবে ভবে ভবসমতুল।।
যখনেতে হরি পিতা লীলা সম্বরিবে।
পিতার সম্পূর্ণ শক্তি তোমাতে মিলিবে।।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ জানিয়ে সংবাদ।
অন্তরে পাইবে তার পরম আহ্লাদ।।
অন্য যুগে যেই মর্ম্ম জীবে নাহি পায়।
ভক্তগণে সেই ধন পাইবে নিশ্চয়।।
আগম হইতে পারে নির্গম সন্ধান।
বাছিয়া লইবে যত ভকত মহান।
গৃহধর্ম রক্ষা করি হইবে বৈষ্ণব।
সাধুগণ নিয়ে সদা হ'বে মহোৎসব।।
তোমার বাসনা পূর্ণ হ'বে মহোৎসব।।
ভক্ত মুখে হরি নাম কীর্ত্তন শ্রবণে।।
বিষের সমুদ্র মথি অমৃত পাইবে।
সমর্পিত ভক্ত দেহে সে ধন বর্তিবে।।
উর্ধ্বারেতে শক্তি পেয়ে হ'বে বীর্যবান।
সে পাইবে সে সামার্থ্যা রতির সন্ধান।
লভিবে অক্ষয় রতি সামার্থ্যার গুণে।
কাম হ'তে প্রেমোৎপত্তি হইবে তখনে।।
ব্রজ ভাবে মাতোয়ারা হ'বে সেই জন।
তাহার ভাগ্যেতে হ'বে নিষ্কাম মদন।।
পাইবে বিমল শান্তি প্রেম আস্বাদনে।
সতত রহিবে মগ্ন হরি নাম গানে।।
এই ভাবে করি মহা তত্ত্ব আলোচনা।
বিদায় মাগিল সেই অপূর্ব্ব ললনা।
আরো কহে হৈমাবতী জনম লভিলে।
আমিও মিলন হ'ব গিয়ে সেইকালে।
তব সনে পুনরায় হইব মিলন।
হরিগৃহে রব সদা আনন্দিত মন।।
এতশুনি কহিলেন দেব ত্রিলোচন।
মর্ত্যে গিয়ে হয় যেন অভিষ্ট পূরণ।।
শিব বলে ধন্য তুমি নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠা।
মম ঠাঁই এলে তুমি হ'য়ে উপদেষ্টা।।
এইভাবে করিলেন আলোচনা শেষ।
সানুনয় করে শিব অশেষ বিশেষ।।
তথা হ'তে মহাশক্তি অদর্শন হ'ল।
সদাশিব প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের জন্ম বিবরণ

পয়ার

শ্রীধাম ওড়াকাঁন্দী হরি করিলেন বাস।
নাম ব্রহ্ম সুরসাল করেন প্রকাশ।।
চৌধুরী শ্রীরাম চাঁদ আর ভজরাম।
পরিষদে রূপে তারা করে হরি নাম।।
দীননাথ দাস এসে মতুয়া হইল।
কানু মাতুরাম দোহে নামেতে মাতিল।।
তারা জানে হরিচাঁদ স্বয়ং অবতার।
অন্তরেতে হরিচাঁদ পদযুগ সার।।
ক্রমেই প্রভুর লীলা প্রসার হইল।
অপরেতে বহু লোক মাতিয়া উঠিল।।

মোল্যাকাঁদীবাসী শ্রীরামতন বিশ্বাস।
ঠাকুরের পদে হয় একান্ত বিশ্বাস।।
স্বয়ং বলিয়ে তিনি ভাবেন অনুক্ষণ।
হরিচাঁদে সঁপিয়েছে জীবন যৌবন।।
আভিজাত্য স্বগৌরব জাতি কুলমান।
ঠাকুরের পদে করে সব সম্প্রদান।।
বিবাহ করিয়া কভু নাহি স্পর্শে নারী।
সংসারী হইয়া তিনি হ'ল ব্রহ্মচারী।।
মহাভাগবত বলে নাম যে পাইল।
বিনা সংগমে তিনি পুত্র রত্ন পেল।।
তাহার ভগিনী হয় শোভনা নামিনী।
প্রেমাত্মা হয়েছিল সেই যে রমণী।।
সেই বংশজাত হয় নামে মৃত্যুঞ্জয়।
হরিচাঁদে প্রাপ্ত হ'ল ঠেকে ব্যাধি দায়।।
শাস্ত্রতে ছিলেন তিনি মহাজ্ঞানবান।
হরিচাঁদ পদে করে আত্ম স্বার্থ দান।।
পরিবারসহ সবে নামেতে মাতিল।
সবাই পরম ভক্ত প্রেম ভক্তি পেল।।
জানকী নামিনী হয় তাহার ভগিনী।
হরিচাঁদে আরোপেতে সাজাল সে ধনী।।
হরিলীলামৃত গ্রন্থে প্রকাশ রয়েছে।
অমর কীর্ত্তির স্তরে সে ধনী পৌঁছেছে।।
ওই গ্রামে মাতিলেক গোলক কীর্ত্তনে।
বড়ই দক্ষতা ছিল রামায়ণ গানে।।
ঠাকুরের বাক্য তাহা করিলেক ত্যাগ।
ক্রমেই ঠাকুর প্রতি বাড়ে অনুরাগ।
আরো আরো কেহ কেহ মাতে ঐ গ্রামে।
সদাই আনন্দ পায় যাইয়া শ্রীধামে।।
রাউৎ খামার গ্রামে বালা বংশধর।
অক্রুর গুরু চরণ বালা কোটিশ্বর।।
বংশী মহাভাব আর শ্রীরাম সুন্দর।
বৃন্দাবন বৈরাগী আর সে রামকুমার।।
রামতনু রামচাঁদ আর দশরথ।
জয়চাঁদ তন্মেজয় হ'ল ভক্ত সাথ।।
পরীক্ষিত ঢালী মাতে আর হীরামন।
এই রূপে হ'ল তথা বহু ভক্তগণ।
তালতলা মাতিলেক মহেশ ব্যাপারী।
শালগ্রাম থাকিতেন যার শিরোপরি।।
নেহাল বেহাল আর শ্রীউমাচরণ।
চণ্ডিচরণ বৈরাগী অতীব সুজন।
যুধিষ্ঠির পীতাম্বর সায়ী শ্রীগোবিন্দ।
হরিচাঁদে পেয়ে হ'ল সবার আনন্দ।।
কানাই বিশ্বাস আর শ্রীনাথ বিশ্বাস।
শ্রীহরিচাঁদের পদ সদা অভিলাষ।
নারিকেল বাড়ীবাসী ভক্ত শ্রীগোলক।
হরিচাঁদ প্রেম যেন জ্বলন্ত পাবক।।
তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র দশরথ মহানন্দ।
হরিচাঁদে পেয়ে হয় পরম আনন্দ।
গোলেকের খুল্লতাত মাতিল বদন।
যার মুখে হরিনাম সদা উচ্চারণ।
নড়াইল গ্রামে মাতে শ্রীমৎ লোচন।
রামঠাকুর ভক্ত নামে মাতে আর জন।।
পদ্মবিলাবাসী মাতে ভক্ত দশরথ।
হরিচাঁদে পেয়ে হ'ল পূর্ণ মনোরথ।।
বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি দু'ভাই মাতিল।
হরিচাঁদে জগন্নাথ বলিয়া মানিল।।
মাছকাঁদী মাতিলেক শ্রীশঙ্কর বালা।
ওই গ্রামে মাতা ধনী নামে চন্দ্রকলা।।
আর মাতে রাজপাটে ভক্ত লালচাঁদ।
মহাযোগী বেশে ভজে প্রভু হরিচাঁদ।।

দইসারা বারবাক কেহ বা মাতিল।
সীতারামপুরে কেহ মতুয়া হইল।।
বেথড়িয়া মেতেছিল গোবিন্দ বিশ্বাস।
পূর্ণ ভগবান বলি করেন বিশ্বাস।
আরো মাতিলেন পাঁচু ঠাকুরের পিতা।
সে জানিত হরিচাঁদ জগতের কর্ত্তা।
ঠাকুরের পিতৃগুরু ঈশ্বরাধিকারী।
তিনি মাতিলেন শিষ্যগণ সঙ্গে করি।।
জয়পুরে মাতিলেক তারক রসনা।
এ সংসার মাঝে যার নাহিক তুলনা।
কৃষ্ণপুরে মত্ত হ'ল যত বালাগণ।
শ্রীঈশ্বর ধনঞ্জয় আর জনার্দ্দন।
শ্রীগোবিন্দ কোটিশ্বর আর বহুজন।
লব কুশ দুই ভাই লইল শরণ।
ঘোষাল কাঁদিতে মাতে মহিমা চরণ।।
গান্দিয়া সুরেতে মত্ত হল কোনজন।
পাটকেল বাড়ী ছিল গোপাল বিশ্বাস।
খুল্লতাত ভাই হয় নেপাল বিশ্বাস।
নদীয়াতে ছিল যেন রামাই শ্রীবাস।
হরিচাঁদ পদ বিনা অন্যে নহে আশ।।
সুরগ্রামবাসী ভক্ত আড়ঙ্গ বৈরাগী।
রায়চাঁদ নামে ভক্ত সেও অনুরাগী।
প্রেমমত্তা হইল প্রেমে দেবী তীর্থমণি।
পূর্ব্বে ছিল মীরা বাঈ মনে হেন গণি।
রাম কুমারের ভগ্নী ভবানী নামিনী।
প্রকৃত হরিভক্তা হ'য়েছিল ধনী।।
জয়চাঁদ ঢালী মাতে তাহার কথায়।
ধামেতে আসিয়ে হরিচাঁদে দেখা পায়।।
এ সবার সপ্রমাণ লীলামৃতে রয়।
সকলে ভাসিল হরি প্রেমের বন্যায়।।

নিশ্চিন্তপুরেতে ভক্ত অক্রুর বিশ্বাস।
পরব্রহ্ম জ্ঞানে তিনি করিত বিশ্বাস।।
এইভাবে বহু ভক্ত নামে মত্ত হ'ল।
জাতি কুল মান যেন সকল টুটিল।।
ভক্তগৃহে হরিচাঁদ যাতায়াত করে।
ভক্তগণে ভাসে যেন প্রেমের পাথারে।।
কুবের বিশ্বাস আর রঙ্গ যুধিষ্ঠির।
দেবাশুরে মত্ত হয় কৈলাশ সুধীর।।
পদুমায় মাতিলেন নামে ফেলারাম।
গাছ বেড়ে রামধন অতি গুণধাম।
এইভাবে বহুলোক প্রমত্ত হইল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।
কালিয়াতে মাতিলেন পাঁচু চক্রবর্ত্তী।
মতুয়ার দল মাঝে এসে হয় ভর্ত্তি।
শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্ত্তী গুরু শ্রীতারক।
তিনি বলে শ্রীতারক ভব নিস্তারক।।
এই ভাবে হরিপ্রেম প্রসার হইল।
হরিপ্রেম সাগরেতে তরঙ্গ বাড়িল।
সে তরঙ্গ লাগে গিয়ে কৈলাস শিখরে।
তা হেরিয়ে সদাশিব ভেবেছে অন্তরে।
অগ্রে গিয়ে মাকে আমি দিব দরশন।
পরেতে করিব গিয়ে জনম গ্রহণ।।
এত ভাবি একদিন শেষে নিশি যামে।
উদয় হইল শিব আসিয়া শ্রীধামে।
স্বপ্নাবেশে দেখা দিল শান্তি মাতায়।
ধবল আকার চিতা ভস্ম মাখা গায়।
কানেতে ধুতরা ফুল ডম্বরু বাজায়
বাম হস্তে যেন এক শিঙ্গা শোভা পায়।
অতীব সুন্দর কায় তিনটি নয়ন।
অপরূপ রূপ মাতা করে দরশন।।

দেখিতে দেখিতে হ'ল বালক মুরতি।
অঙ্গ হতে বাহিরায় সুবিমল জ্যোতি।।
মা মা বলি বৈসে গিয়ে শান্তি মার কোলে
বলে মাগো দুগ্ধ দাও আমি তব ছেলে।
বালকে করিয়ে কোলে ভাবে শান্তিমাতা।
এমন সুস্নিগ্ধ দেহ এ কোন দেবতা।
পরশ করিয়ে অঙ্গ হৃদয় পুলক।
তার মাঝে যেন দেয় রূপের ঝলক।।
আনন্দিতা হ'য়ে মাতা দুগ্ধ করে দান।
বাৎসল্য রসেতে মেতে করি পুত্রজ্ঞান।।
ক্ষণে পরে সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'ল।
কি হ'ল কি হ'ল বলি ভাবিতে লাগিল।
স্বপ্ন বার্তা জানাইল ঠাকুরের পাশে।
হরিচাঁদ বলিলেন সুমধুর ভাষে।।
বিচিত্র নহেত তব এহেন স্বপন।
লীলার প্রসঙ্গে আসিবেক দেবগণ।।
কেহ নরাকারে কেহ অদৃশ্য ভাবেতে।
তাহারা আসিবে হেবা লীলা সাহায্যেতে।।
এ বড় বিচিত্র লীলা হইবে ধরায়।
কোন যুগে হেন লীলা প্রকাশ না হয়।।
ভক্তবেশে গোপী কোপী এল বহু জন।
সে সঙ্গে মিশিবে এসে যত দেবগণ।
এ লীলায় হ'বে বড় অপূর্ব্ব মিলন।
দেব নরে একসনে করিবে কীর্ত্তন।
দেববালাগণ মিশে নরবালা সনে।
আনন্দ পাইবে তারা শ্রবণ কীর্ত্তণে।
অদৃশ্য ভাবেতে এসে রবে দেবগণ।
প্রেমরসে ভেসে তারা যাবে সর্ব্বজন।।
কেহ কেহ নররূপে জনম লভিবে।
যোগী ঋষি কত জন সে দলে মিলিবে।।
এবারের লীলা হ'বে অতি চমৎকার।
নিজে আমি কি করিব বোঝে সাধ্যকার।।
এইভাবে বহু কথা বলে হরিচাঁদ।
শুনে শান্তিমাতা প্রাণে পাইল আহ্লাদ।।
আরো একদিন দেখা দিল পশুপতি।
সেই দিনে শান্তি মাতা হ'ন শুদ্ধমতি।।
ঠাকুরের নাম ধর্ম হ'য়েছে প্রচার।
ক্রমেই মতুয়াবৃন্দ বাড়িল বিস্তার।।
ভক্ত ঠাই প্রকাশিত স্বকীয় স্বভাব।
তাহারও প্রাপ্ত হ'ল শুদ্ধ প্রেমভাব।।
নামে রুচি জীবে দয়া মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া যত কর্ম সব হয় ভ্রষ্টা।।
এইভাবে ভক্তগণে করান শিক্ষণ।
হরিচাঁদ পদে করে আত্মসমর্পণ।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন।
তার দরশনে হয় তীর্থ দরশন।।
গৃহ কর্ম্ম রক্ষা করি সত্য কথা কয়।
বানপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়।।
যোগীন্যাসী কি সন্ন্যাসী অথবা ফকিরী।
এইসব তত্ত্ব নহে জানে ব্রহ্মচারী।।
প্রহ্লাদ নারদ শুক ব্যাস তপধন।
প্রেমধনে অধিকারী নহে কোন জন।।
পদ শূণ্য মহাপদ নির্ম্মল ভকতি।
অন্তরেতে জাগে সদা প্রেমানন্দ স্ফুর্ত্তি।।
বেদ বিধি নাহি মানে নাম ব্রহ্মসার।
জ্ঞান মিশ্র ভক্তি মাত্র চিত্ত সংস্কার।।
জ্ঞান শূণ্য ভক্তি নাহি সে দেশে পৌঁছায়।
সাধনের পথ শুধু খুঁজিয়ে বেড়ায়।।
তা'তে না মিলিবে কভু প্রেমবস্তু ধন।
সাধন ভজন হয় সব অকারণ।।

তুলনার পরপারে মতুয়া আখ্যান।
হরিচাঁদ পদে করে আত্মস্বার্থ দান।।
সেই হরি গুরু রূপে ভ্রমণ করয়।
কর্ণে মন্ত্র দিয়ে জীবে শুদ্ধ করি লয়।
কৃষ্ণ ভক্তি হ'লে পরে দেহ শুদ্ধ হয়।
হরিভক্তি বিহনেতে ব্যর্থ সমূদয়।।
ভাগবতে সেই কথা রয়েছে প্রকাশ।
গুরু রূপে এ জগতে সেই পীতবাস।।
এইবার স্বরূপেতে সাক্ষাৎ দর্শণ।
সেই ধন প্রাপ্ত হ'ল মতুয়া সুজন।।
কেহ দাস্য কেহ সখ্য বাৎসলে বা কেহ।
মধুরের ভাবে মেতে ঘুচায় সন্দেহ।।
কেহ কান্তাভাব ধারী হইয়ে এ দানী।
পদ শূণ্য পদে মাখা তার তনুখানী।।
ত্যজিয়ে সর্ব্বস্ব্য পদ ভজে কায়মনে।।
আত্ম স্বার্থ বিকায়েছে শ্রীহরি চরণে।।
ফলাফল শূণ্য হ'য়ে প্রেমেতে বিভোর।
প্রেম নির্ঝারিণী সম ঝরে আখি তার।।
স্বরূপের রূপখানি হেরে দু'নয়নে।
অন্য তন্ত্র মন্ত্র এরা কিছুই না মানে।।
সপিয়েছে মনপ্রাণ জীবন যৌবন।
জাতিকুল মান সব প্রাণ হরিধন।।
ধনজন পুত্র কন্যা সবই শ্রীহরি।
পিতা-মাতা বন্ধু বান্ধব আদি করি।।
নয়নের মণি হরি হৃদয় রতন।
হরি বিনে এই দেহে না রহে জীবন।।
সর্ব্ব সার হয় মাত্র হরি চিন্তামণি।
হরিধন বিনে আর কিছুই না জানি।।
অন্তরঙ্গ ভক্তের মহিমা অপার।
প্রেমসিন্ধু মাঝে সদা খেলিছে সাঁতার।।
অগণিত ভক্তবৃন্দ নাহিক তুলনা।
অনন্ত মহিমা গুণ কে করে বর্ণনা।।
হয় নাই হ'বে নাক হেন অবতার।
অবিরত প্রবাহিত প্রেম সুধা ধার।।
অনর্পিত প্রেমধন অর্পিল এবার।
তাই সবে করিলেন নাম ব্রহ্মসার।।
উদ্ধারিতে এল হরি কলি জীবগণে।
মানুষে মানুষ মেশা আপনার গুণে।।
করিতে মানুষ এই কলির মানুষ।
অকাতরে বিলাইল প্রেমের পীযুষ।
চারিযুগ লীলারস মৈথুন করিয়া।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে দিলেন বাটিয়া।।
স্রোতস্বতী প্রেমনদী প্রবল ভাবেতে।
প্রবাহিত হইতেছে অতীব বেগেতে।।
কেহবা ক'রেছে কেলি তরঙ্গ গোলায়।
প্রেম সাগরের মাঝে সাঁতার খেলায়।।
অভিমানী কর্ম্মিজ্ঞানী সকলে ডুবিল।
কুলের গৌরব আর কভু না রহিল।।
নামব্রহ্ম শিলা বৃষ্টি হয় বরিশন।
নামঅস্ত্রে করিলেন পাষণ্ড দলন।
যোগী ন্যাসী কি সন্যাসী যারা বাকী ছিল।
লাগিয়ে প্রেমের ঢেউ সকলে মাতিল।।
নামের পবন পেয়ে বাড়িল তরঙ্গ।
অভিমান কুল আদি সব হ'ল ভঙ্গ।।
একেকালে ভেঙ্গে গৌরব প্রাচীর।
আমিত্ব স্বামীত্ব ভেঙ্গে হইল অস্থির।।
অষ্টপাশে ঘেরাছিল অহমিকা ক্ষেত্র।
সেইসব হইল চূর্ণ না রহিল মাত্র।।
হরি প্রেম প্লাবনেতে ভাসইল সব।
তা হেরিয়ে পঞ্চজনার বাড়িল উৎসব।।

মন্ত্রবীজ শস্য আদি হয়ে গেল লয়।
তুফান বাড়িয়ে যেন ঘটিল প্রলয়।।
চতুবর্গ ফলাফল সব ধুয়ে গেল।
মুক্তি তরু ডাল ভেঙ্গে বন্যায় ডুবাল।।
বেদবিধি ধুয়ে গেল নামের হিল্ললে
তা হেরিয়ে ভকতের আনন্দ উথলে।।
ক্রমেই বাড়িল হরি নামের কল্লোল।
তা হেরিয়ে রবিসূত বলে হরিবোল।।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ় নামেতে গমন।
দেব নরে-একসনে করেছে কীর্ত্তন।
ভক্ত সনে ভাসে হরি প্রেম দরিয়ায়।
মাঝে-মাঝে আসিতেন আপন আলয়।।
ভক্ত সনে থাকে হরি পাইয়ে আহ্লাদ।
'ভক্তগণ করে সদা হরি প্রেমাস্বাদ।।
কৈলাসেতে মহাদেব থাকিতে না পারে।
মাঝে মাঝে দেখা দেয় শান্তি মায়েরে।।
জটাজুট ধারি সেই দেব পঞ্চানন।
ত্রিশুল ডম্বরু সিঙ্গা করিয়ে ধারণ।
পরিধান বাঘাম্বর ভস্মাবৃত কায়।
মা মা বলি ডাকে আসি মধুর ভাষায়।।
সূর্য্য সম অঙ্গজ্যোতি অতি সুনির্ম্মল।
শ্বেতরূপ মাঝে যেন করে ঝলমল।।
মাঝে মাঝে ধরে রূপ রক্তিম বরণ।
শ্বেত রক্ত মিশে হয় অপূর্ব্ব কিরণ।।
বলে মাগো স্তন দুগ্ধ খেতে দে আমারে।
পুত্ররূপে ল'ব জন্ম তোমার উদরে।।
শিশুসম মাতৃ কোলে বসি দুগ্ধ খায়।
শান্তিমার অন্তরেতে বাৎসল্য উদয়।।
স্বস্নেহে ধরেন মাতা বাহু প্রসারিয়া।
দুগ্ধ পান করি পরে হয় অন্তর্দ্ধান।
তাতে শান্তিমাতা হয় স্ববিস্ময় প্রাণ।।
মনে ভাবে বারে বারে কি দেখি স্বপনে।
পুত্ররূপে মহাদেব হেথা আসে কেনে।
এই কি সম্ভব হ'বে আমার পক্ষেতে।
মহাদেব এসে জন্ম লইবে গর্ভেতে।।
বারে বারে কেন মোরে দেয় দরশন।
এতেক ভাবিয়ে মাতা স্ববিস্ত্রয় মন।।
এইভাবে দশমাস গত হয়ে গেল।
মায়ের শরীরে যেন সৌন্দর্য্য বাড়িল।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোলযাত্রা দিনে।
জন্মিল গুরুচাঁদ অতি শুভক্ষণে।।
প্রসব কালেতে মাতা অচৈতন্য প্রায়।
নীরবে রহিল মাতা মৃত্তিকা শয্যায়।।
প্রসব হইল শিব সূতিকা আগারে।
কোথা হ'তে এক জ্যোতি প্রবেশিল ঘরে।।
শিশুর অঙ্গেতে এসে হইল মিলন।
ধাত্রিদেবী সেই জ্যোতি করে দরশন।।
অশরীরি বাণী সম মট্‌কার উপরে।
যেন এক পক্ষী এসে বলে উচ্চঃস্বরে।
প্রতিজ্ঞা শোধিবারে এল পঞ্চানন।
এই বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ।
স্বাতী নক্ষত্রে এসে বলে এই বাণী।
কোথা হ'তে এসে বাণী বলিল পক্ষিনী।।
ধাত্রি দেবী শুনে বাণী মানিল বিস্ময়।
ব্যস্ত হ'য়ে সুস্থ করে সে শান্তি মাতায়।।
মাতৃ পাশে ধাত্রিদেবী বলেছে তখন।
অপরূপ শব্দ মাগো করিনু শ্রবণ।।
কোথা হ'তে যেন এক পক্ষিণী আসিয়ে।
বলিল অদ্ভুৎ বাণী মট্‌কায় বসিয়ে।।

প্রতিজ্ঞা শোধিতে এল দেব পঞ্চানন।
এই বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ।।
পরে যেন সেই পাখী কোথা চলি গেল।
বল মাগো কেবা এসে জন্ম লভিল।
বার শ একান্ন সালে গুরুবার দিনে।
উদয় জগতগুরু সে ঐশান্য কোণে।।
পূর্ব্বাকাশে দীনমণি প্রকাশের কালে।
সেইকালে গুরুচাঁদ জনম লভিলে।।
পিকগণ ডাকিতেছে সুমধুর স্বরে।
ধাত্রিবেদী হুলুধ্বনী করে উচ্চৈঃস্বরে।।
প্রতিবেশী সব ধনী আসিয়ে সত্ত্বর।
মন হলদে হুলধ্বনী করে বার বার।।
এইভাবে গুরুচাঁদ জনম লভিল।
ভক্তগণে প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের বাল্যলীলা ও বিদ্যাভ্যাস

বাল্যকালে গুরুচাঁদ, অন্তরে পেয়ে আহ্লাদ
খেলাধূলা করেন কৌতুকে।
সঙ্গিদের সঙ্গে মিলি, হাতে দিয়ে করতালী,
হরি হরি বলিতেন মুখে।
আসিলে সে ম'তোগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,
উঠিতেন মতোদের কোলে।
বলে ভাই হরি বল, ঘুচে যাবে গণ্ডগোল।
এই নাম সার ভূমণ্ডলে।
নাম বিনে গতি নাই, শুন যত ম'তো ভাই
হরিনাম হয় সুধাময়।
শুনে যত ভক্তগণ, হয়ে স্ববিস্ময় মন,
গুরুচাঁদ মুখপানে চায়।।
অন্তরঙ্গ ভঙ্গ পেলে, উঠে গিয়ে তার কোলে
বলিতেন মুখে হরি হরি।।
হরিনাম সর্ব্বসার, যদি যাবে ভবপার,
কর ভাই হরি নাম তরী।।
শিশু মুখে শুনে ভাষ, অন্তরে বাড়ে উল্লাস,
ভাবে এত সামান্য যে নয়।
এমত ভাবিয়ে মনে, যেন ম'তোদের প্রাণে
হ'ত এক ভাবের উদয়।।
বাল্যলীলা হ'ল গত, কৈশোরেতে সমাগত।
শান্তিমাতা বলে হরিচাঁদে।
শুন প্রভু মনভাষ, আমার প্রাণের আশ।
বিদ্যা শিক্ষা দিতে গুরুচাঁদ।।
ঠাকুর বলেন তবে, দেখি আমি মনে ভেবে
কোথা রাখি কাহার আলয়।
এ গ্রামে স্কুল নাই, যেতে হবে অন্য ঠাঁই
কার গৃহ মনমত হয়।।
মাতা বলে আমি জানি, আছে ভক্ত গুণমণি,
মোল্যাকাঁদী গোলোক কীর্ত্তনে।
তার পুত্র গিরিধর, সমান বয়স তার,
সেই স্থান লাগে মম মনে।।
ভক্ত তব সেইজন, সমভাবে দুইজন,
লেখাপড়া করিবে কৌকে।
রাখ যদি সেই স্থানে, সদাই আনন্দ মনে,
সেই গৃহে রবে অতি সুখে।।
প্রাণে মম দেয় সাড়া সযত্নে রাখিবে তারা,
ইহাতে না অন্যথা হইবে।
প্রভু বলে সত্য কথা, রাখিতে হইবে তথা,
আমিও তা দেখিলাম ভেবে।।
তারাও মানুষ ভাল, গুরুচাঁদ রবে ভাল,
মনোনীত হইবে আমার।

সরল প্রাণেতে সবে, রাখিবে পরমোৎসবে।
উপযুক্ত হয় সেই ঘর।।
রাখিলেন অতঃপরে, গোলোক কীর্ত্তনে ঘরে,
গুরুচাঁদ রহে হর্ষান্তরে।
গিরিধর সনে মিশি, একসনে দিবা নিশি,
খেলা আর লেকা পড়া করে।
দেদাহা প্রাণে সখ্যভাব তুলনা অতীতভাব
সম প্রাণ যেন দুইজন
একসনে চলাফেরা, একসঙ্গে লেখাপড়া
একত্রেতে শয়ন ভোজন।।
সমপ্রাণ ভাই ভাই, ভিন্ন ভেদ কিছু নাই,
অমিয় ভাবের নিদর্শন।
দোহাকার ভাব দেখি, অন্তরে সবাই সুখী,
প্রফুল্লিত রহে তনু মম।
সুচতুর গিরিধর, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার,
পূর্বে ছিল দেবর্ষি নারদ।
থাকে দোহে এক সনে, সদাই আনন্দ মনে,
চালাকিতে অতি বিশারদ।
গুরুচাঁদে ক্ষেপাইতে, অতীব ানন্দ চিতে,
বাবা বলি ডাকে হরিচাঁদে।
তার মুখে হেন বাণী, গুরুচাঁদ গুণমণি,
বলে বাণী মনের বিষাদে।
তব পিতা বর্তমানে, আমার পিতাকে কেনে,
বাবা বলি কর সম্বোধন।
এ বড় অন্যায় রীত, তব বাক্য বিপরীত,
পুনঃ আর না বল কখন।
গিরিধর তাহা শুনি, বলে শুন দাদুমণি,
তব পিতা মম পিতা হয়।
তিনি জগতের দাতা, সবাকার হয় পিতা,
তারে পিতা বলিতে কি ভয়।।
অনন্ত জগৎখানি, সৃজন করেছে তিনি,
তাই তিনি সবার জনক।
নবরূপে লীলাকারী, তিনি দয়াময় হরি,
আরো তিনি ভব নিস্তারক।।
হরিচাঁদ রূপে তিনি, অমৃত রসের খনি,
আরো হ'ন জগৎ রঞ্জন।
হৃদকাশে পূর্ণচাঁদ, পুরাতে ভক্তের সাধ,
তাহে বাদ সাধ কি কারণ।।
শুনিয়ে গিরির বাণী, ক্রোধে কম্পে অঙ্গখানি,
বলে তুমি সাবধান হও।
হরি পিতা সবাকার, তুমি কেন বার বার,
আমার সাক্ষাতে পিতা কও।।
পুনঃ আর না ডাকিও, মম বাক্য মেনে নিও,
তাতে আমি মনে ব্যথা পাব।
তব মুখে বাবা ডাক, শুনে আমি হই অবাক,
হেন ডাক সহিতে নারিব।।
গিরি বলে শুন দাদা, তুমি কেন দাও বাধা
ক্ষীরোদের হরি তব পিতা।
মোর পিতা বলিয়েছে, শুনেছি পিতার কাছে
তব পিতা প্রেমধন দাতা।
মম পিতা মহারোগে, বহুদিন ধরি ভোগে,
কিছুতে না হয় প্রতিকার।
মৃত্যুকালে সন্নিকটে, পড়িল হেন সঙ্কটে,
তব পিতা করিল উদ্ধার।
ত্বরাতে বিপদ সিন্ধু, তব পিতা দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু পারের কাণ্ডারী।
আপনি করুণা করি, দিয়ে নিজ পদতরী,
মম পিতায় লইল উদ্ধারী।।
সেই হতে এই গ্রামে, সবে মত্ত হরি নামে,
মম পিতা ধরে গিয়ে পায়।

জাগাল ডুবানো তরী, মুখে বলি হরি হরি,
মম পিতা প্রাণ দান পায়।।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ, করে পিতা সেইক্ষণ,
সে হইতে অন্য নহে জানে।
পতিতে ত্বারিতে হরি, ওড়াকাঁদী অবতরি।
ত্বরাইল কলিজীব গণে।।
নাম ব্রহ্ম করি দান, বাঁচাইল মৃত প্রাণ,
তাই মম পিতা হরিচাঁদ।
বল দেখি এ ধরায়, কার পিতা তিনি নয়,
কেন তব অন্তরে বিষাদ।।
ক্রোধেতে কম্পিতকায়, গিরি প্রতি পুনঃ কয়,
সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে থর থর।
গুরুচাঁদ বলে শুন, তোমাকে বলেছি পুনঃ
পিতা বলে ডাকিওনা আর।।
হয়ে থাক সাবধান, নইলে হবে অপমান।
বারে বারে নিষেধি তোমারে
তাই আমি যাই বলে, আর তুমি বাবা বলে
না ডাকিও আমার বাবারে।।
গিরি বলে ভাল কথা, তথাপি বলিব পিতা,
মান অপমান নাহি গণি।
যাহা থাকে এ ললাটে, বলি তাহা অকপটে,
মরণের ভয় নাহি মানি।
আমার বচন ধর, রাখ মার যাহা কর,
বাবা ডাক ভুলিব না আর।
যাবৎ থাকি সংসারে, পারি যেন ডাকিবারে,
এই বাঞ্ছা অন্তরে আমার।।
অনন্ত অসীম যিনি, ভকতের হৃদিমণি,
যার গুণে মুগ্ধ সর্ব্ব প্রাণী।
দেবতা কিন্নর নর, দানব যক্ষাধি আর,
বাঞ্ছে যার চরণ দু'খানি।।
সর্বদেহে পরমাত্মা, যিনি বিধাতার ধাতা,
তুলনার পরপারে ধাম।
কলিজীব নিস্তারিতে, এসেছেন এ জগতে,
বিতরিল প্রেমমাখা নাম।।
তাকে যদি বলি পিতা, কেন পাও প্রাণে ব্যথা
হেন ব্যথা কভু ভাল নয়।
তুমি ডাক আমি ডাকি, বল তা'তে ক্ষতি বা কি,
এ সন্দেহ অকারণ হয়।
গুরুচাঁদ দিয়ে বাধা, বলে শুন গিরি দাদা,
তব পিতা আছে বর্ত্তমান।
ডাক তারে বারেবারে, কে তোমা নিষেধ করে।
তাতে তব বাড়িবে সম্মান।
পুনঃ যদি ডাক ভাই, যেন আর ক্ষমা নাই,
তোমাকে করিব হতমান।
গিরি বলে প্রাণ দিব, তবু ডাক না ছাড়িব,
এই কথা জানহে ধীমান।।
এইভাবে বাক্য যুদ্ধ, বুঝিতে নাহিক সাধ্য,
কেহ কা'র বাধ্য নাহিক হয়।
গুরুচাঁদ ক্রোধভরে, বলে বাণী গিরধরে,
শাসন করিব সুনিশ্চয়।
গুরুচাঁদ বাক্য শুনি, গিরির জননী যিনি,
গুরুচাঁদে কোলে তুলি নিল।
শান্তাইতে কহে বাণী, যেন অমৃতের খনি,
গিরিধরে কতই নিন্দিল।।
গুরুচাঁদ বলে মাতা, অন্তরে পেয়েছি ব্যথা,
কেন মোরে হেন ব্যথা দিল।
কর মাগো সুবিচার, নতুবা সহেনা আর,
এত বলি কাঁদিতে লাগিল।।
মাতা বলে শান্ত হও, গিরিধরে ক্ষমা দাও,
আর না বলিবে হেন ভাষ।

এত শুনি গিরিধর, বলে হ'ল সুবিচার,
শুনে হল অন্তরে উল্লাস।।
গিয়ে মম মাতৃ কোলে, কেন ডাক মা মা বলে
তবে কেন বলিব না পিতা।
তুমি যার আমি তার ভাব কি তা একবার,
কেন তব প্রাণে বাজে ব্যথা।
বড় মধুর দ্বন্ধ, সবাকার হয়ানন্দ
দ্বন্দ্ব মাঝে কত যে অমৃত।
ভাবাপন্ন গিরিধর, সবল অন্তর তার,
সদা হৃদি থাকে যে আপ্লুত।।
বিষাদে হরষ আনে, পুনঃমিলি দুইজনে,
এক মনে করে বিদ্যাভ্যাসে।
কভু যায় ওড়াকাঁন্দী, হরিচাঁদ পদ বন্দি,
ফিরে আসে অন্তরে উল্লাস।।
এইভাবে বিদ্যা শিখে, গৃহেতে আইল সুখে,
সদা রহে প্রফুল্লিত মনে।
মতোগণ এলে পরে, গুরুচাঁদ হর্ষান্তরে,
মিলন হইত সেই স্থানে।।
মতোগণে নামগানে, সবাই আনন্দ মনে,
গান করে প্রভু সন্নিধানে।
হরিচাঁদ কাছে থাকি, মতোদের ভাব দেখি,
বড় শান্তি পাইত পরাণে।।
এইভাবে অনুক্ষণ, মগ্ন যেন তনু মন,
অন্য ভাব কভু না জাগিত।
এইভাবে কিছু দিন, গত হয় দিন দিন,
যৌবনকাল সমাগত।
হরিচাঁদ কৃপালেশে, গুরুচাঁদের আদেশে,
লিখনিটি মাত্র করে ধরি।
বসি হৃদয় মন্দিরে, গুরুচাঁদ কৃপা করে,
লিখে নিজ লীলার মাধুরী।।

শ্রীধামে ভাবি বারুনীর
গুপ্ত অভিসার।

পয়ার

পরে জন্মে উমাকান্ত কনিষ্ঠ কুমার।
সব সুস্থির দেহ অতীব সুন্দর।।
বাল্য পৌগণ্ড শেষ যৌবনে প্রবেশ।
হরি প্রেমরসে মত্ত যেন সর্ব্বদেশ।।
দুইভাই সদা রহে হরিষ অন্তরে।
উমাকান্ত বিদ্যাশিক্ষা করে কিছু পরে।।
বহু খেলা খেলে হরি ভক্তগণ সনে।
ভক্তসঙ্গে মনরঙ্গে ভ্রমে নানাস্থানে।।
শ্রীশ্রীহরি লীলামৃতে লিখে রসরাজ।
যে ভাবে প্রসার হ'ল মতুয়া সমাজ।।
পুনঃ আর লিখিব না সে সব বৃতান্ত।
এ মধুর লীলা গীতি নাহি তার অন্ত।।
ভক্ত সনে করে খেলা অতি মধুময়।
প্রেমরসে মাতোয়ারা যত মতুয়ায়।।
একদা শ্রীহরিচাঁদ বসিয়া নির্জ্জনে।
কি যেন কি ভাবিলেন আপনার মনে।।
আর কতকাল আমি থাকিব ধরায়।
হ'ল বুঝি মম লীলা সাঙ্গের সময়।।
অতএব এক কর্ম্ম করিবারে হয়।
ভবিকালে সেই মেলা দেখিবে সবায়।।
সমুদ্র মন্থন কালে বারুনী উঠিল।
বহুকাল মম পাশে গোলেকেতে ছিল।।
বলেছিনু মর্ত্তে গিয়ে করহে বসতি।
তব নামে মহামেলা করে দিবস্থিতি।।
সেই কর্ম্মে করিবারে বাকী থেকে যায়।
সেই তিথি ধরি আমি আইনু ধরায়।।

মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী বার বুধবার।
সেই বুধবারে হ'ল জন্ম আমার।।
অপ্রকাশ র'ল তাহা ধরণী মাঝারে।
না করিয়ে সেই কর্ম যাই কি প্রকারে।
বারুণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে।
মহাবারুনীর স্নান জগতে ঘোষিবে।।
গুপ্তভাব করিব বারুনী অভিসার।
গুরুচাঁদ হ'তে পরে হইবে প্রচার।
এত ভাবি একদিন অতি নিরজনে।
বাহির বাটীতে চলে অতি সন্তর্পণে।।
অতীব নিশীথ রাতে একাকী চলিল।
চটকা গাছের তলে বসিয়া রহিল।।
শোভনা নামিনী এক ভক্ত কন্যা ছিল।
সেই ধনী ঠাকুরকে যাইতে দেখিল।
মোল্যাকান্দী রামতনু নামে ভক্তবর।
এ শোভনা সহোদরা হয় যে তাহার।।
শান্তিমার পাশে ধনী রহে অধিক্ষণ।
শান্তি মাতা ভাবে নিজ কন্যার মতন।।
শৈশব বিধবা হ'য়ে ভ্রাতৃ গৃহে রয়।
একান্ত ভকতি তার হরিচাঁদ পায়।।
সতীত্বের পূর্ণ জ্যোতি অঙ্গে প্রকাশ।
কন্যা সম থাকে শান্তি মায়ের স্বকাশ।।
সেই ধনী সঙ্গোপনে পিছে পিছে গেল।
চটকা তলা বসিতে সে ঠাকুরে দেখিল।।
অপরূপ কাণ্ড ধনী দেখিতে পাইল।
চারিদিকে যেন মহা জ্যোতির্ম্ময় হ'ল।।
যেন কত অগণিত মতুয়ার দল।
দলে দলে আসিতেছে বলে হরিবল।।
জয়ডঙ্কা ঝাজ কাঁশ খোল করতাল।
বাজাইয়া ম'তো গণে বলে হরিবল।।

বাদ্যোদ্দমে প্রকাম্পিত যেন ভূমিতল।
মেঘের মণ্ডলে যেন দেবেন্দ্র বাদল।।
হরিবল রব বিনে অন্য বোল নাই।
কেহ কেহ দেয় হরি চাঁদের দোহাই।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ গড়ি দেয়।
ভূমেতে পড়িয়ে কেহ করে হায় হায়।।
মিলেছে চাঁদের মেলা না হয় তুলনা।
হুলুধ্বনি যেন দেয় বহু ললনা।।
সুসজ্জিত হ'য়ে কত যেন দেবগণ।
প্রভুর পার্শ্বেতে বসি করেছে স্তবন।।
দোকানী পশারী যেন বৈসে সারি সারি।
বিকি কিনি করে আর মুখে বলে হরি।
কতস্থানে খেলোয়াড়ে নানা খেলা করে।
কেহ করে বাজী খেলা হরিষ অন্তরে।।
হরিনামে ধ্বনি যেন উঠেছে গগণে।
দেব বালাগণ এল নরবালা সনে।।
বসিয়ে ক'রেছে তার কীর্তন শ্রবণ।
কাহারো বা বারি ধারে হ'তেছে পতন।।
বাল্য বৃদ্ধ পৌঢ় যুবা পুরুষ রমণী।
এক সনে করে যেন হরিনাম ধ্বনি।
অগণিত লোক এল যেন সংখ্যা নাই।
ভূমিতলে পড়ি কেহ ছাড়িতেছে হাই।।
কেহ বা কীর্তন মাঝে দিতেছে হুঙ্কার।
তা শুনিয়ে দূরে যায় চিত্ত অন্ধকার।।
হতেছে মধুর লীলা অপার অপার।
প্রেমের পাথরে সবে দিতেছে সাঁতার।।
কেহ কেহ দুলিতেছে নাগর দোলায়।
যেমনি ভ্রময় জীব ভবের গোলায়।।
দোলায় থাকিয়ে তারা বলে হরি হরি।
দোলা আওলা দোলা বন্দ করে ত্বরা করি।।

এসব দর্শন করি শোভনা তখন।
মনে মনে এই কথা করেছে চিন্তন।
ঘুময়ে রয়েছে মোর দাদারা দু'জন।
তারা কভু এই মেলা না করে দর্শন।
একবার গিয়ে আমি ডেকে আনি ত্বরা।
মেলা হরি অত্যানন্দ পাইবে যে তারা।।
এত ভাবি অন্তঃপুরে করিয়ে গমন।
মাতৃ পাশে জানাইল সব বিবরণ।।
দুই ভাই এল পরে শোভনার সঙ্গে।
এই মেলা দরশন করে মনরঙ্গে।।
গুরুচাঁদ স্থির চিত্তে করে দরশন।
অপরূপ মেলা হেরি সবিস্ময় মন।।
মেলার সৌন্দর্য্য দেখে হৃদয় পুলক।
অনুক্ষণ থাকে যেন নেত্র অপলক।।
মেলা হেরি মনে মনে করেছে চিন্তন।
এই মেলা করে পিতা না জানি কারণ।।
তার মাঝে হেরে যেন শ্রীহরি মন্দির।
নেহারিয়ে সেই সব চিত্ত হয় স্থির।।
ক্ষীরোদশায়ীর মূর্ত্তি মন্দিরের মাঝে।
আরো কত মূর্ত্তি শোভে অপরূপ সাজে।।
পার্শ্বদেশে ঘোড় দৌড় হইতেছে তথা।
তাই হেরে উমাকান্তের হয় অস্থিরতা।
ধরিয়ে ঘোটক এক আনে প্রভু ঠাঁই।
বলে বাবা এই ঘোড়া রাখিবারে চাই।।
ঠাকুর বলেন ঘোড়া রাখা নাহি যায়।
দৈবে দেবতার ঘোড়া বাধা নাহি হয়।।
কোথায় যাইবে তোমা লইয়ে ত্বরায়।
বল দেখি তখনেতে কি হবে উপায়।।
ঘোড়া রেখে তোমাকে যে হারাব নিশ্চয়।
ছেড়ে দাও এই ঘোড়া কারো বাধ্য নয়।।
উমাকান্ত বলে ঘোড়া কভু না ছাড়িব।
যেভাবে রাখিতে হয় সে ভাবে রাখিব।।
হরিচাঁদ বলে তুমি ঠেকাইলে দায়।
ঘোড়া রাখিবার এক আছে সদুপায়।।
তুমি গিয়ে এক কর্মকর বাছাধন।
এবে তুমি বাড়ী মধ্যে করহ গমন।।
এক পাত্রে আন ত্বরা সিন্দুর গুলিয়ে।
আর একটি চাদর তুমি আন গিয়ে।।
চাদর বাঁধিয়ে দিবে ঘোড়ার গলায়।
কপালে সিন্দুর দিলে যদি রাখ যায়।।।
তাহা শুনি উমাকান্ত অতি হর্ষ চিতে।
অবিলম্বে দৌড়ে চলে বাড়ীর মধ্যেতে।।
হরিচাঁদ বলে শুন শ্রীগুরু চরণ।
হেথা হতে চল মোরা করিব গমন।।
উমাকান্ত এসে হেথা প্রমাদ ঘটাবে।
তার পূর্ব্বে বাছাধন ঘরে চল এবে।।
এত বলি পিতা পুত্রে তথা হ'তে এল।
মেলা অবসানে তথা অন্ধকার হ'ল।।
দৌড়ে গিয়ে উমাকান্ত হেরে অন্ধকার।
কোথা গেল ঘোড়া দৌড় একিরে ব্যাপার।।
নাহি সেই মহা মেলা কোথা গেল সব।
নেহারিয়ে উমাকান্ত হইল নিরুৎসব।।
হেন কালে দৈববাণী হইল তথায়।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।।
দৈবেতে মিলেছে মেলা প্রচুর ইচ্ছায়।
তাহার ইচ্ছায় পুনঃ হ'য়ে গেল লয়।।
অসম্ভব চাই কেন করিতে সম্ভব।
নরে কি বুঝিতে পারে শিবের অসম্ভব।।
না হইবে হেথা তব অভিষ্ট পূরণ।
এবে তুমি গৃহ মাঝে করহ গমন।।

উমাকান্ত বলে যদি দৈবে ইহা হয়।
দৈবকে আয়ত্ত আমি করিব নিশ্চয়।।
যদি আমি হয়ে থাকি হরির নন্দন।
নিশ্চয় করিব মম অভিষ্ট পূরণ।
এভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়ে তখন।
নিরুৎসাহ হয়ে পরে করিল গমন।।
সেই হতে গুরুচাঁদ ভাবে মনে মনে।
এই মেলা প্রকাশ হ'বে কত দিনে।।
এই হেন মহামেলা কবে বা মিলবে।
ভক্তগণে প্রেমানন্দে হরি নাম নেবে
বারুণী বলিয়া মেলা হ'বে ধরাবক্ষে।
শান্তি পাব সেই মেলা নেহারিয়ে চক্ষে।
দেবনরে এক সনে করিবে কীর্তন।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'বে যত ভক্তগণ।।
দেব বালাগণ মিশি নরবালা সনে।
আনন্দ পাইবে তারা হরিনাম শুনে।।
কবে বা উড়িবে হরি নামের নিশান।
নেহারিয়ে সেই মেলা জুড়াইবে প্রাণ।।
ঘাটে মাঠে হ'বে ক'বে নাম সংকীর্ত্তন।
ক'রে আমি হেন ভাব করিব দর্শন।।
প্রবাহিত হ'বে ক'বে প্রেমের বারিধি।
প্রেম হিল্লোলে ধুয়ে যাবে যত বেদবিধি।
দলে দলে মতুয়ারা করিবে কীর্তন।
প্রেম ভরে উলু দিবে যত বামাগণ।।
পরেতে করিবে মহাবারুণীর স্নান।।
বহিবে প্রেমের বন্যা সম্মুখে আমার।
ভক্ত সঙ্গে মন রঙ্গে খেলিব সাঁতার।।
প্রকাশ হইবে ভবে এ মহাবারুণী।
কবে হবে হেন দিন মনে মনে গণি।।
অন্তরে মাধুর্য্য ভাব ক্রমেই বাড়িল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের বিবাহ

পয়ার

যখনেতে গুরুচাঁদ যৌবনে পশিল।
শান্তি মাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
গুরু চাঁদে দিতে হয় বিবাহ এখন।
একদা জানায় হরি চাঁদের সদন।।
হরিচাঁদ বলে তাতে কিবা ক্ষতি আছে।
একবার জেনে তুমি দেখ তার কাছে।।
সম্মতি হইলে আর কোন কথা নাই।
পাত্রী খোঁজ করিবারে এখন যে চাই
মাতৃ পাশে গুরুচাঁদে সে কথা জানায়।
শান্তি মাতা গুরুচাঁদ স্বীকার না হয়।।
বিবাহ করিতে মোর না হয় বাসনা।
মায়ে পাশে বন্দি হ'তে প্রাণেতে চাহে না।
শেষে হয় ভুলে যাব কর্তব্য আমার।
প্রস্তাব করনা মাগো বিবাহ দিবার।
শান্তি মাতা বলে শুন আমার বচন।
পিতৃ ধর্ম রক্ষা কর সুযোগ্য নন্দন।
গৃহধর্ম্ম হয় বাপ সূক্ষ্ম সোনাতন।
অবশ্য তোমার হ'বে করিতে রক্ষণ।।
সেই ধর্ম জানাইতে এল তব পিতা।
তাতে কেন বাছাধন করিবে অন্যথা।।
গৃহ ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এই ধরা পরে।
বানপ্রস্থ সন্ন্যাসাদি হয় নিম্ন তরে।।
জীব সৃষ্টি হয় ধর্ম করিতে পালন।
আদি ধর্ম্ম হয় ইহা যেন বাছাধন।।

কেন তুমি করিবে না সে ধর্ম রক্ষণ।
সৃষ্টি তত্ত্ব মূল সূক্ষ্ম ধর্ম সোনাতন।
সেই ধর্ম পালিবারে অমত করনা।
মোরা না আসিলে তুমি কভু আসিতেনা।
তথাপিও গুরুচাঁদ সম্মতি না করে।
শান্তি মাতা পুনর গিয়ে জানায় ঠাকুরে।।
ঠাকুর বলেন ডেকে আনহ সাক্ষাতে।
আমিও বলিব বাণী কি বলে তাহাতে।।
এই ভাবে কিছু কথা আলাপন হয়।
পরেতে ঠাকুর গুরুচাঁদের শুধায়।।
শুন বাছাধন আমি যাহা বলিতেছি।
তোমা লাগি যত কিছু সবই ক'রেছি।।
মতুয়ারগণ যত তোমার হইবে।
তোমার চরণে সবে মস্তক নোয়াবে।।
তোমা হ'তে হ'বে রক্ষা মতো সম্প্রদায়।
বিবাহ না কর যদি সমর্পিত কায়।
পতিত জীবেরে হ'বে ত্বরাতে তোমার।
অন্তরেতে সদাকাল বাসনা আমার।।
গৃহীজনে নারী নিয়ে করিবে সংসার।
সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম হয় সর্ব্বসার।
চরিটি আশ্রম হয় এই ধরা পরে।
গৃহ ধর্ম সর্ব শ্রেষ্ঠ জানিও অন্তরে।।
গৃহ ধর্ম রক্ষা করি সত্য কথায় কয়।
বানপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন।
তার দরশনে হয় তীর্থ দরশন।।
নিজে আমি সেই ধর্ম করেছি পালন।
ইহা দ্বারা করিয়েছি ভক্তের শিক্ষণ।।
ঐশ্বর্য্য আবরণে মাধুর্য্য রাখিবে।
অন্তরঙ্গ ভক্তসনে আনন্দ পাইবে।।
তুমিও সেই ধর্ম রক্ষা অবশ্য করিবে।
তার মাঝে নাম ধর্ম প্রচার হইবে।।
সৃষ্টি তত্ত্বের যে মর্ম সবাকে জানাবে।
অকালেতে কার পুত্র কভু না মরিবে।।
আমার বাসনা তাই শুন বাছাধন।
বিবাহ করিতে হ'বে এই সে কারণ।।
শুনিয়ে পিতার বাণী নীরবে থাকিল।
পাত্রী দেখিবার লাগি মনস্থ করিল।।
সাতবেড়ে গ্রামে হয় রামকৃষ্ণ নাম।
উদিত হ'লেন প্রভু গিয়ে সেই ধাম।।
নেহারিয়ে রামকৃষ্ণ মানিল বিস্ময়।
নয়ন জলেতে তার বক্ষঃ ভেসে যায়।।
বসিতে আসন দিয়ে পদ ধৌত করে।
স্বকরুণ ভাষে কত সবিনয় করে।।
এহেন অমূল্য পদ ভিখারীর দ্বারে।
বসিতে আসন আমি দিব কোথাকারে।।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ কোথা বা রাখিব।
ভক্তি শূণ্য দেহ মম কি দিয়ে পূজিব।।
এই ভাবে স্তুতি বাণী বলেন বিস্তর।
সতত ক'রেছে তার আঁখি দর দর।।
নিজগুণে কৃপা করি কৈলে পদার্পণ।
কিছু নাই কি করিব শ্রীপদে অর্পণ।।
কি দিয়ে পূজিব ওই চরণ রাতুল।
শূন্য হৃদি কাননেতে নাহি ভক্তি ফুল।।
না আছে তুলসী দল না আছে চন্দন।
কি দিয়ে কমল পদ করিব বন্দন।।
এত দয়া কেন এই অধীনের প্রতি।
কিবা হেতু আগমন হইল সম্প্রতি।।
ঠাকুর বলেন তবে শুন হে এখন।
কন্যা দেখিবার তরে মম আগমন।।

তোমার গৃহেতে নাকি এক কন্যা হয়।
দেখিতে এসেছি কন্যা জান সুনিশ্চয়।।
মম পুত্র গুরুচাঁদে বিয়ে দিতে হ'বে।
পাত্রি দেখিবার তরে এনু তাই ভেবে।।
এভাবে হইতেছে কথোপকথোন।
ওদিকেতে হইতেছে পাক আয়োজন।
এবে শুন সত্যভামা দেবীর চরিত্র।
সরল স্বভাব হয় অতীব পবিত্র।
মহামায়া জন্মিয়েছে রামকৃষ্ণ ঘরে।
কন্যরূপে আছে কেহ চিনিতে না পারে।।
সমান বয়সী যত আছে কন্যাগণ।
খেলা ছলে বলে কত মধুর বচন।।
আয় লো ভগিনী মোরা খেলি পূজা পূজা।
যাহাতে সন্তুষ্ট হ'বে দেবী দশভূজা।
কাত্যায়িনী ব্রত করে সে সাবিত্রী সতী
শক্তি বলে বাঁচাইয়া ছিল মৃত পতি।।
কায়মন প্রাণে মোরা মায়েরে পূজিব।
মনমত স্বামী মোরা অবশ্য পাইব।।
এইভাবে খেলা করে বালিকার সনে।
একদিন সত্যভামা দেখিল স্বপনে।।
অপরূপ লাবণ্যময়ী এক নারী এসে।
সত্যভামার দেহেতে যেন গেল মিশে।।
সে হইতে অঙ্গজ্যোতি বাড়িতে লাগিল।
নেহারিয়ে রামকৃষ্ণ চিন্তিত হইল।।
কার করে এই কন্যা অর্পণ করিব।
মনমত পাত্র পেয়ে বাসনা পুরাব।
ঠাকুরে হেরিয়া তাহা ভাবে মনে মনে।
আজ মম শুভদিন হ'ল এতদিনে।।
আহার অন্তে মহাপ্রভু বসিয়ে আসনে।
বলে আমি কন্যা দেখে যাইব এখনে।।
আর কতদিন মাতা রবে তব ঘরে।
ডেকে আন মাতা এবে আমার গোচরে।।
অতঃপরে রামকৃষ্ণ কন্যাকে আনিল।
সত্যভামা ঠাকুরের পদে প্রণমিল।
প্রভু বলে কতদিন রবে হেথাকারে।
এবার চল মাগো আপনার ঘরে।।
হেনকালে প্রণমিল রামকৃষ্ণ নারী।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক বলেন শ্রীহরি।।
সত্যভামা মহানন্দে হুলুধ্বনি দিল।
তাহে মহাপ্রভু অতি আনন্দ পাইল।।
কেহ কেহ অন্য লোক সেইস্থানে ছিল।
কন্যার কর হেরী বিস্মিত হইল।।
সস্নেহেতে হরিচাঁদ কোলেতে বসায়।
আরো তাহে সর্ব্বজন বিস্মিত যে হয়।
তারা ভাবে হেন রীতি না হেরি নয়নে।
এ মেয়ের হেন জ্ঞান হইল কেমনে।।
ধন্যা বটে এই কন্যা রামকৃষ্ণ ঘরে।
অতাশ্চার্য্য কর্ম তাই এই কন্যা করে।।
সামান্য নহেত এই কভু কন্যা রত্ন।
যথায় যাইবে কন্যা পাবে বহু যত্ন।
যার যাহা মনে আসে সেই মত বলে।
হরিচাঁদ কন্যা প্রতি বলে হেন কালে।।
যাও মা গৃহেতে যাও আমি যাব ঘরে।
শুনে সত্যভামা দেবী প্রণামে ঠাকুরে।।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু বলেন বচন।
গুরুচাঁদ নাম মম আছে যে নন্দন।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই মম বলি তব ঠাঁই।
কন্যা দিয়ে তাহারে কি করিবে জামাই।।
প্রাণে যদি চায় তাকে কন্যা সমর্পিতে।
সেই কথা মম সনে কহ হৃষ্ট চিতে।।

রামকৃষ্ণ বলে আমি কি বলি এখন।
আপনার ইচ্ছা যাহা হউক পূরণ।।
ঠাকুর বলেন তবে সত্যভামা প্রতি।
গৃহেতে যাইতে হ'বে শুন মা সম্প্রতি।।
সত্যভামা বলে তুমি ত্রিজগৎ পিতা।
পরম সৌভাগ্য মম যদি হই মাতা।
তোমা হেন পুত্র যদি ডাকে মা বলিয়ে।
জনম সফল হ'বে সে ডাক শুনিয়ে।।
শুনিয়ে কন্যার বাণী সবে চমকিত।
প্রভু বলে দিন ধার্য্য করহ ত্বরিত।।
মা যাইবে নিজ বাসে আনন্দের বাণী।
সত্যই তোমার কন্যা আমার জননী।
বাক্যের স্বরূপ মর্ম্ম কেহ নহে জানে।
ভবানীকে মা মা বলি ডাকে সযতনে।।
যে জানে সে জানে অন্যে তা কি জানে।
জানে জানে জানাজানি তাই এত জানে।।
জগদ্ধাত্রী বিশ্বকত্রী তারা ত্রিনয়নী।
ভবভয় হারা মাতা কৈলাস বাসিনী।।
হৈমাবতী সনে মিশে সহস্র নয়নী।
নরাঙ্গিনী রূপে রামকৃষ্ণের নন্দিনী।।
পূর্ব্ব কথা শোধিবারে জগৎ জননী।
এইবার হ'ল গুরুচাঁদ অৰ্দ্ধাঙ্গিনী।।
কেতকী কৈশীকী মাতা দলুজ দলিনী।
নিমুণ্ডমালিনী দেবী অসুর নাশিনী।।
গিরিরাজ রামকৃষ্ণ কন্যা দাক্ষয়িণী।।
মহাশক্তিময়ী কন্যা গণেশ জননী।।
ছদ্মবেশী পদ্মনেত্রী এসে দেখা দিল।
যার যার তার তার স্বদলে মিশিল।।
পূর্ব্বাপর জানাজানি আছে মাতা পুত্রে।
এদানী মিলন হ'ল সেই পূর্ব্ব মুহূর্তে।।

বিবাহের দিন ধার্য্য করি হরিচাঁদ।
আইলেন নিজগৃহে অন্তরে আহ্লাদ।।
বিবাহের দিন চলে সহযাত্রীগণ।
এদিকে সবে আছে আনন্দে মগন।।
সঙ্গে চলে রামতনু বিশ্বাস সুমতী।
বুদ্ধে বিচক্ষণ যেন স্বয়ং বৃহস্পতি।
আরো আরো সঙ্গীগণ পরম উল্লাসে।
উপনীত হ'ল গিয়ে রামকৃষ্ণ বাসে।।
যথোচিত অভ্যর্থনা পেয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দেতে ডগমগ সবাকার মন।।
বিধিমত যথোচিত ব্যবহার কৈল।
ব্যবহারে সবে মিলি আনন্দ পাইল।।
গ্রামবাসী বহুলোক আসিয়ে তথায়।
জামাতাকে হেরে সবে সবিস্ময় কায়।।
ব্রাহ্মণ আসিয়ে তথা বসিল সভায়।
গুরুচাঁদ পানে দ্বিজ বারে বারে চায়।।
আজানুলম্বিত ভুজ চৌরাশ কপাল।
বক্ষস্থল হেরিলেন মরি কি বিশাল।
অঙ্গ চিহ্ন সেই দ্বিজ করে নিরীক্ষণ।
অঙ্গ হ'তে বাহিরায় উজ্জ্বল কিরণ।।
পঞ্চ মুক্ষ্ম পঞ্চদীর্ঘ সপ্তরক্ষ ষড়োন্বত।
হ্রস্ব গাম্ভীর্য্যযুক্ত আরো চিহ্ন যত।।
নেহারিয়ে দ্বিজবর সবিস্ময় মন।
মানুষেতে নাহি মিলে এসব লক্ষণ।।
জাতিত্ব গৌরবে মেতে প্রকাশ না করে।
বিবাহের লগ্নকাল এল তার পরে।।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিবাহ হইল।
পার্ব্বতী শঙ্কর এক আসনে বসিল।।
কৈলাসের শোভা হয় রামকৃষ্ণ ঘরে।
রামগণে সঘনেতে হুলুধ্বনি করে।।

রামকৃষ্ণ পেল যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
হইল তাহার প্রাণে পরম আহলাদ।
তার নারী পেয়ে আজ অমূল্য রতন।
সদাকাল থাকে ধনী আনন্দিত মন।।
দক্ষরাজ কন্যা দান করিবে শঙ্করে।
বলে মম হৃদে অদ্য আনন্দে না ধরে।।
তেমতি হইল আতি রামকৃষ্ণ প্রাণে।
আনন্দের অশ্রুধারা বহিছে নয়নে।।
প্রতিবেশী নারীবৃন্দ দিল হুলুধ্বনি।
তার মাঝে বলিতেছে কোন কোন ধনী।।
ওগো দিদি কিবা হেরি অপূর্ব্ব মিলন।
জামাতার রূপ যেন ভুবন মোহন।।
বড়ই সৌভাগ্যবতী এই সত্যভামা।
কোনদিন হেরি নাই এই হেন রমা।।
স্বামী সনে মিলনেতে হ'ল জ্যোতির্ময়ী।
এ মেয়ের নিকটেতে মোরা কোথা রই।।
বহু ঘরে বহু মেয়ে জন্মিয়েছে দিদি।
হেন রত্নাবতী সৃষ্টি করে কোন বিধি।।
হর গৌরী সম শোভা যেন দেখি ভাই।
এহেন মিলন দিদি কভু শুনি নাই।।
যেন কন্যা তেন বর পেল ভাগ্যগুণে।
এত বলি আলোচনা করে রামাগণে।
আলোকিত হ'বে গৃহ যে গৃহে যাইবে।
চির সুখি রবে তথা দেখিলাম ভেবে।।
মনমত স্বামী পেলে সৌভাগ্য গুণেতে।
এত বলি হুলূধ্বনি পড়ে চারিভিতে।।
স্নান করাইতে প্রাতে এল এয়োগণ।
পরিহাস ভাবে কেহ বলেছে বচন।।
গুরুচাঁদ বলে শুন যত মাতৃগণ।
হেনভাবে না করিও কভু আলাপন।।
তোমাদের পুত্র সম আমি হই ভবে।
মম সনে উপহাস কভু না সম্ভবে।।
তাহা শুনি ত্রয়োগণ লজ্জিতা হইল।
নীরবেতে যথারীতি কার্য্য সমাধিল।।
রামকৃষ্ণ নারী পাশে বলে এয়োগণ।
ভাগ্যবেশে পাইয়েছ জামাতা রতন।।
জামাতার বাক্যে মোরা বিস্মিতা হ'য়েছি।।
এ হেন রতন মণি না দেখি নয়নে।
পেয়েছ অমূল্য নিধি বড় ভাগ্যগুণে।।
এইমত কহে কথা যত এয়োগণ।
তাহাতে হইল বড় সন্তোষিত মন।
পরেতে করিল সবে ভোজের আয়োজন।
সস্নেহেতে করাইল জামাতা ভোজন।।
সঙ্গীগণ অত্যানন্দে ভোজন করিল।
সবে মিলি যাইবারে প্রস্তুত হইল।।
অলকা তিলকা দিয়ে কন্যারে সাজাল।
অপরে জামাতা সনে কন্যা পাঠাইল।।
হর গৌরী এক সঙ্গে বিদায় হইল।
রামকৃষ্ণের রমণী কাঁদিতে লাগিল।।
এতকালে ছিলি মাতা গৃহ আলো করি।
চলে গেলি মাগো করে মম শূণ্য পুরী।।
পুত্র এসে দেখে যেও মাকে যে তোমার।
আজ হ'তে মম পুরী হ'ল অন্ধকার।।
মাতাকে প্রবোধ দানি চলে স্বামী সনে।
শ্রীধামে আইল দেবী আনন্দিত মনে।।
শান্তি মাতা পুত্রবধূ যতনে লইল।
সত্যভামা কারো পানে কভু না চাহিল।।
গুরুচাঁদ বলে কেন চক্ষু মুদে রও।
সরল ভাবেতে এবে আঁখি মেলি চাও।।

গৃহলক্ষ্মী রূপে তুমি এলে এই ঘরে।
বহু লোকে আসে দেখ দেখিতে তোমারে।।
সবাকার পানে শুভ দৃষ্টি না করিলে।
অন্তরে পাইবে ব্যথা জানিও সকলে।।
এত শুনি সত্যভামা আঁখি মেলি চায়।
শান্তি মাতা মনে মনে আনন্দিতা হয়।।
পুনরায় নাহি গেল পিতার ভবনে।
শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি ভক্তি রাখে মনে।।
মতুয়াগণ যদি আসিত কখন।
সস্নেহেতে সত্যভামা করাইত ভোজন।।
কৈলাসেতে মহাবাণী পূরণ হইল।
হর গৌরী নরাকারে এসে দেখা দিল।।
প্রতিজ্ঞা পূরণ হেতু মানব আকারে।
উদিলেন হর গৌরী এই ধরা পরে।।
এ শুভ মিলন হ'ল শঙ্কর শঙ্করী।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে বল হরি হরি।।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদের লীলা সাঙ্গ ও
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের দেহে মিলন।
পয়ার।

অসীম অপার লীলা করে হরিচাঁদ।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ হ'ল পরিষদ।।
প্রেমধন বিতরিল কলিজীব হিতে।
কত খেলা খেলে প্রভু ভক্তগণ সাথে।।
বহু গ্রামে নাম ধর্ম করে বিতরণ।
লীলামৃত গ্রন্থমাঝে র'য়েছে বর্ণন।।
নামে প্রেমে মাতাইল বহু নর নারী।।
অনুক্ষণ প্রবাহিত প্রেমের লহরী।।
ভক্তসনে করে লীলা অতি মধুময়।
পূর্ববঙ্গ ভাসাইল প্রেম দরিয়ায়।।
দুঃখী পাপী তরাইল করুণা প্রকাশি।
ঘুচাইল চিত্ত সন্ধ আরো তমঃরাশি।
পাষণ্ড দলন করে নামব্রহ্ম দানে।
কর্মী জ্ঞানী ভাসাইল প্রেমের তুফানে।।
অভিমানী কুল ভেঙ্গে ডুবিল গোলায়।।
পুরুষ রমণী কেহ বাকী নাহি রয়।।
প্রেমসিন্ধু মাঝে সবে আনন্দেতে ভাসে।
বাল্য বৃদ্ধ মত্ত হ'ল হরিপ্রেম রসে।।
যোগী ন্যাসী কি সন্যাসী লইল শরণ।
কীর্তনেতে নৃত্য করে আপনি শমন।।
শ্রীধামোড়াকাঁদী হ'ল প্রেমের বাজার
প্রমত্ত হইল 'লোক হাজার হাজার।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর যবন খৃষ্টান।
হাড়ি মুচি জোলা তাঁতী মাতে অগণন।।
বারুজীবী সাহা পাল আর কর্মকার।
ওড়াকান্দি না রহিল জাতির বিচার।।
ওড়াকাঁন্দী হ'ল যেন শ্রীক্ষেত্র উৎকল।
সর্বজাতি মিলে শুধু বলে হরিবল।
সবে আসি প্রসাদান্ন এক পাত্রে সেবে।
জাতীভেদ নাহি থাকে প্রেম উৎসবে।।
ওড়াকাঁন্দী ভাসে যেন প্রেমের গোলায়।
তাহাতে ঘটিল যেন সে মহাপ্রলয়।।
বিগত চারি যুগের ভক্ত যতজন।
একসনে এসে তারা হইল মিলন।।
প্রেমের সাগরে ভেসে চলে ভক্তগণ।
কেহ কেহ প্রেমানন্দ খেলে সন্তরণ।।
কেহ রাগাত্মিকা ভক্তি করিয়ে আশ্রয়।।
হুঙ্কারিয়ে সেইজন জগৎ মাতায়।।
বীর করুণ রসেতে মেতে কোনজন।
প্রেম সরোবর মাঝে ভাসে অনুক্ষণ।।

প্রেমরসে খণ্ড হ'য়ে কোন কোন জন।
হরিচাঁদে সঁপিয়েছে জীবন যৌবন।।
জাতি বিদ্যা মোহতঞ্চ রূপ কি যৌবন।
প্রপঞ্চ কাটায় বিদ্ধ ছিল যতজন।।
কেহ কেহ সেই সব কন্টক কাটিয়ে।।
হরিচাঁদ পাদপদ্মে পড়িল লুটিয়ে।।
ভেসে গেল পঞ্চ কাটা লেগে সে তুফান।
জাতি কুল মানে আর নাহি মানে প্রাণ।।
সবে বলে আয় তোরা কে যাবি যে আয়।
হরি বলে ঝাঁপ দিব তরঙ্গ গোলায়।।
কলুপানে আর কভু ফিরিয়ে না চাব।
কলুপানে পড়িয়ে মোরা হরিকুল পাব।।
সে কুলে মিশায়ে কুল অকুলে মিশিব।
অকুলের তরীখানি অবশ্য পাইব।।
জাতি কুল মান হরি চরণে সঁপিব।
হরিকুলে দিয়ে কুল হরিধন পাব।।
এই রূপে মত্ত হ'ল পুরুষ রমণী।
ধাইয়ে চলিল তাহে প্রেম তরঙ্গিণী।।
গোপী কোপী হরিপদে লইল শরণ
তারা সবে প্রাপ্ত হ'ল অনর্পিত ধন।।
অহৈতুকী প্রেমভক্তি লভিয়ে তাহারা।
হরিপ্রেম সুধা রসে হ'ল মাতোয়ারা।।
জীবন যৌবন হরি নয়নের মণি।
সর্ব্বস্ব রতন হরি হৃদয়ের মণি।
প্রেমসিন্ধু মহানন্দে ডুবে কেহ কেহ।
অন্তরে বাহিরে বহে প্রেমের প্রবাহ।।
এইভাবে কত খেলা খেলে ভক্তসনে।
একদিন হরিচাঁদ ভাবে মনে মনে।।
আর কতকাল আমি এ খেলা খেলিব।
গুরুচাঁদ দিয়ে ভার বিদায় লইব।।
এইভাবে কিছুদিন গত যে হইল।
প্রবল ভাবেতে বন্যা উথলে উঠিল।।
যথা যায় তথা হয় নাম সংকীর্ত্তন।
অনুরাগ ভরে কেহ বলেছে বচন।।
ভব ভয়হারি এল কেন ভাবি মিছে।
একেকালে সমনের ভয় গেল ঘুচে।।
এসেছে দয়াল হরি দিতে প্রেমধন।
কি করিতে পারে আর সে কাল শমন।।
চারি যুগে শমনের যে দখল ছিল।
হরি এসে সেই ঘাট নিষ্কর করিল।।
ভবপারে যেতে ভাই আর শঙ্কা নাই।
বদন ভরিয়ে সবে হরি বল ভাই।।
শমনে ত্বরাতে এল প্রাণ হরিধন।
কীর্ত্তনে শমন এসে করেছে নর্ত্তন।।
হয় নাই হবে নারে হেন অবতার।
প্রাণ ভরে কর সবে নাম ব্রহ্মসার।
যেই নাম সেই হরি ভজ নিষ্ঠা করি।
নামে সহিত আছে আপনি শ্রীহরি।।
হরিনাম বিনে ভবে আর গতি নাই।
কায়মন প্রাণে সবে হরি বল ভাই।।
নামের তুলনা দিতে না পারে অনন্ত।
যেই নাম দিবা নিশি জপে উমাকান্ত।।
এই নাম বিতরিল চৈতন্য গোঁসাই।
নাম দিয়ে উদ্ধারিল জগাই মাধাই।।
চৈতন্য চরিতামৃতে প্রমাণ রয়েছে।
নিজ মুখ শ্রীচৈতন্য আপনি ব'লেছে।।

(শ্লোক)

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা।।

পয়ার।

এ দানীতে আইলেন আপনি শ্রীহরি।
পার ঘাটে বেঁধে রাখে হরি নাম তরী।।
আপনি নাবিক সেজে করে ভব পার।
এহেন দয়াল ভবে কেবা আছে আর।।
গোলোকে গোপন ছিল মধুমাখা নাম।
এ জগতে আনিলেন হরি গুণধাম।
রাধা কৃষ্ণ উভনাঙ্গ করিয়ে মন্থন।
নামোৎপত্তি করিলেন প্রাণ হরিধন।।
নাম হ'তে উপজিল প্রেমের তরঙ্গ।
জীবের লাগিয়ে প্রভু করে হেন রঙ্গ।
সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরি নাম দ্বি অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর।।
প্রহলাদ নারদ ব্যাস কিবা শুকমুনি।
যেই নাম জপিতেন দিবস রজনী।।
তথাপিও প্রেমধন প্রাপ্ত নাহি হয়।
তাই পেলে কলিজীবে প্রভুর কৃপায়।।
যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী ন্যাসী কি সন্ন্যাসী।
তাহারাও এই নাম জপে দিবানিশি।।
তথাপিও প্রেমধন প্রাপ্ত না হইল।
সেই মহাপদ হরি জীবে বিলাইল।।
রাধা উজ্জ্বল রস নাম চিন্তামণি।
নামের সনেতে মেখে হরি গুণমণি।
অহৈতুকি প্রেম সুধা নামেতে মিশায়ে।
ধন্য এই কলিকালে দিলেন বিলা'য়ে।।
জীব ভাগ্যে হেন দিন ঘটিবে না আর।
কৃপা করি এসেছেন ভব কর্ণধার।।
নিবে না পারের কড়ি করুণা নিদান।
বিনা মূল্যে পার করে করি কৃপা দান।
হরি নাম বিনা ভবে আর গতি নাই।।
নাম সুপ্রসন্ন হ'লে আহলাদিনী পাই।।
বিশুদ্ধ পীরিতি ব্যাখ্যা বাক্য নাহি আর।
পূণ্যকে না দেয় স্থান পাপ কোন ছার।।
হরিনামে প্রেম প্রাপ্ত সাধুদের বাণী।
প্রেমরূপা রাধা আহলাদিনী ঠাকুরাণী।।
ব্রহ্মত্ব সাযুজ্য মুক্তি ভক্তে নাহি চায়।
মুক্তিকে করিয়ে তুচ্ছ হরিধন পায়।।
কৃপা করি আনিয়েছে নামের তরণী।
বোঝাই করিয়ে তাহে প্রেম স্কার্শমণি।।
ভক্তি রত্ন স্তরে স্তরে সাজান র'য়েছে।
সেই ধন পেয়ে সবে প্রেমত্ত হয়েছে।।
সব ত্যজে মধুপানে হ'য়েছে মাতাল।
অনুরাগ ভরে সবে বলে হরিবল।।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ করি হরি পদে।
জীবন জুড়ায় সবে হরি প্রেমাস্বাদে।।
গোলাক বদন মৃত্যুঞ্জয় দশরথ।
হীরামন শ্রীলোচন শ্রীরাম ভরত।।
মহেশ বেপারী আর অক্রুর বিশ্বাস।
হরিচাঁদ বিনে নাহে অন্য অভিলাষ।।
হরিধন প্রাপ্ত হ'য়ে আনন্দ বাড়িল।
জাতি কুল মান তারা সকলি ছাড়িল।।
মহানন্দ শ্রীতারক প্রেমের দুলাল।
কাঙ্গালের ধন পেয়ে সাজিল বেহাল।।
ইত্যাদি অনেক ভক্ত নাম লব কত।
যাদের মহিমা গুণ বর্ণনা অতীত।।

ব্রজের মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন।
প্রেমরস খনি তারা পেল সর্ব্বজন।
দেবের দুর্লভ এই মধুমাখা নাম।
বিতরিল হরিধন এসে ধরাধাম।।
যাগ যজ্ঞ হোম ব্রত সব পরিহরি।
হরি নাম প্রেমধনে হ'ল অধিকারী।
এক দেহে চারি অঙ্গ হইয়ে মিলন।
এইভাবে সাজিলেন ভক্ত প্রাণ ধন।।
যশমন্ত সূত হরি সর্ব্ব অধিকারী।
অপরূপ লীলা খেলা বর্ণিত না পারি।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ আর শ্রীনিবাস।
এক দেহে চারি মূর্ত্তি হ'ল সুপ্রকাশ।।
যে যুগলের যেই ভক্ত সেই রূপ দেখে।
অবিরত ভাসে সবে হরি প্রেম সুখে।।
রাম রূপ হেরিলেন বালা হীরামন।
সে হইতে করিলেন আত্ম সমর্পণ।।
হরিরূপ সিন্ধু মাঝে সাঁতার খেলায়।
বেদবিধি পারে সবি হরি গুণ গায়।
সে রূপের আভা মাত্র দেখে মৃত্যুঞ্জয়।
হ'য়েছিল শুভদিন তার ভাগ্যোদয়।।
দ্বিভুজ মুরারী ধারী দেখে শ্রীগোলোক।
গোলোকের ধন পেয়ে অন্তরে পুলক।।
জয় হরিবল বলে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
যাহার মহিমা গুণ জলধি অপার।।
লোচন গোস্বামী সদা হেরে বিশ্বরূপ।
মদন মোহন মূর্ত্তি দেখিল স্বরূপ।।
তীর্থমণী বালা হেরে গিরিধারী লাল।
ভবানী দেখিল সেই নন্দের দুলাল।
তারাইলবাসী এক বিধবা রমণী।।
স্বয়ং জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখে সেই ধনী।।

ব্রজনাথ বিশ্বনাথ নাটুয়া রাখাল।
ঠাকুরের সনে তারা চরাত গো-পাল।।
তারা দেখে যেন সেই নন্দের কানাই।
তাহারা বলিত রে রাখাল রাজা ভাই।।
শ্রী গৌরাঙ্গ রূপ হেরে ঈশ্বর অধিকারী।
নদীয়াতে ছিল যিনি শ্রীঈশ্বর পুরী।।
যে দিনেতে হরিচাঁদে নয়নে হেরিল।
শিষ্যসহ সে হইতে মতুয়া হইল।।
মহানন্দ জানে সেই পূর্ণানন্দ হরি।
আনন্দ হেরিল রূপ চতুর্ভূর্জ ধারি।।
বংশী মহাভাগ স্বয়ং বলিয়া।
অনুক্ষণ থাকে তার ভাবোন্মত্ত হিয়া।।
শ্রীবংশী গাইন সদা করে ব্রহ্মজ্ঞান।
তার নারী বলে হরি স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্বময় হেরিতেন তারক রসনা।
অন্য কোনরূপ যিনি নয়নে হেরেনা।।
যাহার মস্তকে থাকে প্রাণ হরিধন।
বহুস্থানে আছে তার পূর্ণ নিদর্শন।।
কবির খোলায় কেহ করে দরশন।
অপরূপ রূপখানী রেশম বরণ।।
বিস্তারি লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।
সংক্ষেপেতে লিখি যা'তে পুঁথি না বাড়ায়।।
কবিরাজপুর কিম্বা ঢাকার সহরে।
ভাগ্যগুণে কেহ কেহ সেইরূপ হেরে।।
তারকের মাথে রহে পুতুল প্রমাণ।
কেহ দেখে স্কন্ধপরে হরি অধিষ্ঠান।।
আপনি ঈশান সেই শ্রীতারকচাঁদ।।
বীণাপাণী সদাকাল বসি রসনায়।
তারকের মুখে সদা ভারতী যোগায়।।

জানকী বলেন হরি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
কাশীশ্বরী বলে হরি ত্রিজগৎ স্বামী।।
ভক্তিসূতে হরিধনে রাখিল বাঁধিয়া।
হরিচাঁন ডাকিতেন তাকে মা বলিয়া।।
নিজ হাতে হরিচাঁদে করাত আহার।
হৃদিমাঝে প্রবাহিত বাৎসল্লের ধার।।
পুত্র ভাবে কভু ভাবে ক্ষণে ভাবে ব্রহ্ম।
অন্তরে জাগিত সদা মর্ম্মান্তিক মর্ম্ম।।
বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি জানে সর্বসার।
হরিচাঁদ বিনে কিছু না জানিত আর।।
যে যেমন সে তেমন করে দরশন।
সর্বময় হরি বলে জানিত বদন।।
শয়নে স্বপনে কিম্বা মলমূত্র ত্যাগে।
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম যার মুখে জাগে।।
শ্রীশঙ্কর বালা হেরে শ্যাম নটবর।
পঞ্চ পাণ্ডব হয় তার পঞ্চ কুমার।।
শ্রীগুরু চরণ বালা রাউৎ খামার।
তিনি জানে হরিচাংদ সংসারে সার।।
স্বয়ং স্বরূপ বলে শ্রীঅক্রুর জানে।।
রুদ্র অবতার বলি কহে হীরামনে।।
বৈরাগী শ্রীবৃন্দাবন বলে দর্পহারী।
এসেছে ক্ষীরোদ হতে নর দেহ ধরি।।
শ্রীরাম সুন্দর বলে অগতির গতি।
গোলকের নাথ এবে হ'ল শান্তিসতী।।
শ্রীবংশী বদন বলি ভাবে কোন জন।
কেহ বলে হরিচাঁদ শচীর নন্দন।
শ্রীহরি লীলামৃতে লিখেছে রসনা।
এবারের লীলা খেলা নাহিক তুলনা।।
ভাসাইল প্রেম রসে পুরুষ রমণী।
সকলেই জপে হরি নাম চিন্তামনি।।

হাতে কাম মুখে নাম করে আনন্দেতে।
কাহারো বা প্রেমবারি ঝরে নয়নেতে।।
একদা বসিয়ে হরি ভক্তগণ সনে।
ধীরে ধীরে বলিছে মধুর বচনে।।
কত খেলা খেলিলাম তোমাদের লয়ে।
আর কত দিন রব খেলায়ে মাতিয়ে।।
প্রাণপাখী যেন মোর চ'লে যেতে চায়।
এবে মোরে সবে মিলি দাও হে বিদায়।।
সকলে থাকিও সদা ঈশ্বর ভাবিয়ে।
এখনে আমাকে সবে দেহ ত ছাড়িয়ে।।
এত শুনি ভক্তগণ আকুল পরাণে।
বিলাপ ক'রেছে সবে স্বজন নয়নে।।
কেমনে বিদায় দিব হে নয়ন মনি।
তোমা বিনে এ জীবনে আর নহে জানি।
জীবন সর্বস্ব্য তুমি হৃদয় রতন।
তোমা বিনে কেমনেতে রাখিব জীবন।।
তোমা বিনে আমাদের জীবন বিফল।
আমা সবে সাথে করি রও হে দয়াল।।
কেমনে রহিব মোরা তোমা অদর্শনে।
তুমি বিনে বল প্রভু কি কাজ জীবনে।।
তোমা হেন গুণনিধি কোথা গিয়ে পাব।
কাহার চরণ ছায়াতলে মোরা রব।।
কে ঘুচাবে মন ব্যাথা কারে বা জানাব।।
মুখপানে চেয়ে কেবা ঘুচাবে অভাব।।
এই মত ভাবে কাঁদে যত ভক্তগণ।
প্রভু বলে শুনে সবে প্রবোধ বচন।।
আমার অব্যর্থ বাণী যেন সবিশেষ।
গুরুচাঁদ দেহে আমি করিনু প্রবেশ।।
আমা সম গুরুচাঁদে ভেব সর্বজন।
গুরুচাঁদ হ'তে দূরে যাইবে বেদন।।

শোক না করিও আর শুন ভক্তগণ।
গুরুচাঁদে ভিন্ন্যভেদ ভেব না কখন।।
তোমাদিগে ছেড়ে আমি যাবা না কখন।
তোমাদের পাশে আমি রব সর্ব্বক্ষণ।।
গুরুচাঁদ হ'তে পূর্ণ হ'বে অভিলাষ।
তোমরা আসিও সবে গুরুচাঁদ পাশ।।
মানুষে মানুষ মেশা এই অবতারে।
এই আমি প্রবেশিনু তাহার শরীরে।।
এক্ষণেতে বাহিরেতে যাও সর্ব্বজন।
অন্যথা না ভেব সবে আমার বচন।।
এত শুনি ভক্তগণ বাহিরেতে গলে।
শান্তিমাতা কেঁদে কেঁদে প্রভুকে বলিল।।
একাকিনী কেমনেতে রাখিব জীবন।
সঙ্গে করি লহ মোরে এই আকিঞ্চন।
প্রভু বলে কিছুকাল থাক তুমি হেথা।
তুমি গেলে গুরুচাঁদ পাবে বড় ব্যথা।
কিছুকালে পরে তুমি করিও প্রস্থান।
আমার এ বাণী তুমি না করিও আন।।
তি-পু-আবির্ভাব হ'বে পুনরায়।
হরিনাম ধ্বনি যেন হবে সর্ব্বময়।।
সেই কালে মম সনে হইও মিলন।
এত বলি আঁখি মুদে প্রাণ হরিধন।।
সুনির্ম্মল এক জ্যোতি বাহির হইল।
গুরুচাঁদ অঙ্গে গিয়ে সে জ্যোতি মিশিল।।
বর্ণনা অতীত লীলা বোঝে সাধ্য কার।
গুরুচাঁদ হ'ল এবে ব্রহ্ম পরাৎপর।।
হরিহর পূর্ণ মূর্ত্তি হ'ল সেই কালে।
সমুদিত পূর্ণ চাঁদ অঙ্গে অঙ্গে মিলে।।
দ্বাদশ রুদ্রের আদি একে গুরুচাঁদ।
তাহাতে মিলন হ'ল হরিচাঁদ।।
চাঁদে চাঁদে সম্মিলন হ'ল পূর্ণচাঁদ।
অন্তরঙ্গ ভক্তপ্রাণে না ব'ল বিষাদ।।
গুরুচাঁদে ভাবে সদা হরিচাঁদে জ্ঞানে।
ভবাধি বান্ধব বলে গুরুচাঁদে জানে।
কিছুদিন সঙ্গোপনে থাকিবে ভাবিয়ে।
ঐশ্বর্য্যের মাঝে আপনি লুকিয়ে।।
বাহিরঙ্গ ভক্তগণ না জানে কারণ।
ঐশ্বর্য্যের মাঝ্যে রাখে মাধুর্য্য গোপন।
সবে ভাবে কি হইবে ভাবিয়ে না পাই।
কি করিব বল গিয়ে গুরুচাঁদ ঠাঁই।
আর কি আনন্দ পাব পূর্ব্বের মতন।
হেনভাব কেহ কেহ ক'রেছে পোষণ।।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে আসিয়ে শ্রীধাম।
হরিচাঁদে স্মরি তারা করে হরিনাম।
শান্তিমাতা তাহা শুনি করে গালাগালি।
সবে বেটা কাঁদে শুধু হরি হরি বলি।।
আমার বাবার পানে ফিরিয়ে না চায়।।
কেন মিছামিছি সবে করে হায় হায়।।
এদেরে শালারা কেন কর হৈ হৈ।
ভবাধি বান্ধব যেবা সে তোদের কই।।
সেই কথা অনেকই বুঝিতে পারে না।
উন্মাদিনী বলে কথা কেহত বুঝে না।
সবে ভাবে শান্তি মাতা হ'ল পাগলিনী।
তাই তিনি বলে সদা এ প্রলাপ বাণী।।
এই ভাবে ম'তোগণে আসে আর যায়।
শান্তিমার মনভাব বুঝিয়ে না পায়।
অনাথের নাথ সেই হরি গুণাধার।
গুরুচাঁদ রূপে আছে সাক্ষাতে সবার।
সে কথা না জানিয়ে কেন শোক করে।
তাহে বড় ব্যথা জাগে মায়ের অন্তরে।।

উন্মাদিনী ভেবে কেহ গ্রাহ্য করে নাই।
শুধু তারা হরিবলে কেঁদে ছাড়ে নাই।
শুনিয়ে মায়ের বাণী কেহ কষ্ট পায়।
কেহ ভাবে কি হইবে আসিয়ে হেথায়।।
এই ভাবে কিছু দিন অতীত হইল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীমৎ তারক চাঁদের সঙ্গে
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের বাদানুবাদ।
পয়ার।

হরিচাঁদ লীলা সাঙ্গ হ'ল যে সময়।
সে হইতে মতোগণ কাঁদিয়ে বেড়ায়।।
শোকের অনল যেন দ্বিগুণ উথলে।
অনুক্ষণ ভাসে তারা দু'নয়নের জলে।।
মনদুঃখে অন্তরেতে বাড়ে হাঁ হুতাশ।
হরিচাঁদ বলে ছাড়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।।
বিরহ অনলে সদা দহে তনু মন।
কোনক্রমে সেই দাহ না হয় বারণ।।
হরিচাঁদ রূপ চিন্তা দিবানিশি জাগে।
আকুল হইয়া কাঁদে বিচ্ছেদ বিরাগে।।
বাড়িছে দ্বিগুণ বহ্নি কহন না যায়।
বলে মম হৃদিনিধি লুকালে কোথায়।।
অন্তরঙ্গ সনে যদি হয় দরশন।
দ্বিগুণ ভাবেতে যেন বাড়ে হুতাশন।।
অন্তরে না ধরে কভু বিরহ অনল।
মরম বেদনা শুদ হ'তেছে প্রবল।।
তারকচাঁদের প্রাণে দুঃসহ যাতনা।।
কোনভাবে মন প্রাণ প্রবোধ মানেনা।
নাই সেই হুহুঙ্কার নাই সেই রোল।
তা হেরিয়ে প্রাণ মন হয় উতরোল।।

গৃহবাসে আছি কিসে ওহে দয়াময়।
তোমা বিনে হইতেছি আমি নিরাশ্রয়।
যে হ'তে চন্দ্রপ্রশ্ন তব করি দরশন।
মনৌদস্য কায়াকৃশ হইল তখন।
সর্বহারা মাতোয়ারা ওই রূপ রসে।
মনাগ্নি প্রবল হ'য়ে মরমে পরশে।
ভবভাব ভস্ম অঙ্গে ক'রেছি ধারণ।
বারবাগ্নি মম জ্বলে নহে নিবারণ।।
ইচ্ছালজ্জা দুই নারী আর সেই নিছনী।
বিবাদ করেছে সদা ও তিন সতিনী।
নিবৃত্তি ভগিনী এসে তাদের লইল।
স্নেহমাতা সে বিষাদে মোরে ছেড়ে গেল।
তার বিবেক বিবর্ত পুত্র যে উদিল।
জ্ঞান নামে এক পুত্র প্রাণ যে ত্যজিল।।
ছিল ঘরে পূর্ণ আর সুকৃতি দু'জন।
মুখালঙ্কার কুলাম্বরে ছিল আচ্ছাদন।
সাধন ভজন ছিল মুকুট শিরেতে।
দাসী করে দিনু ভক্তি বন্যার পদেতে।
তোমার বিশুদ্ধ প্রেম নব অনুরাগে।
আশ্রয় যে দিয়েছিলে প্রেম অনুরাগে।
তোমার বিশুদ্ধ প্রেম রসেতে ভাসিয়ে।
সব গেল একা মাত্র র'য়েছি বসিয়ে।।
তথাচ না পাই তোমা ওহে দয়াময়।
দীনহীন তারকের দাও পদাশ্রয়।।
এইমত মহাভাবে তারক রসনা।
অনুক্ষণ হৃদে তার অসহ্য যাতনা।।
হাঁ হতাশে তারকের দিন গত হয়।
অনুক্ষণ ভাসমান নয়ন ধারায়।।
একদা হইল বায়না কবিরাজ পুরে।
দোহারের সনে চলে গান গাহিবারে।।

বিপক্ষ গাইন সনে পাল্লা চলিতেছে।
বহুলোক সে আসরে গান শুনিতেছে
গান চলিতেছে তথা অতীব মধুর।
বিপক্ষের সরকার অতীব চতুর।।
মধু লোভে মৌচাকে আঘাত দিতেছে।
মধু খেয়ে তার প্রাণে আনন্দ পেতেছে।।
মনমুগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ হইল সবার।
সে আসরে ছিল এক সরল কুমার।।
মদনের পুত্র সেই কাঙ্গালী নামেতে।
গান শুনিতেছে বসি পিতার কোলেতে।।
হেনকালে দেখে এক অপরূপ মূর্তি।
তারকচাঁদের শিরে হেরে বারে স্ফূর্ত্তি।।
মুষ্টি পরিমাণ মূর্তি ঝলমল করে
তা দেখিয়ে সে বালক জিজ্ঞাসে পিতারে।।
বলে বাবা হের ওই মূর্ত্তি যে সুন্দর।
কেবা বল ধন্য বটে ওই সরকার।।
কাহার মুরতিখানি রাখে নিজ শিরে।
সোনার পুতুল সম ঝিকিমিকি করে।।
কিবা মনোহর মূর্ত্তি অপূর্ব সুন্দর।
দেখ পিতা স্বচক্ষেতে দেখ একবার।।
তার পিতা দেখিতে না পারে সেই রূপ।
পুত্রে কহে কটু বাণী ভেবে অন্যরূপ।।
বলে চুপ করে থাক গান শোন এবে।
এমন মধুর গান নাছিল না হ'বে।।
কাঙ্গালী ব'লেছে পিতা কি শুনিব গান।
কোথা পেল সরকার এই মূর্ত্তিখান।।
তার পিতা বলে তুমি চুপ করে থাক।
কি বলেন সরকার চেয়ে চেয়ে দেখ।
নহে তুমি বাড়ী যাও গো করিওনা।
কোথা কি দেখ তুমি আমিত দেখি না।।
ক্ষণকাল চুপ ক'রে থাকে সে বালক।
মূর্ত্তি হেরে হয় তার হৃদয় পুলক।।
পুনঃবলে বাবা তুমি দেখ একবার।
আহা কি মূর্ত্তিখানি অতি মনোহর।।
পুনঃ বলে তার পিতা মুস্কিল ঘটালি।
এমন ভাবের গান শুনিতে না দিলি
যাহা গৃহেতে চলে হেথা কাজ নাই
বারে বারে বলেছিস ধানাই পানাই।।
এইভাবে প্রায় নিশি গত হ'য়ে গেল।
মন দুঃখে সে কাঙ্গালী গৃহেতে চলিল।।
সেই মূর্ত্তিখানি তার অন্তরে লেগেছে।।
গরু বাঁধিবারে চলে বালক তখন।
রসরাজ সনে হয় পথে দরশন।।
বালক বলেছে তুমি শুন সরকার।
তোমার মস্তকে মূর্ত্তিখানি ছিল কার।।
কেন রাখ সেই মূর্ত্তি গানের সময়।
এখন বা কেন নাহি রেখেছ মাথায়।।
কৃপা করি একবার বল দেখি মোরে।
যে মূর্ত্তি দেখিনু আমি গানের আসরে।।
কিবা দিয়ে গড়িয়েছ মূর্ত্তি সে সুন্দর।
ঝলমল করে মূর্ত্তি অতি মনোহর।।
মুষ্টি পরিমাণ মূর্ত্তি সোনার বরণ।
মস্তকেতে রাখ তুমি বল কি কারণ।।
শ্রবণে তারকচাঁদ বিস্মিত হইল।
তখনেতে সে বালক কোলে বসাইল।।
বলে বাবা ধন্য তুমি মহা ভাগ্যবান।
ভাগ্যগুণে নেহারিলে সেই মূর্ত্তিখান।।
আমি ত জানিনা বাপ সেই সমাচার।
আমার সস্তকে মূর্ত্তি খানি ছিল কার।।

আমি তাঁকে কোন দিন দেখি নাই চোখে।
এত বলি আঁখি নীর পড়িতেছে বুকে।।
তোর ভাগ্যফলে বাপ তুই যে দেখিলি।
সেই কথা বলি মোরে ধন্য যে করিলি।।
বড় অভাজন আমি এই ধরাপরে।
নাহি জানি ছিল কিনা অধমের শিরে।।
কাঙ্গালী ব'লেছে তুমি পরম মহান।
তাই তব শিরে শোভা হেন মূর্ত্তিখান।।
পরিষ্কারভাবে হেরি সেই মূর্ত্তিখানি।
এবে কেন মম ঠাঁই বল হেন বাণী।।
রসরাজ বলে ধন্য ধন্য তোমা বলি।
রসরাজ নিল শিরে কাঙ্গালীর ধূলি।।
কেঁদে কেঁদে সে কাঙ্গালী পল পদতলে।
পদধূলি নেয় আর ভাসে আঁখিজলে।।
পথিমধ্যে হেনভাবে দুজনার হয়।
দুইজন ভাসে যেন তরঙ্গ গোলায়।।
পরে দোহে সেই স্থান ত্যাজিল ত্বরায়।।
গমন অন্তে শ্রীতারক হইল বিদায়।।
সেই হতে মন প্রাণ করে উচাটন।
মনে ভাবে কি ঘটিল অদ্ভুত ঘটন।।
কিছুদিন পরে যাত্রা করে হরি বলে।
কেন যেন প্রাণ মাঝে আনন্দ উথলে।।
মনে জাগে হরিচাঁদে যেন দেখি দেখি।
উড্ডু উড্ডু করিতেছে যেন প্রাণ পাখী।।
শ্রীধামেতে উপনীত হইল যখনে।
হেরীলেন গুরুচাঁদ রয়েছে আসনে।
অত্যানন্দ ভরে পদে প্রমাণ করিল।
ক্রোধভরে গুরুচাঁদ গালাগালি দিল।।
কেন তুই হেথা এলি ওরে দুষ্টমতি।
বুঝিতে না পারি আমি কিবা তোর গতি।।
নিশ্চিত থাকিতে বুঝি আমাকে দিবিনা।
এই বুঝি হ'ল তোর প্রাণের বাসনা।।
তোর যে ঠাকুর ছিল এখানেতে নাই।
কেন তুই এলি হেথা যা-না অন্য ঠাঁই।।
আর নহে পুনরায় পাবি দরশন।
কেন তুই মম ঠাঁই এলি অকারণ।।
শোন দুষ্টমতি তুই কাড়ারের ছেলে।
এখনও বসিয়ে হেথা রলি কিবা ব'লে।।
এথা আর নাই সেই ভকত বৎসল।
হৃদিমাঝে কে জ্বালিবে প্রেমের আলয়।।
কারে দরশন করি জুড়াইবে হৃদয়।
যেথায় গিয়েছে হরি চলে যা সেথায়।।
কে ঘুচাবে মতোদের অন্তরের ব্যথা
গিয়েছে বিদায় নিয়ে আর নাই হেথা।
কা'র মুখে শুনিবি সে অমিয় বচন।
কে করিবে বল সেই অমৃত বর্ষণ।।
আর কি বাড়িবে সেই প্রেমের তরঙ্গ।
কা'র হিল্লোলেতে তোরা জুড়াইবে অঙ্গ।।
মা'তোদিগে কে ভাসাবে প্রেমের গোলায়
কে ডুবাবে সবাকারে প্রেম দরিয়ায়।।
এই ভাবে গুরুচাঁদ কেহ কটু বাণী।
তারকের প্রাণে বহে প্রেম তরঙ্গিণী।।
তারক বলেছে যাহা বলেছ মধুর।
কোন খানে যায় নাহি আমার ঠাকুর।।
প্রেম বন্যা ক্রমে আরো বাড়িয়া চলিবে।
নাম অস্ত্রে আরো কত পাষণ্ড দলিবে।।
অগণিত ভক্ত এসে আনন্দ পাইবে।
কেহ বা ডুবিয়ে রবে হরি প্রেমার্ণবে।।
উড়িবে এ পূর্ববঙ্গে নামের নিশান।
নামেতে মাতিবে এসে আপনি ঈশান।।

পুনরায় উথলিবে প্রেমের তরঙ্গ।
সমন ত্রাসিত হ'বে হেরে সেই রঙ্গ।।
এ লীলার বহু বাকী হ'তে সমাধান।
তোমা হ'তে প্রেম সুধা হ'বে বরিষণ।।
তব রূপে নর নারী মোহিত হইবে।
তার সপ্রমাণ আমি পাইলাম এবে।।
তোমা হ'তে এই দেশ পুনঃ ধন্য হ'বে।
তব প্রেমে দেবগণ আনন্দ লভিবে।।
এত শুনি গুরুচাঁদ গর্জ্জিয়ে উঠিল।
অকথ্য ভাবেতে কত গালাগালি দিল।।
তারক ব'লেছে ভাল শুনিনু শ্রবণে।
হেনভাবে গালি নাহি দাও কোনদিনে।।
এযাবৎ ভাই বলি কর সম্বোধন।
আজ দেখি গালি দাও পিতার মতন।।
গুরুচাঁদ বলে তুই বড়ই দুর্ম্মতি।
তারক ব'লেছে তুমি অগতির গতি।।
গুরুচাঁদ বলে হেথা নাই যে ঠাকুর।
তারক বলেছে তুই হও সুচতুর।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি অপমান হবি।
তারক ব'লেছে তাই মনে মনে ভাবি।।
গুরুচাঁদ বলে তুই কাড়ারের ছেলে।
তারক বলেছে তুমি জাতিশ্বর বলে।
গুরুচাঁদ বলে তুই না বলিস বাণী।
তারক বলেছে তব দেহে গুনমণি।।
লীলা সাঙ্গ কালে তিনি ব'লেছে বচন।
তব দেহে হ'ল হরিচাঁদের মিলন।।
তাই তুমি বিশ্বপিতা সবাকার ঠাঁই।
গুরুচাঁদ বলে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি নাই।।
তারক বলেছে পূর্ব্বে দেখ ভ্রাতৃভাবে।
আজ কেন পিতা সম গালি দাও এবে।।

তব বাক্যে সপ্রমাণ পাইনু তাহার।
তব দেহে আজ মম ব্রহ্ম পরাৎপর।।
গুরুচাঁদ বলে তুই শুনেছিস কোথা।
তারক বলেছে বর্ত্তমান দেখি হেথা।।
নিজেই প্রকাশ কর নিজের বচনে।
নতুবা এ গালাগালি মোরে দিবে কেনে।।
আমার ঠাকুর যেথা আসিয়াছি সেথা।
আমার ঠাকুর নহে গিছে আর কোথা।।
আজ হ'তে তব নাম হরি গুরুচাঁদ।
চাঁদ চাঁদে মিলনেতে হ'ল পূর্ণ চাঁদ।।
ঠাকুরের স্বীয় ধর্ম্ম করিতে পালন।
তুমি হও এ জগতে ভকত রঞ্জন।।
তব ঠাঁই কত লোক পাইবে সৌজন্য।
তোমা হ'তে কলিজীব হইবে যে ধন্য।।
তোমাকে হেরিয়ে সবে আনন্দ পাইবে।
মকরন্দ পানে সবে বিমুগ্ধ হইবে।।
কর্ম্ম পাশ কাটে যাবে তব করুণায়।
তোমার মহিমা গুণ গাহিবে সবায়।
প্রেম সাগরের মাঝে বাড়িবে তরঙ্গ।
ভাসমান হ'বে যত ভক্ত অন্তরঙ্গ।।
বিজয় নিশান হস্তে মতুয়া সকল।
প্রেমতরে উচ্চৈঃস্বরে বলে হরিবোল।।
জয়ডঙ্কা শিঙ্গা ঝাঁজ কতই বাজিবে।
প্রেমেতে উন্নত্ত হ'য়ে শ্রীধামে আসিবে।।
দেবনরে একসনে করিবে কীর্ত্তন।
প্রেমে মত্ত হ'বে যত নর নারীগণ।।
সর্ব্বজীবে পাবে শান্তি তোমার সদন।
দুঃখী তাপী সবাকার জুড়াবে জীবন।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে পাইবে আনন্দ।
দ্বারে দ্বারে বিলাইবে প্রেম মরকন্দ।।

মহামেলা হ'বে এই ওড়াকাঁন্দি ধামে।
ছত্রিশ জাতিতে মত্ত হ'বে হরিনামে।।
জাতিভেদ না থাকিবে তব রূপ হেরে।
ওপদে লোটাবে সবে ভেসে আঁখিনীরে।।
তার অভিসার আজ হ'ল শুভক্ষণে।
যোগী ঋষি লোটাইবে তোমার চরণে।।
দ্বাদশ রুদ্রের আদি তুমি হও ভবে।
তোমার নিগুঢ় তত্ত্ব বল কে বুঝিবে।।
সুক্ষ্ম সোনাতন ধর্ম হয় সর্বসার।
তুমি তাহা পূর্ণ ভাবে করিবে প্রচার।।
তোমার এ মাহাত্ম্য কভু গোপন না রবে।
গ্রন্থাকারে বহু ভক্তে প্রকাশ করিবে।।
ঐশ্বর্য্য আবরণে মাধুর্য্য গোপন।
তাই তুমি করিতেছ সে ধর্ম রক্ষণ।।
এই ভাবে বহু কথা শ্রীতারক কয়।
বিরুদ্ধে বলেছে গুরুচাঁদ দয়াময়।।
কেন তুমি এত কথা বলহে তারক।
তারক ব'লেছে তুমি ভব নিস্তারক।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি বলিও না আর।
শ্রীতারক বলে তুমি হও সর্বসার।।
গুরুচাঁদ বলেন তুমি এবে কর চুপ।
তারক বলেন তুমি স্বয়ং স্বরূপ।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি একথা বলনা।
শ্রীতারক বলে তুমি বড়ই ছলনা।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি বড়ই বেড়েছ।
তারক বলেন সেত তুমিই ক'রেছ।।
গুরুচাঁদ বলে কেন এত বল তুমি।
তারক ব'লেন তুমি হও অন্তর্যামী।।
গুরুচাঁদ বলে ইহা কভু যোগ্য নয়।
তারক ব'লেন তুমি হও সর্বময়।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি থাকহে নীরব
তারক বলেন সব তোমাতে সম্ভব।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি বড় বেয়াদব।
তারক বলেন তুমি ভবাধি বান্ধব।।
গুরুচাঁদ বলে নাহি বল হেন কথা।
তারক বলে তুমি সর্ব সিদ্ধি দাতা।।
গুরুচাঁদ বলে ইহা সম্পূর্ণ অযোগ্য।
তারক বলেছে তুমি এনেছ সৌভাগ্য।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি কেন বল এত ভুল।
তারক বলেন তুমি হও সর্বমূল
গুরুচাঁদ বলে তুমি হও সাবধান।
তারক বলে তুমি সবাকার প্রাণ।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি অতি মূঢ়মতি।
তারক বলে তুমি অগতির গতি।।
গুরুচাঁদ বলে কেন কহ এত কথা।
তারক বলেন তুমি ত্রিজগৎ পিতা।।
গুরুচাঁদ বলেন তুমি বড় সুচতুর।
তারক বলেন তুমি প্রাণের ঠাকুর।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি চিননা আমায়।
তারক বলেন ভবে কার সাধ্য হয়।।
গুরুচাঁদ বলেন নাহি জান মূল সূত্র।
তারক বলেন জীব হইবে পবিত্র।।
অন্তরে মাধুর্য্য তব বাহিরে ঐশ্বর্য্য।
কা'র সাধ্য আছে বল করিতে নির্দ্ধার্য্য।।
এই ভাবে হ'ল কত অমৃত বর্ষণ।
গোপনেতে গুরুচাঁদ আনন্দিত মন।।
হরিগুরুচাঁদ নাম তারক রখিল।
ভক্তগণে সেই নামে দীক্ষিত হইল।।
পিতৃধর্ম্মে দিয়ে মন প্রভু গুরুচাঁদ।
কৃপা করি বাড়াইল নিজ পরিষদ।।

শ্রীবিধু-চৌধুরী হ'ল নিত্য পরিষদ।
গুরুচাঁদ পাশে পায় পরম অহলাদ।।
গুরুচাঁদে মন সঁপি অনেক মাতিল।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে আনন্দ পাইল।।
যাতায়াত করে সবে ওড়াকাঁন্দি ধাম।
আসিতে যাইতে পথে করে হরিনাম।।
শ্রীহরিচাঁদের ভক্ত যারা যারা ছিল।
পুনঃ যেন সবে তারা হরিধন পেল।।
অশেষ গুণের নিধি প্রভু গুরুচাঁদ।
কৃপা করি ঘুচাইল ভক্তের বিষাদ।।
ক্রমে ক্রমে বহুজন মতুয়া হইল।
ঠাকুরের নাম ধর্ম্ম করে বিতরণ।।
মানবের ভাগ্যাকাশ নির্মল হইল।
সন্দেহ মেঘের ঘটা সব দূরে গেল।।
মতুয়ারগণ ক্রমে আনন্দ পাইল।
হরি-গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

আত্ম বলিদান।

পয়ার।

নির্জ্জনে বসিয়া সদা ভাবে গুরুচাঁদ
কেমনে পালিব এই ভক্ত পরিষদ।
ভক্তগৃহে পিতা মম করিত ভ্রমণ।
ভক্তগৃহে প্রেমানন্দে থাকিত মগন।।
কেমনে করিব আমি স্বধর্ম রক্ষণ।
এইভাবে থাকে সদা সুচিন্তিত মন।।
মনোকথা কারো ঠাই প্রকাশ না করে।
শুধু মাত্র চিন্তা করে আপন অন্তরে।।
এইভাবে চিন্তা যেন বাড়ে গুরুতর।
ক্রমে ক্রমে দেহে যেন হ'ল চিন্তাজ্বর।।
জ্বরের জ্বালায় আর নাহি পায় স্থির।
ক্রমেই দুর্ব্বল যেন হইল শরীর।।
বড়ই চিন্তিত তাহে অতিরিক্ত হয়।
সুস্থ না হইতে পারে জ্বরের জ্বালায়।।
সংবাদ পাইয়া এল সে গিরি কীর্ত্তনে।
জ্বর দেখি সুচিন্তিত হইলেন মনে।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি শুন মম দাদা।
বুঝি মম মরণের না হইবে বাধা।।
এই জ্বরে হ'বে বুঝি জীবন সংশয়।
কোনক্রমে এই জ্বর আরোগ্য না হয়।।
দিন দিন হ'ল মম ক্ষীণ কলেবর।
ক্রমেই বৃদ্ধি হ'তেছে মম দেহে জ্বর।।
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ ভাবিয়ে না পাই।
বুঝি মম মরণের আর বাধা নাই।।
জ্বরের জ্বালায় প্রাণ হ'তেছে অস্থির।
মরিব নিশ্চয় তাই মনে করি স্থির।।
বারে বারে এই কথা বলে গুরুচাঁদ।
তাহাতে গিরির প্রাণে বাড়িল বিষাদ।
গিরি বলে শুক্ল দাদা শোনরে বচন।
এ গিরি থাকিতে তোর হ'বে না মরণ।।
কোন যমে নিবে তোরে এ গিরি থাকিতে।
নিশ্চয় জানিস তোরে নাহি দিব যেতে।।
যদি আসে যাব আমি শমনের সনে।
মরিতে নারিবে তুই গিরি বর্তমানে।
তোর পরিবর্তে আমি নিজে চলে যাব।
কোন ক্রমে তোরে আমি মরিতে না দিব।।
গুরুচাঁদ বলে ইহা সম্ভব কি হয়।
একের পরিবর্ত সে অন্য জনে নয়।।
সম্ভব কি অসম্ভব তাহা নহে জানি।
তুই গেলে বহু দুঃখ পাবে বহু প্রাণী।।

জগতের মূল তুই সবার আরাধ্য।
ত্বরাতে পতিত জীবে আর কার সাধ্য।।
গুরুচাঁদ বলে তোরে নিবে কি শমনে।
তোর মৃত্যু হ'বে কেন আমার মরণে।।
গিরি বলে দেখে নিস্ হয় কি না হয়।
নিশ্চয় যাইব তোরে রাখিয়ে ধরায়।।
গুরুচাঁদ বলে আমি ম'লে কিবা ক্ষতি।
গিরি বলে কে ত্বরাবে এ পতিত জাতি।।
প্রভু তোঁকে রেখে গেছে পতিত ত্বারিতে।
তুই গেলে এরা সবে বাঁচিবে কি মতে।।
পতিত পাবন তুই এ বিশ্ব ধরায়।
তুই গেলে কার সাধ্য আবাদ করায়।।
ধরাধামে হোস্ তুই সবার জীবন।
সর্বলোকে জানে তুই জগৎ রঞ্জন।।
তুই গেলে বহু ক্ষতি হবে সবাকার।
আমি মৈলে কোন ক্ষতি না হইবে কার।
এই হেতু তোরে আমি যাইতে না দিব।
তোরে রেখে ওড়াকাঁন্দি আমি চলে যাব।।
গুরুচাঁদ বলে ইহা অদ্ভূত যে হয়।
গিরি বলে মম বাক্য কভু মিথ্যা নয়।।
বহু কর্ম আছে তোর করিতে সাধন।
তুই গেলে সবে পাবে অন্তরে বেদন।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি না বল এমন।
গিরি বলে অলঙ্ঘনীয় আমার বচন।।
বহু কর্ম সাধিবারে হ'বে যে তোমার।
তুমি বিনে করিতে নারিবে কেহ আর।।
এ জাতীয় আবর্জ্জনা যত কিছু রয়।
পরিষ্কার না করিয়ে যাইবে কোথায়।।
ভক্তগণ সবে চেয়ে আছে তোর পানে।
তেগিয়ে ফেলিবে বল যাইবে কেমনে।।
দেব নরে তব পদে লইবে আশ্রয়।
যোগী ঋষি কত আসি লোটাইবে পায়।।
গুরুচাঁদ বলে ইহা হবে নারে ভাই।
গিরী বলে যাব ল'য়ে তোর এ বালাই।
জানিতে পারিব তুই তিন দিন পরে।
গিরি যাবে তোরে রেখে এই ধরা পরে।।
এত বলি গুরুচাঁদ করি আলিঙ্গন।
গুরুচাঁদে স্বরি করে গৃহেতে গমন।।
তিন দিন পরে মহা যাত্রা যে করিল।
গুরুচাঁদ শুনে বড় ব্যথিত হইল।।
এ কারণ বুঝি মোর দেহে নাই জ্বর।
ওরে গিরি কি দেখালি অদ্ভূত ব্যাপার।।
আমাকে রাখিয়ে তুই লইলি বিদায়।
হেন কর্ম কেহ কভু পারেনি ধরায়।।
এ হেন দরদী বল কবে কার হয়।
মহাঋণে বন্দি তুই করিলি আমায়।
হেন আত্মবলিদান না দেখিনা শুনি।
জগতে রহিল তোর অদ্ভূত কাহিনী।।
পূর্ব্বে জন্মে তুই মোর কে ছিলিরে ভাই।
তোমা সম বান্ধব যে আর কেহ নাই।
এই ভাবে গুরুচাঁদ করেন বিলাপ।
গিরী লাগী অন্তরেতে বাড়ে অনুতাপ।।
এবে শুনক পূর্ব্বে কেবা ছিল গিরীধর।
সংক্ষেপেতে সেই কথা করিব প্রচার।।
ক্ষীরোদে বসিয় যবে সংকল্প হইল।
সেই দিনে মনে মনে নারদ ভাবিল।।

প্রভু যাবে অবনীতে দিতে পেমধন।
ধন্য হ'বে কলিকালে নরনারীগণ।
আমিও লভিব জন্ম মানব আকারে।
ভক্তগণে রব আমি প্রেমানন্দ ভরে।।
প্রভুর লীলা মাধুরী করিব দর্শন।
পারি যদি ভজিবারে প্রভুর চরণ।।
সেই দিন মনে মনে সংকল্প করিব।
পরে এসে নদীয়াতে জনম লভিল।।
শ্রীবাস নামেতে জন্ম ব্রাহ্মণের কুলে।
শ্রী গৌরাঙ্গ সনে সদা রহে কুতুহলে।।
যার আঙ্গিনায় গোরা করিত কীর্তন।
কতই না হ'ত তাহে প্রেম প্রস্রবণ।।
তরঙ্গ উঠিত বেড়ে মটকা ফুড়িয়ে।
কতই আনন্দ পেল গোরাকে পাইয়ে।।
পরে যাবে শেষ লীলা করিবার তরে।
ক্ষীরোদের চাঁদ এল প্রেম বিলাবারে।
গালব গান্ধর্ব হয় গোলক কীর্ত্তনে।
বড়ই প্রতিভা ছিল রামায়ণ গানে।।
শ্রীবাস লইল জন্ম তাহার ঘরেতে।
সখ্য ভাব ছিল গুরুচাঁদের সহিতে।।
গিরীধর নাম ধারি সেইত শ্রীবাস।
গুরুচাঁদ পদে হয় অকাট্য বিশ্বাস।
অধিক্ষণ ওড়াকাঁদী করে যাতায়াত।
হরিচাঁদে জানিতেন অনাথের নাথ।।
লীলার প্রসঙ্গে এল নরদেরই ধরি।
প্রেমভরে অনুক্ষণ বলে হরি হরি।।
বড়ই সুখ্যাতি রেখে হইল বিদায়।
হেন আত্মদানী ভক্ত কয়জন হয়।।
গুরুচাঁদ রেখে গিরী শান্তিধামে গেল।
সেই গিরী প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের সংসার ধর্ম পালন

পয়ার।

অপরেতে গুরুচাঁদ হ'ল সুস্থ মন।
সযতনে পিতৃ ধর্ম করেন পালন।
পবিত্র ভাবেতে থাকি করে স্বীয় ধর্ম্ম।
কর্তব্য হিসাবে করে সংসারের কর্ম।।
অকারণ কোন কর্ম করে না কখন।
ঐশ্বর্য্যের মাঝে রাখে মাধুর্য্য গোপন।।
প্রাণ দিয়ে রক্ষা করি বিষয় পশার।
নিখুঁত ভাবেতে সদা চালায় সংসার।।
তেজারতি মহাজনী করেন সকল।
স্বকর্তব্য রক্ষা সদা করেন কেবল।।
রন্ধন গৃহেতে গিয়ে না করে ভোজন।
অন্য নারী মুখ কভু না করে দর্শন।।
বাহা কথা আলোচনা না করেন মুখে।
স্বীয় কর্ম্ম সদাকাল করে মনে সুখে।।
মাতা সভ্যভামা দেবী সদাই সন্তুষ্টা।
প্রতি সুখে সুখি থাকে হ'য়ে ইষ্টনিষ্ঠা।
গুরুচাঁদ পাদপদ্ম অন্তরে চিন্তন।
পতিই পরম গুরু ভাবে অনুক্ষণ।।
গৃহ কর্ম করে মাতা হইয়ে নিপুন।
মহাদেবী মহামায়া স্বগুণে নিগুণা।।
সরল স্বভাব ভদ্রা সুহাস্য বদনী।
অনুক্ষণ হ'ন মাতা সুমিষ্ট ভাষিণী।।
ভক্তগণে পুত্রসম করে দরশন।
নিজ হাতে ভক্তগণে করান ভোজন।।
কোন কোন ভক্তা থাকে মায়ের স্বকাশে।
সদাই সন্তুষ্টা রাখে সুমধুর ভাষে।।

অন্তঃপুরে থেকে কর্ম করে নিজ মনে।
আপন বলিয়ে কর্ম্ম করে অনুক্ষণে।।
মায়ের নিকট থেকে শুনে হরি কথা।
তাহাতে প্রকাশ হয় কত সরলতা।।
ভক্তগণে এসে যবে করেন কীর্ত্তন।
অন্তরালে থেকে মাতা করেন শ্রবণ।
মুখ তুলে কথা নাহি বলে কার সনে।
পতিপদ চিন্তা করে আপনার মনে।।
বাৎসল্য রসেতে পূর্ণ হয় মাতৃদেহে।
তাহাতে হইত মুগ্ধ মাতয়ারা কেহ
জগৎ জননী এল সত্যভামা রূপে।
নরাঙ্গিণী রূপে থাকে ভক্তের সমীপে।।
বাজে কথা কভু নাহি করিত প্রকাশ।
চন্দ্রধারে যেন সদা থাকে মৃদু ভাষ।।
পতির অনুগা হ'য়ে রয়ে চিরদিন।
অনুক্ষণ থাকে মাতা পতির অধীন।।
গুরুচাঁদ সনে করে স্বধর্ম রক্ষণ।
পতি সহবাস নাহি করে অকারণ।।
নিকটে থাকিয়ে দেবী যেন দূরে রয়।
গুরুচাঁদ সেই ভাবে থাকিত সদায়।।
অকারণ নারী স্পর্শ না করে কখন।
তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে দোহাকার মন।।
ঋতুরক্ষা একদিন করে শুদ্ধাচারে।
তাহাতেই পুত্র মুখ দরশন করে।
বিন্দুপাৎ নাহি করে কভু অকারণ।
পবিত্র হইয়ে রাখে পিতৃদত্তা ধন।।
পঞ্চদিন ঋতু রক্ষা করে দয়াময়।
তাহাতেই পঞ্চজন সন্তান জন্মায়।।
তা ব্যতিত ঘুনাক্ষরে না করে রমন।
সংসারী হইয়া যত্নে রাখে পিতৃধন।।

সূক্ষ্ম সোনাতন ধর্ম পালে সযতনে।
ষড়ৈশ্বর্য্য বর্তাইল আপনার গুণে।
ঐশ্বর্য্য বীর্য যশ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য।
যেজন জানিবে তার বড়ই সৌভাগ্য।।
সংসারী সংসার বৈরী সন্তুষ্ট সংসারে।
এ নীতির তুল্য দিতে নাহি ধরাপরে।।
সর্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে থাকে সাবধান।
সব কর্ম ভিতরেতে প্রফুল্লিত প্রাণ।।
সূক্ষ্ম সোনাতন ধর্ম পালিয়ে যতনে।
সেই নীতি শিক্ষা যেন সব ভক্তগণে।।
পিতৃধন সমতুল্য আর কিছু নাই।
যে ধরে উপরেতে ক্ষীরোদের সায়ী।।
হেন ধন অকারণ যে করে স্খলন।
তার সম কেহ নাই ভবে অভাজন।।
যথাকালে ক্ষেত্রে বীজ করিল বপন।
তাহাতে হইতে পারে শস্য উৎপাদন।।
নিত্য নিত্য কেহ নাহি ক্ষেত্রে বীজ বোনে।
নারী ক্ষেত্রে ব্রহ্মবীজ ধ্বংস করে কেনে।।
এ হেন পরম তত্ত্ব জানাবারে তরে।
কৈলাসের নাথ এল এই ধরাপারে।।
সূক্ষ্মতত্ত্ব জানাইতে কলিজীবগণে।
আপনি করিয়ে কর্ম্ম শিখায় যতনে।।
যেইজন হেন ধর্ম্ম পালে সযতনে।
গুরুচাঁদ তারে ভালবাসে নিজ মনে।
যেই জন পিতৃধন রাখে যত্ন করি।
সেই জন প্রাপ্ত হয় হরিপদ তরী।।
একটি সুপুত্র যদি বংশেতে জন্মায়।
সেই জন নারী ঋণ মুক্ত হ'য়ে যায়।।
পুত্র না জন্মায়ে তবু নারী ঋণ মুক্ত।
এ দানীতে আছে হেন অনুরাগী ভক্ত।।

পুত্রস্নেহ করে দান প্রভু গুরুচাঁদে।
বাৎসল্যের ধারা বহে সে ধনীর হৃদে।।
কখনে বা পুত্রভাবে ক্ষণে ভাবে ব্রহ্ম।।
অন্তরে পোষণ করে মর্ম্মান্তিক মর্ম।
এ বড় মধুর ভাব তুলনা অতীত।
বেদের বিধানে নাহি মিলে হেন রীতি।।
মায়ামুগ্ধ থাকে যত কলির মানব।
সাধ ক'রে টেনে আনে নরক রৌরব।।
মীন সব ভ্রম সদা সংসার সাগরে।
কর্মদোষে শুধুমাত্র ঘুরে ফিরে মরে।।
জঞ্জাল জ্বালাতে বন্দি রহে চিরকাল।
পাশ এটে দেয় সদা সে ভীষণ কাল।।
স্বজ্ঞানী মকর যারা সাধু বলি তারে।
ভক্তি করাত খানি থাকে তার শিরে।।
মায়াজ্বাল কেটে যায় বন্দি নাহি রয়।
পুনঃ আর নাহি ডুবে ভবের গোলায়।।
তাহাদের সঙ্গ নিলে সব ঘুচে যায়।
জনমের মত সেত জঞ্জাল এড়ায়।।
কর্মের মাঝেতে থেকে বদ্ধ নাহি হয়।
সব সমর্পিত তার শ্রীগুরুর পায়।।
ফলাফল এড়াইয়া শুধু কর্ম্ম করে।
তার ঠাঁই নাহি আসে শমন কিঙ্করে।।
অনাসক্ত ভাবে করে সংসারের কর্ম্ম।
তার ভাগ্যক্রমে ঘটে নিষ্ফলের মর্ম।।
কর্মহেতু ভৃত্য রাখে কত মহাজন।
ভৃত্যের করয় কর্ম বলিয়ে আপন।।
মহাজনের কর্ম করি জানে সে মনে।
তথাপিও কর্ম করে করে আপনার জেনে।।
ফলাফল প্রাপ্ত হয় সেই মহাজন।
ভৃত্যের সে শুভাশুভ না থাকে কখন।।
কর্মশেষে নিয়ে বেতনের টাকা।
পুনঃ আর তার সনে নাহি হয় দেখা।।
ভৃত্যের স্বভাব একে দেখ মনে ভেবে।
সে নিল বেতনের টাকা তুমি কিবা নেবে।।
মহাজনের সবই ত ফেলে যেতে হ'বে।
ধন জন পুত্র কন্যা সব পড়ে রবে।।
আপন আপন ব'লে ভাবিয়েছ যারে।
যাবার বেলায় কেহ সঙ্গে যাবে নারে।।
একেলা এসেছ তুমি একলাই যাবে।
কে তোমার চিরবন্ধু দেখ মনে ভেবে।।
চির আপন তোমার তারে কর পর।
পরকে আপন ভেবে কি হ'ল তোমার।।
আপনার বাসা ভেঙ্গে বাঁধ পারো ঘর।
নিজে নাহি রাখ কভু নিজের খবর।।
অনিত্য সম্পদ পেয়ে ভুলিয়েছ মূল।
নিত্য বস্তু ত্যাগ করি নিয়ে থাক ভুল।।
এ ভুল ভাঙ্গিয়ে যদি চাহ মন প্রাণে।
সকল সপিয়ে দাও মূল মহাজনে।।
যার করুণাতে তুমি মায়ের জঠরে।
নির্বিঘ্নেতে ছিলে তথা ঘোর অন্ধকারে।।
আহার বাতাস দিয়ে কে রাখে জীবন।
কা'র করুণায় তুমি এলে এ ভূবন।
বয়ঃবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেছ সব।
আর নাহি পড়ে মনে কোথায় সে বান্ধব।।
ভবলীলা সাঙ্গ করি যাইবে যখন।
কে তোমার সাথী বল হইবে তখন।।
এখন সময় যাহা আছে গো তোমার।
একবার বান্ধবের লহ সমাচার।।
তাহার সংসার কর মনে রেখ তাই।
একেবারে ঘুচে যাবে ভবের বালাই।

তার সংসারেতে তুমি কর্ম্মি মাত্র হও।
ফলাফল তার পদে সব সপে দাও।।
তার হ'য়ে কর শুধু তাহার সংসার।
তবে হবে ঈশ্বরীয় কর্ম্ম যে তোমার।।
গুরুর চরণ তরী একমাত্র সার।
গুরুসম এ জগতে বন্ধু নাই আর।।
তাহার প্রমাণ এবে শুন সর্ব্বজন।
শ্রীধামেতে এসেছিলে বহু ভক্তগণ।।
সবে মিলি বসিয়াছে ঠাকুরের ঠাঁই।
হরিকথা কহে আনন্দের সীমা নাই।।
তার মাঝে গুরুচাঁদ জিজ্ঞাসে সবাকে।
তোমরা কি ভালবাস সবাই আমাকে।।
সবে বলে তুমি বিনে কেহ নাই আর।
পুত্র কন্যা হ'তে তুমি আপন সবার।।
তাহ'লে আর কাহাকে ভাল যে বাসিব।
তোমা সম এ জগতে কারে আর পাব।
সবচেয়ে ভালবাসি তোমা প্রভু মোরা।
তোমা সম বন্ধু কেহ না দেখি আমরা।।
তুমি অপতির পতি হও সর্ব্বসার।
ভালবাসার পাত্র প্রভু কোথা পাব আর।।
গুরুচাঁদ বলে সব হ'তে ভালবাস।
তাই বুঝি সবে মিলি ওড়াকাঁন্দী আস।।
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি সবাকার পাশে।
সবচেয়ে ভালবাস মনেও তা আসে।
পুত্র কন্যা পরিবার হ'তে শ্রেষ্ঠ হই।
রমণী যে এ কথা স্বীকার করে কই।।
জানিলাম তোমাদের আমি সর্ব্বসার।
রমণী রহে বিরুদ্ধে তোমা সবাকার।।
সবচেয়ে মোরে ভাল বাসে না কখন।
সেই হেতু কোন কথা বলেনা এখন।।
সবে বলে এই কথা উচিত না হয়।
কারে বেশী ভালবাসে বলুক সভায়।।
ঠাকুর বলেন তুমি শুনহে রমণী।
কেন তব মুখে বাপু নাহি কোন বাণী।
শুনেছ ত সবে ভাল বাসে যে আমারে।
আমার সমান কেহ নাহি এ সংসারে।
পুত্র কন্যা তুচ্ছ হয় আমার স্বকাশে।
সে সব হইতে সবে মোরে ভালবাসে।।
তুমি বুঝি মোরে ভাল বাসনা তেমন।
মোর চেয়ে কারে ভালবাস বাছাধন।।
রমণী ব'লেছে তাহা পারিনা বাসিতে।
মোর ঠাঁই সর্বশ্রেষ্ঠ না পারি বলিতে।।
গুরুচাঁদ সবাকার মন জানিবারে।
গালাগালি করিলেন ভক্ত রমণীরে।।
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তোর কোন বাবা হয়।
সেই কথা প্রকাশিয়ে বলনা আমায়।।
এ সংসারে আমি হই সবাকার মূল।
সেই কথা বলে এরা ভাবিয়ে নির্ভুল।।
তুমি কেন এ কথা কর না স্বীকার।
আমা হ'তে কেবা শ্রেষ্ঠ আছয় তোমায়।
রমণী বলেছে তোমা শ্রীতারক চাঁদ।
সর্ব্বস্ব্য রতন তিনি হৃদয়ের চাঁদ।।
সর্ব্ব অগ্রে পূজনীয় হয় সে আমার।
তারকের সমভবে কেহ নাই আর।।
তারে রেখে অন্যে ভাল বাসিতে না জানি।
শ্রীতারক চাঁদ মম হৃদয়ের মণি।।
জীবন যৌবন মম জাতি কুলমান।
সেই পদে করিয়েছি সব সম্প্রদান।।
সে বিহনে কেহ নাই ভাল বাসিবারে।
তারে ছেড়ে কেমনে ভাল বাসিব তোমারে।।

শ্রীতারক চাঁদ মম সর্ব্বস্ব রতন।
সে চরণ বিনে মোর নাহি অন্য ধন।।
শুনিয়ে এ হেন বাণী গুরুচাঁদ বলে।
ধন্য তুমি ধন্য বাপ এই মহী তলে।।
গুরু ছেড়ে যেই জন গোবিন্দকে ভজে।
অবশ্যই সেই পাপী নরকেতে মজে।।
হরি নিদয় হইলে গুরু তারে রাখে।
গুরু নিদয় যাহার পড়িবে বিপাকে।।
তাহারে রাখিতে নারে আপনি শ্রীহরি।
গুরুই ত্বরাতে পারে এই ভব বারি।।
বড়ই সন্তুষ্ট হৈনু তোমার উপর।
এ জগতে গুরুপদ হয় সর্ব্বসার।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না করে যেজন।
মম প্রিয় পাত্র সেই যেন সর্ব্বক্ষণ।।
অন্য সব মতুয়ারা নির্ব্বাক হইল।
রমণীর ঠাঁই তারা সবাই ঠকিল।।
হেন ভাবে শিক্ষা দেন সদা ভক্তগণে।
সর্বদা রাখিও মতি গুরুর চরণে।।
নরকে পাতিল সেতু নিজ দয়া গুণে।
পাতকী উদ্ধার হ'বে শুধু ভক্তি গুণে।।
বহুত প্রমাণ তার র'য়েছে প্রকাশ।
একভক্ত আসে সদা গুরুচাঁদ পাশ।
তার ভ্রাতা দস্যু বৃত্তি করে অনুক্ষণ।
নরহত্যা করি ধন করে যে লুণ্ঠন।।
বড়ই বেদনা পায় ভ্রাতার কারণ।
কত নিন্দা করে লোকে না যায় বর্ণন।।
একদা জানায় এসে গুরুচাঁদ ঠাঁই।
দস্যুবৃত্তি করে প্রভু আমার সে ভাই।।
লোক নিন্দা আমি আর পারিনা সহিতে।
কি করি উপায় প্রভু পারিনা বুঝিতে।।
গুরুচাঁদ বলে তারে সঙ্গে কি এনেছ?
যদি এনে থাক তবে ভালই ক'রেছ।।
নিয়ে এসে মম ঠাঁই দেখিব তাহারে।
মম বাণী শুনে কিনা বুঝাবো এবারে।।
এত শুনি ডেকে আনে ভ্রাতারে তখন।
গুরুচাঁদ প্রণমিল ভক্তিযুক্ত মন।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি শুন যাদুমনি।
হরিনাম কর তুমি দিবস যামিনী।।
দস্যুবৃত্তি নাশ হ'বে আনন্দ বাড়িবে।
এককালে চোর নামে দূরেতে যাইবে।।
শুনি গুরুচাঁদ বাণী প্রতিজ্ঞা করিল।
সে হইতে দস্যুবৃত্তির সব দূরে গেল।।
আর নাহি চুরি করে হরিনাম লয়।
ভ্রাতার স্বভাব দেখি বড় শান্তি পায়।
তথাপিও লোকে তাহা বিশ্বাস না করে।
কেহ কেহ সে মাধুকে নিন্দে কটু স্বরে।।
যদি তুমি সাধু হও ভ্রাতা কেন চোর।
তাহা শুনি সে মতুয়া হইল কাতর।।
কিন্তু তার ভ্রাতা আর না করে ডাকাতি।
তথাপি লোকেরা তার বলে যে কুখ্যাতি।।
পুনঃ এসে জানাইল গুরুচাঁদ ঠাঁই।
এখনও যে দস্যুবৃত্তি করে মোর ভাই।
গুরুচাঁদ বলে সেকি এসেছে এথায়।
সাধু বলে আসিয়েছে ওহে দয়াময়।।
গুরুচাঁদ বলে তারে ডেকে আন হেথা।
কেন না মানিয়ে চলে আমার সে কথা।।
এত শুনি ভাই তারে ডাকিয়ে আনিল।
গুরুচাঁদ তার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিল।।
তুমি নাকি এখনও কর সে ডাকাতি।
তব ভ্রাতা পাশে লোকে বলে সে কুখ্যাতি।।

সে ব'লেছে হেন কর্ম করিনা জীবনে।
মিছামিছি অপবাদ লোকে করে কেনে।।
আমার এ ছোট ভাই কেন তাহা মানে।
আমাকে ভেবেছে মন্দ পর বাক্য শুনে।।
যে দিনেতে তব পদে জীবন সপেছি।
সেইদিন হ'তে মন্দ কর্ম যে ত্যাজছি।।
পবিত্র স্বভাব নিয়ে চলি অনুক্ষণ।
মিছামিছি করে সবে নিন্দন ভৎর্সন।।
যে দিনে পাইনু প্রভু করুণা তোমার।
নরক হইতে আমি পেয়েছি উদ্ধার।
কুকর্মের ধার আমি ধারিনা জীবনে।
দেহ মন প্রাণ আমি সপেছি চরণে।।
অপরের কোন ক্ষতি করিনা কখন।
বিপন্নকে রক্ষা করি দিয়ে প্রাণ মন।।
অনাচার ব্যাভিচার তেজেছি সকল।
দিবানিশি বলি মুখে বোল হরিবোল।।
আর নাহি করি কভু বৃথা আড়ম্বর।
কোন দ্বিধা নাই কোন কর্মের উপর।
ভাই কেন মোর ঠাঁই জিজ্ঞাসা করেনা।
কেন মিছামিছি সেবা পেতেছে বেদনা।।
অপবিত্র নাই আমি কোনদিন হ'তে।
হয়েছে চৈতন্য জ্ঞান তোমার কৃপাতে।।
নিন্দুকে না করি নিন্দা বন্ধুসম জ্ঞানে।
পরনারী মাতৃ তুল্য তাই ভাবি মনে।।
আপনার কৃপা শুনে ভ্রমনাশ হ'লে।
মিথ্যাভাষ পরনিন্দা সব দূরে গলে।।
গুরুচাঁদ বলে আর কোন চিন্তা নাই।
একেকালে দূরে গিয়ে সকল বালাই।।
যাও বাপ শুদ্ধ চিত্তে করগে সংসার।
অকারণ না ধারিও রমণীব ধার।।
সংসারী হইয়ে হ'বে সংসার বিবাগী।
তা হ'লেই হ'তে পার আত্মস্বার্থত্যাগী।।
কেহ যদি করে নিন্দা নাই প্রতিদান।
নিন্দকেরে ভালবেস বন্ধুর সমান।।
নিন্দাকে সমান করি ধৌত কর মন।
আত্ম শুদ্ধি হবে তবে যেন বাছাধন।।
এই ভাবে ভক্তগণে শিখায় পদ্ধতি।
নিহেতু ধর্ম পন্থা এই হয় রীতি।।
পিতার সম্পদ রক্ষা কর প্রাণ পণে।
না করিও লোভ কভু অপরের ধনে।।
জ্ঞানিন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় মনিন্দ্রিয় যত।
সযতনে সবাকারে রেখ বশীভূত।।
না মানিও লোক নিন্দা কর্তব্য পালনে।
আপন কর্তব্য কর পরম যতনে।।
অপরের ছিদ্র নাহি কর অন্বেষণ।
পবিত্র রাখিও সদা দেহ তনু মন।।
তা হইলে আর কভু রবে না ভাবনা।
এককালে উপদেশ দেন গুরুচাঁদ।
যা'তে কেটে যেতে পারে এই মায়াফাঁদ।।
আরো কত করে দয়া জীবেরে চাহিয়ে।
জাতির উন্নতি দেখে মনেতে ভাবিয়ে।।
দরিদ্র জাতির মাঝে জনম নিয়েছি।
ভাল ভাবে সবাকার দুর্দশা জেনেছি।।
ঘরে নাই কোন অর্থ ক্ষেতে নাই ধান।
কেমনে বাঁচিবে বল এ জাতির প্রাণ।।
নাহি জানে বিদ্যাবুদ্ধি সকলে সমান।
কিভাবে করিব এ জাতির কল্যাণ।।
ব্যবসা বাণিজ্য এরা কিছুই না জানে।
কেমনে জাগাব প্রাণ অর্থ উপার্জ্জনে।।

এত ভাবি মনে মনে করেছে ধারণা।
বাণিজ্য বুঝিলে আর অভাব রবে না।।
এ জাতির দরিদ্রতা হ'তে পারে দূর।
সঙ্কল্প করিল তাই দয়াল ঠাকুর।।
বিশ্বাসী ভক্তকে ডেকে বলেন বচন।
মম টাকা নিয়ে কর অর্থ উপার্জন।।
বাসা করে মাল পত্র কর আমদানী।
সূক্ষ্মভাবে কর সবে সদা বিকিকিনি।।
না ঠকাও অপরেতে বল সত্য বাণী।
মনের ওজন সূক্ষ্ম রেখে হও ধনী।
শ্রীগুরুচরণ বালা রাউৎ খামারে।
বড়ই সদজ্ঞানী তিনি সবার গোচরে।।
তারে দিয়ে করাইল ঘোনা পাড়া বাসা।
তথায় থাকিয়ে তিনি করেন ব্যবসা।।
আর বাসা করিলেন ভেড়ার বাজারে।
বিশ্বাসী লোকের দ্বারা কেনা বেচা করে।।
তারাইল বাজারেতে আর বাসা কৈল।
বহুলোকে কারবারে ভর্ত্তি যে করিল।।
আড়োকাঁদী হাটে বাসা করিলেন পরে।
প্রত্যেক বাসাতে লভ্য হয় কারবারে।।
বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে অন্যগ্রন্থে।
সব টাকা বুঝি নিল কারবার অন্তে।
সবাকারে বলে গুরুচাঁদ গুণমনি।
ব্যবসা করিলে এবে সবে হবে ধ্বণী।।
গৃহে গিয়ে মূলধন দিয়ে কর বাসা।
শুদ্ধভাবে সূক্ষ্ম প্রাণে করগে ব্যবসা।
এইভাবে শিক্ষা দেন অর্থ উপার্জ্জনে।
পরে প্রভু একদিন ভাবিলেব মনে।।
এবে আমি করে দিব তরণী গঠন।
দূর দেশে গিয়ে সবে উপার্জ্জিবে ধন।।
নানা দ্রব্য ভর্ত্তি করে মোকামে যাইবে।
বিকি কিনি করি সবে ধন উপার্জ্জিবে।।
দ্বাবিংশ তরণী গঠি চালান পাঠায়।
বহুলোক দূর দেশে বাণিজ্যেতে যায়।।
সবার উপরে হয় মহেশ ব্যাপারী।
যার নাম লয় শালগ্রাম নরহরি।।
তেজারতি মহাজনী শিক্ষা দিল সবে।।
ধন উপার্জন করে আনন্দ উৎসবে।।
বহুকাল ঠাকুরের চালায় তরণী।
মধ্যে মধ্যে কোন জন তাহে হ'ল ধনী।।
প্রভু দেখিলেন এবে ব্যবসা শিখেছে।
একদিন বসাকারে ডাকিয়ে ব'লেছে।।
তোমরা সবাই এবে ব্যবসা শিখেছে।
কিসে ধন বাড়ে তাহা অনেকে জেনেছে।
এখন বুঝিয়া দাও নৌকা বা চালান।
গৃহে গিয়ে ব্যবসায় হও যত্নবান।।
এইভাবে সব ঠাঁই ধন বুঝে নিল।
বেপারীগণ সবে অর্থ বুঝে যে দিল।
গৃহে গিয়ে নানানভাবে ব্যবসা করিল।
ক্রমে কেহ কেহ বহু অর্থ জমাইল।।
রাউৎ খামার আর গ্রাম মোল্যাকাঁদী।
জোৎকুরা ঘৃতকাঁদী আর আড়কাঁদী।।
এইভাবে বহুগ্রামবাসী ভক্তগণ।
ব্যবসা করিয়ে সুখী হ'ল কোনজন।।
জমি জমা রাখে আর করে তেজারতি।
ভাগ্য গুণে কোনজন হল ধনপতি।।
একদিন গুরুচাঁদ ভাবিল অন্তরে।
আমিত বসত করি ক্ষুদ্র বাড়ী পরে।।
অগণিত ম'তোবৃন্দ করে আমগন।
ক্ষুদ্র বাড়ী পরে আর ধরে না কখন।।

বড় করিবারে হয় দেখিনু বিচারি।
নহে মতুয়ার গণ দুঃখ পায় ভারি।।
এতভাবি মাটি কেটে পরে পরিপাটী।
বহুস্থান নিয়ে শেষে বেঁধে নেয় বাটী।।
দশ বারো বিঘা জমি হ'বে অনুমান।
সুন্দর করিল বাড়ী করিল দয়াময়।
তাহাতে বিশ্রাম করে যত মতুয়ায়।।
মহানন্দে তথা বসি করয় কীর্ত্তন।
তাহাতেই মহাশান্তি পায় সর্বজন।।
স্থানে স্থানে বৃক্ষ রোপি সাজাল বাগান।;
ছায়ার বসিয়ে মতোগণে গাহে গান।।
এইভাবে হ'ল বাড়ি ঘর যে উত্তম।
তবু মনমত নাহি হইল শ্রীধাম।।
বৃক্ষ ছায়া তলে বসি মতুয়ার গণ।
কেমনেতে করিবেক রন্ধন ভোজন।।
সে কারণ ক'রে দিল রন্ধনের ঘর।
রান্না করি ভোজ করে হরিষ অন্তর।।
কোন ঠাঁই ক'রেছেন ফুলের বাগান।
তথা বসি ম'তোগণে করে নাম গান।।
গুরুচাঁদ লভিয়েছে চারিটি নন্দন।
সবাকার হয় যেন সুহাস্য বদন।।
শ্রীশশী সুধন্য আর উপেন্দ্র সুরেন্দ্র।
সকলেই হয় যেন অকলঙ্ক চন্দ্র।।
শশী বাবু সাবরেজিস্ট্রারী চাকরী করয়।
শ্রীসুধন্য গৃহে থাকে আনন্দ হৃদয়।।
উপনেন্দ্র মরিল অল্প বয়সের কালে।
শ্রীসুরেন্দ্র এ সময় পড়ে পাঠশালে।।
পরে পড়িবারে গেল ঢাকার শহরে।
সেখা থাকি দেহত্যাগ করে অতঃপরে।।
শ্রীসুধন্য ভাবে সদা পিতাকে মহান।
কখন বা গুরুচাঁদে করে ব্রহ্মজ্ঞান।।
পুত্রশোকে গুরুচাঁদ না হন কাতর।
মতোসনে থাকিতেন আনন্দ অন্তর।।
একান্ত মালিক ভেবে পিতা হরিচাঁদে।
আপন কর্তব্য কর্ম যতনেতে সাধে।
মতোগণে নাম গান যখনে করিত।
সেই স্থানে গুরুচাঁদ বসিয়া শুনিত।।
মতোগণে হরিকথা করি আলাপন।
মহানন্দে করিতেন নিশি জাগরণ।।
মনমত পেলে কা'রে মনকথা কয়।
সূক্ষ্ম সোনাতন ধর্ম রাখিতে বজায়।
বলে শুন প্রিয়তম ভজনের রীতি।
সদাকালে রেখ গুরু চরণেতে আর্ত্তি।।
পুত্র কন্যা সযতনে করিও পালন।
সর্বদা করিও সৎকথা আলাপন।।
হরি কথা বিনে না বলিও অন্য কথা।
অকারণ কা'রো প্রাণে নাহি দিও ব্যথা।।
পবিত্র স্বভাবী হ'য়ে কর জীবন যাপন।
তা হ'লে সফল হবে মানব জীবন।।
গুরুপদ কল্পতরু মূলে কর বাস।
তা হ'লে হইবে পূর্ণ সব অভিলাষ।।
আত্ম সমর্পণ করি গুরুর চরণে।
গুরুনিষ্ঠা নামে রুচি রেখ সর্বক্ষণে।।
চাহিদা রবেনা আর গুরুর নিকটে।
নিঃস্বার্থ ভাবের মর্ম পাবে অপকটে।।
এইভাবে শিক্ষা দান করে গুরুচন্দ্র।
ঘুচাইতে একেকালে সব চিত্ত সন্ধ।।
কর্ম্মবন্ধ করে নাশ হরিপ্রেম দানে।
কারো ঠাঁই কিছু নহে চাহে প্রতিদানে।।

গুরুতত্ত্ব পরমার্থ নিঃস্বার্থ যে ধন।
বড়ই দুর্লভ সেই পরম রতন।।
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষের নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া সব কর্ম ভবে হয় ভ্রষ্ট।
হেনভাবে গুরুচাঁদ পতিত ত্বারিল।
হরি-গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের করুণা বিস্তার।
পয়ার।

দয়াময় গুরুচাঁদ জীবের লাগিয়া।
স্বধর্ম শিখায় জীবে করুণা করিয়া।।
ঈশ্বরীয় কর্ম্ম হয় সবার প্রধান।
অন্য কর্ম্ম বাজে হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।।
আত্মসুখে কর্ম্ম করে তারে বলে কাম।
পরোসুখে করে কর্ম ধরে প্রেম নাম।।
পরহিতে কর্ম করা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।
কভু না চাহিবে কিছু তার বিনিময়।।
স্বার্থশূন্য মহাকর্ম্ম মহতের রীতি।
কামনা বাসনা শূন্য সে উত্তম গতি।।
গুরুসুখ লাগি যেবা সদা কর্ম করে।
সেইজন শ্রেষ্ঠ কর্মী কর্মের ভিতরে।।
গুরুবাক্য ব্রহ্মবাক্য বলিয়ে জানিবে।
ব্রহ্মের স্বরূপ বলে গুরুকে মানিবে।।
ভক্তগণে দান করে হেন তত্ত্বজ্ঞান।
যে কর্মের দ্বারা জীবে লভে আত্মজ্ঞান।।
এহেন মহান শিক্ষা পেয়ে ভক্তগণে।
সদা রাখে নিষ্ঠারতি গুরুর চরণে।।
গুরুর করুণা বলে হরিধন পায়।
শ্রীগুরু বৈমুখ হ'লে না থাকে উপায়।।
শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু সর্বশাস্ত্রে বলে।
অধম জনার বন্ধু এই ভূমন্ডলে।।
এইভাবে অনুগত হ'ল ভক্তগণ।
গুরুসনে শ্রীধামেতে গমনাগমন।।
গুরুর আদেশ মেনে চলে সর্বক্ষণ।
গুরু হয়ে শিষ্য ঠাই অমূল্য রতন।।
ঠেকিয়ে রোগের দায় আসে কতজন।
গুরুচাঁদ বাক্যে রোগ মুক্ত সেইজন।
পাঁচসিকা জরিমানা দেয় প্রভু ঠাঁই।
গুরুগুণে ঘুচে যায় সকল বালাই।।
কেহ কেহ মুক্ত হয় মুখের কথায়।
কেহ বা ব্যবস্থা নিয়ে রোগমুক্ত হয়।।
কেহ বা মানসী করে কেহ এসে দেয়।
এইভাব করে সবে রোগ মুক্তি দায়।।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই দেয় খেতে।
ভক্তিভাবে খেলে রোগ সেরে যায় তাতে।।
এ ভাবেতে বহু ব্যাধি মুক্ত হয় সবে।
ওড়াকাঁদী আসে তারা মনের উৎসবে।।
তারা বলে পাইয়াছি ভব কর্ণধার।
লাগিবেনা কবিরাজ কিম্বা সে ডাক্তার।।
গুরুচাঁদ কৃপা যোগে বহু বহু জন।
রোগ মুক্ত হয়ে দেয় মানসিক ধন।।
পালং নিবাসী এক বিধবা রমণী।
একমাত্র পুত্র তার সে বড় দুঃখিনী।।
বহু কষ্টে করে বাস সদা মন দুঃখে।
তার মুখপানে চেয়ে কেহ নাহি দেখে।।
ভিক্ষা অন্নে অধিক্ষণ জীবন ধারণ।
সাহায্য করিবে তারে নাহি হেন জন।।
পুত্রের হ'ল কলেরায় ঠেকিল যে দায়।
ডাক্তার ডাকিতে টাকা কোথাও না পায়।।

কার ঠাঁই যেন নারী শুনে সমাচার।
ওড়াকান্দি হইয়াছে স্বয়ং অবতার।।
মুখের বাক্যেতে মাত্র রোগ মুক্ত হয়।
সেখানে পৌঁছিলে আর নাহি থাকে ভয়।।
যাওয়া মাত্র ব্যাধি সারে যদি কৃপা হয়।
ওড়াকাঁদী অবতীর্ণ হেন দয়াময়।।
শুনিয়ে নারীর প্রাণ হয় উচাটন।
কেমনেতে ওড়াকাঁদী করিব গমন।।
এত ভাবি অতি কষ্টে পুত্রকে লইয়ে।
উপনীত হ'ল ধনী ওড়াকাঁদী গিয়ে।।
পুত্রকে রাখিয়ে এল আমগাছ তলা।
গুরুচাঁদ পাশে ধনী আইল একেলা।।
প্রণমিয়ে বলে ধনী কাতর বচনে।
ওগো বাবা এনু আমি তোমার সদনে।।
মোর এক পোলা হয় কলেরা হয়েছে।
তারে ল'য়ে এনু বাবা আপনার কাছে।।
কিনে পোলা হ'বে ভাল কই তাই শুনি।
বড় কষ্ট পাইতেছে মোর যাদুমণি।।
নারীর বচন শুনি বলে গুরুচাঁদ।
কোথা হ'তে এসে এই জুটিল বিপদ।।
কলেরা লইয়া দৃষ্টা এল মোর বাড়ী।
বাড়ী ঘর সবাকার যেতে হ'বে ছড়ি।।
কলেরা আইলে দেশে লোকে পায় ডর।
তাই নিয়ে আসিতেছে মম বাড়ী পর।।
তাছাড়াও দৃষ্টারে সবে দূর করে দাও।
আমার বচন শুন যদি বেঁচে রও।।
নহে সবে কলেরায় জীবন হারাবে।
দূর ক'রে দাও যদি ভাল চাও এবে।
যত তাড়া করে নারী শুনেও না শুনে।
পুনরায় বলে ধনী কাতর বচনে।।
মোর এক পোলা বাবা কলেরা হ'য়েছে।
বলে দাও বাবা সে উঠুক এবে বেঁচে।।
পুনরায় গুরুচাঁদ অতি রোষ ভরে।
চাহিয়ে নারীর পানে গালাগালি করে।।
নিকটে রয়েছে যারা কিছুই না বলে।
তাদের অন্তরে যেন আনন্দ উথলে।।
ঠাকুর বলেন তোরা কি ভাবিস মনে।
প্রাণে বুঝি ভয় নাই তোদের মরণে।।
যত বলে তত রোগ দূরেতে পালায়।
পুনরায় সেই নারী কেঁদে কেঁদে কয়।।
ঠাকুর বলেন তবে এই কর গিয়ে।
নারী বলে হেয়া আমি করুম কি লাগিয়ে।।
ঠাকুর বলেন এত ভারি দুষ্টা মেয়ে।
নারী বলে যাহা মুই আইনু শুনিয়ে।।
ঠাকুর বলেন তুই কি শুনিলি কোথা।
নারী বলে তুমি হও বিধাতার ধাতা।।
ঠাকুর বলেন ইহা কে বলেছে তোরে।
নারী বলে স্বয়ং তুমি এই ধরা পারে।।
ঠাকুর বলেন ইহা সম্ভব কি হয়।
নারী বলে বিশ্বপিতা সর্ব লোকে কয়।।
প্রভু বলে এত যদি বিশ্বাস অন্তরে।
গিয়ে দেখ তোর ছেলে উঠিয়েছে সেরে।।
নারী বলে হেই কথা কইলেই ত হয়।
ভ্যানর ভ্যানর কইরা কেন কাটাও সময়।।
প্রভুপার্শ্বে ছিল যত মতুয়াগণ।
শুনিয়ে সে বাণী সবে বিস্মিত তখন।।
কেহ কেহ চেয়ে আছে নারী মুখপানে।
কেহ চায় প্রভু পানে সজল নয়নে।।
ব'লেছে দয়াল গুরুচাঁদ গুণমণি।
নিয়ে আয় তোর ছেলে ধোয়ারে এখনি।।

ব্যস্ত হ'য়ে নারী গিয়ে করে দরশন।
তার পুত্র করে হরি নাম যে কীর্ত্তন।।
আমতলা হ'তে এসে শ্রীহরি মন্দিরে।
হরিবল বলে আর ভাসে আঁখি নীরে।।
কোথা গেল সে কলেরা তার চিহ্ন নাই।
হরি গুরুচাঁদ ব'লে ছাড়িতেছে হাই।।
স্নান করাইয়া আনে প্রভুর গোচরে।
প্রণাম করিল সেত অতি ভক্তিভরে।।
প্রভু বলে দুইদিন কিছুই না খায়।।
পান্তাভাত এনে দাও কে আছ হেথায়।।
তাহা শুনি শ্রীনেপাল পান্তাভাত এনে।
উপনীত করিলেন প্রভু সন্নিধানে।।
প্রভু বলে মাতা পুত্রে করহে ভোজন।
আমি ক'রেছিনু তোর মনের ওজন।।
তিন দিন এই বাড়ী মাতা পুত্রে থাক।
যাহা পার কাজ কর্ম তাই গিয়ে দেখ।।
দুর্বল হ'য়েছে তব ছেলের শরীর।
তিন দিন রলে হেন দেহ হ'বে স্থির।।
হেন ভাবে কৃপা করে প্রভু গুরুচাঁদ।
আপন করুণা বশে ঘুচায় বিষাদ।।
তিন দিন পেয়ে মহাপ্রভুর প্রসাদ।
মাতা পুত্রে অন্তরেতে পাইল আহ্লাদ।।
তিন দিন অন্তে প্রভু বলেন বচন।
এবে তোরা নিজ দেশে করগে গমন।।
অদ্য গিয়ে রবি তোরা পাটকেল বাড়ী।
মনোহর নামে ভক্ত আছে সেই বাড়ী।।
বলিলে আমার কতা যতনে রাখিবে।
সমাদর করি মাতা পুত্রে খেতে দিবে।।
কলা প্রাতে চলে যাস সেই জলিপাড়।
ষ্টেশনে আছে এক ব্রাহ্মণ কুমার।।
তার ঠাঁই মোর কথা বলিস সকল।
সে তোরে করিয়ে দিবে যাবার কৌশল।।
ষ্টীমারে চড়াইয়া দিবে দয়া করে।
শেষে গিয়ে নামাইবে সে মাদারীপুরে।।
তথা হ'তে চলে যাস আপন ভবন।
এবে তোরা মাতা পুত্রে করহে গমন।।
এত শুনি মাতা পুত্রে প্রণাম করিল।
পাটকেলে বাড়ী গিয়ে উদয় হইল।।
অদ্যপ্রান্ত সে বৃত্তান্ত সকল বলিল।
সমাদরে মনোহর তাদের রাখিল।।
খেতে দেয়ে সেই গৃহে করিল শয়ন।
পরদিন মাতা পুত্রে করিল গমন।।
জলির পাড়েতে গিয়ে উদয় হইল।
সব কথা ষ্টেশন মাষ্টার বলিল।।
শুনিয়ে সে মাষ্টারে বিস্মিত হইল।
কৃপাকরি ষ্টিমারে চড়াইয়া দিল।।
এইভাবে গুরুচাঁদ করুণা করিয়া।
মাতা পুত্রে দু'জনের দিল পাঠাইয়া।।
নির্ব্বিঘ্নেতে আপনার দেশেতে পৌঁছিল।
প্রতিবেশী লোকে সব বৃত্তান্ত শুনিল।
সবে বলে ওড়াকাঁদী স্বয়ং অবতার।
সবে মিলি মোরা এবে বুঝিলাম সার।।
ধন্য প্রভু গুরুচাঁদ কাঙ্গালের সখা।
মানব কুলেতে তিনি এসে দিল দেখা।।
সুখের কথায় মৃত প্রাণী প্রাণ পায়।
কেবা আছে বল ভবে হেন দয়াময়।।
এইভাবে কেহ কেহ আলোচনা করি।
শুনিয়ে সকল কথা চক্ষে বহে বারি।।
এদিকেতে জলিপাড়ে মাষ্টার যেজন।

তার প্রাণে এই কথা জাগে অনুক্ষণ।।
ব্রাহ্মণ কুলেতে হ'ল জন্ম গ্রহণ।
চিনিতে নারিনু হেন অমূল্য রতন।।
ওড়াকাঁদী যাতায়াত করে বহুলোকে।
বিশ্বাস করিতে নারি হেরিয়ে স্বচক্ষে।।
নমঃশুদ্র বলে প্রাণে বিশ্বাস না হয়।
নরকুলে আসিয়েছে প্রভুর দয়াময়।।
আভিজাত্য নিয়ে শুধু গৌরবেতে থাকি।
মতুয়ার খেলা চখে দেখেও না দেখি।।
কি ছার জীবনে মম বিফলেতে গেল।
ভ্রম অন্ধকার মম কভু না ঘুচিল।।
এই ভাবে বহু খেদ করে সে ব্রাহ্মণ।।
ঠাকুরে দেখিতে হয় মন উচাটন।।
মনে ভাবে ক'বে আমি ওড়াকাঁদী যাব।
সোনার মানুষ কবে নয়নে হেরিব।।
সে হইতে দ্বন্দ্ব তার সকল ঘুচিল।
এই ভাবে গুরুচাঁদ কৃপা বিতরিল।।
বহুভাবে বহুজন রোগারোগ্য পেল।
মতুয়ার প্রাণে তাহে আনন্দ বাড়িল।।
এই মত সাড়া প'ল অনেকের প্রাণে।
গুরুচাঁদ পাশে আসে বহু বহু জনে।।
ডুমুরিয়াবাসী মহাভারতের নারী।
এসসেছিল মৃতবৎ পুত্র কোলে করি।।
সেই বালকের প্লীহা যকৃত লিভার।
হাত পায় শোথ বয় প্রাণ ধড়ফড়।।
গুরুচাঁদ পদ প্রান্তে রাখে শোয়াইয়ে।
বাচিবে না এ বালক মনেতে ভাবিয়ে।।
প্রভু বলে এ বালক আনিয়েছে কেটা।
মরিবেনা শীঘ্র ক'রে এরে উঠা উঠা।।
তিল চাইলের ছাতু পাকা রম্ভা দিয়ে।
খাওয়াইও পিতলের পাত্রেতে মাখিয়ে।।
নিশি ভোরে সপ্তাহ খাওয়াইও এ বালকে।
সরিষার তৈল দিও সর্ব্ব অঙ্গে মেখে।।
বালেকেরে মাতা বলে দিয়ে ধরিয়ে চরণ।
এই সপ্তদিন এর রবে কি জীবন।।
গুরুচাঁদ পদ ধরি সেই নারী কাঁদে।
মরুক বাঁচুক এরে রেখ প্রভু পদে।।
প্রভু বলে এই রোগে যদি মারা যায়।
আমি তোর ছেলে হ'ব বলিনু নিশ্চয়।।
এই ছেলে সপ্তদিন মধ্যেতে সারিব।
নিয়ে যাও এবে রক্ষা আমিই করিব।।
এত বলি কৃপা করি মাত্য কোলে দিল।
পুত্র ল'য়ে সেই নারী নিজ গৃহে গেল।।
সপ্তদিনে সেই ছেলে সারিয়ে উঠিল।
তাই জেনে কত রোগী আসিয়ে জুটিল।।
পাঁচ সিকা জরিমানা দিয়ে প্রভু ঠাঁই।
অমনি ব্যবস্থা নিয়ে ঘুচায় বালাই।।
বহু জন এইভাবে আরোগ্য হইল।
চারিদিকে সেই কথা ছড়িয়ে পড়িল।।
মতুয়ারগণ কেহ ঔষধ না খায়।
ওড়াকাঁদী এলে তার রোগ সেরে যায়।।
ভক্ত ল'য়ে করে খেলা প্রভু গুরুচাঁদ।
ভক্তগৃহে গেলে প্রাণে পাইত আহ্লাদ।।
ভক্তি করি ভক্তগণ নিজবাসে লয়।
বিপুল ভক্তি রাখে আপন হৃদয়।।
মনোনীত আসেনেতে বসায় যতনে।
মনমত দ্রব্য দেয় প্রভুর ভোজনে।
কোন নারী ফুলহার গাথিয়ে যতনে।
গুরুর গলেতে দেয় ভক্তি যুক্ত মনে।।

একদা যাইবে প্রভু নারিকেল বাড়ী।
তারকের লইলেন নিজ সঙ্গি করি।।
শ্রীতারক যায় প্রভুর সঙ্গেতে।
বিল মধ্যে উদিলেন অতি মনরঙ্গে।।
নৌকার বাহক যিনি নৌকা বেয়ে যায়।
পদ্মবন শোভা হেরে প্রভু দয়াময়।।
রক্ত পদ্ম শ্বেত পদ্ম ফুটিয়াছে কত।
তাই হেরে আনন্দিত হ'ল আনন্দিত।।
পার্শ্বেতে বসিয়ে আছে তারক রসনা।
মনে মনে করে বসি একটি কল্পনা।।
কেমনে বাঁধিবে ঘর কেমনে তুলিবে।
একাগ্র ভাবেতে তাই মনে মনে ভাবে।।
অন্তর্য্যামী গুরুচাঁদ জানিয়ে কারণ।
দর্প করি তারকেরে বলেছে বচন।।
কোথায় আসিয়ে তুমি গিয়েছ কোথায়।
একবার ভেবে দেখ দেখনা হৃদয়।।
চেয়ে দেখ পদ্মবন কেমন সুন্দর।
ফুটিয়েছে নানা পদ্ম কিবা মনোহর।।
পদ্মবনে করে বাস কমলার পতি।
এই পদ্ম বনে হয় কমলার স্থিতি।।
শুনিয়েছ ভগবতে প্রথম প্রস্তাব।
এই পদ্মবনে বাস করেন মাধব।।

(শ্লোক)

তুলসী কানন যত পদ্ম বনানী চ।
পূরাণ পঠন্তি যত্রতত্র সন্নিহিত হরি।।

পয়ার।

শাস্ত্র গ্রন্থ তাহা তুমি জান ভালমতে।
পদ্মবনে কিবা শোভা দেখনা চক্ষেতে।।
পদ্মবনে আসিয়া কি জন্য ভক্তি ছাড়।
কোথায় থাকিয়া কোন আগুনেতে পোড়।।
এই পদ্মবনে কেন হও না ভ্রমর।
গোবরের পোকা সম তল্লাস গোবর।।
তাহা শুনি তারকের মন ফিরে গেল।
গুরুচাঁদ পাদপদ্ম হেরিতে লাগিল।।
মনের মালিন্য ঘুচে হইল নির্ম্মল।
প্রেমে গদ গদ চিত্ত চক্ষে বহে জল।।
তারকের অন্তরেতে হ'ল এক ভাব।
মনে ভাবে একি মোর ঘটিল অভাব।।
এ হেন রতন আমি কোথা গিয়ে পাব।
কেবা আছে এ জগতে এ হেন বান্ধব।।
অন্তরের বার্তা জানে থাকিয়ে অন্তরে।
এ হেন রতন আমি রাখি যে অন্তরে।।
তাহারে অন্তর রেখে যাই অন্তরে।
এত ভাবি শ্রীতারক দুঃখিত অন্তরে।।
অন্তর অন্তরে জেনে কেহ তারকেরে।
দেখহ কেমন ভাব জেগেছে অন্তরে।।
একে বলে কর্ম্মফাঁস জানিও অন্তরে।
কর্ম্ম ফাঁসে বেঁধে জীব ঘুরে ফিরে মরে।।
জ্ঞান অস্ত্রে কর্ম ফাঁস হয় কাটিবারে।।
জনম মরণ আর থাকেনা সংসারে।
এইসব প্রেমভাব পদ্মবন মাঝ।
লীলামৃতে লিখেছেন কবি রসরাজ।।
হরিভক্তি হৃদি সদা রবে নামোময়।
মহাভাবে মনপ্রাণ রবে দ্রব্যময়।।
হরিভক্তি এ সংসার করিবে দর্শন।
তারে হেরে পলাইবে সে কাল শমন।।
হরিভক্ত সঙ্গ পেলে বাড়ে প্রেমসুখ।
বিষয়ীরা থাকে সদা প্রেমে বহির্ম্মুখ।

বিষয় বাসনা শুধু ঐশ্বর্য্যের খেলা।
তাতে না মিলিবে ভব পায়ের সে ভেলা।।
মায়ামোহে বদ্ধ জীব ভুঞ্জে নানা সুখ।
অনুক্ষণ থাকে তারা প্রেমে বহির্ম্মুখ।।
অনিত্য সংসার নিত্য বস্তু কিছু নয়।
নিত্য বস্তু পায় কেহ গুরুর কৃপায়।।
আসার সংসার মাঝে মালিক শ্রীহরি।
তারে না ভাবিয়া বিষানলে পুড়ে মরি।।
পুত্র কন্যা ধনজন সকলি আসার।
একমাত্র সর্ব্বসার ব্রহ্ম পরাৎপর।।
দু'দিনের তরে কর বৃথা অহঙ্কার।
আমিত্ব গৌরব সদা দিতেছ ঝঙ্কার।।
আমার আমার করি কর কালক্ষয়।
ভেবে দেখ শিয়রেতে রবির তনয়।।
চর্ম্ম রশি দিয়ে সনে করিবে বন্ধন।
কোথা রবে সেই দিন আত্মীয় স্বজন।
অনিত্য বৈভব ভেবে ভুলেছ তাহারে।
যে তোমারে কৃপা করি আনিল সংসারে।।
তুমি কা'র কে তোমার ভেবে দেখ মনে।
নিদানের বন্ধু নাই সেই হরি বিনে।।
কর হে তাঁহার চিন্তা কায়মন প্রাণে।
তবে ত পাইবে দেখা প্রাণ হরি ধনে।।
নামেতে নিপূণ হ'য়ে সাধ নিজ কর্ম্ম।
তবে ত হইবে সূক্ষ্ম সোনাতন ধর্ম্ম।।
আপন কর্তব্য ভুলে থাক যদি ভবে।
অবশ্যই নানা দুঃখে ভুঞ্জিতে হইবে।।
গুরুপদে মতি রেখে কর হরিনাম।
নিশ্চয় জানিও তবে পাবে পরিনাম।।
তুমি কা'র কে তোমার ভেবে দেখ মনে।
কোথা হ'তে এলে তুমি এ বিশ্ব ভুবনে।।
তব দেহে মহারত্ন কে রাখে সাজিয়ে।
ভুলে গেছ তাঁর কতা মায়াতে মজিয়ে।।
আপন জনেরে তুমি ভাবিয়েছ পর।
পরকে আপন ভেবে কি দশা তোমার।।
একবার তাঁর চিন্তা কর কায়মনে।
কৃপা করি দিবে স্থান সে রাঙ্গা চরণে।।
হেন ভাবে দান করে উপদেশ বাণী।
ত্বরাতে সবাকে গুরুচাঁদ গুণমণি।।
অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রাণ করি আকর্ষণ।
কৃপা করি করে প্রেম সুধা বরিষণ।।
ধন্য করিবারে এই কলিজীব প্রাণ।
নিজ গুণে প্রেম ভক্তি সদা করে দান।।
জ্ঞানালোক জ্বেলে দেয় অজ্ঞানের হৃদে।
চক্ষুষ্মান হ'য়ে সেই ডুবে প্রেম হ্রদে।।
কে পারে বুঝিতে এই অত্যাশ্চার্য্য লীলা।
কোন ভক্ত সনে প্রভু করে কোন ছলা।।
গৃহ ধর্ম রক্ষা করি সবাকে শিখায়।
আমার বলিতে কিছু নাই এ ধরায়।।
অনন্ত ব্রহ্মার পতি সেই হরিধন।
তাঁর কৃপা বিনে হয় বিফল জীবন।।
তাঁরে না ভজিয়ে কেন ভুলেছ মায়ায়।
সময় থাকতে তাঁর লহ পদাশ্রয়।।
তিনি বিনে এ জগতে বন্ধু কেহ নাই।
একেবারে ভুলে যাও নিজের বড়াই।।
গুরুচাঁদ পাদপদ্ম হয় সর্বসার।
বিচরণ ভনে ভাবে গতি নাই আর।।

শ্রীধামে মহাবারুণী প্রকাশ।

পয়ার

হরিলীলা অবসানে যত ভক্তগণ।
সর্ব্বদাই রহে তারা বিষাদিত মন।।
শ্রীগুরুচাঁদের মন ভাব নাহি জানে।
মাধুর্য্য গোপন ঐশ্বর্য্য আবরণে।।
বহিরঙ্গ ভক্ত যত সন্ধান না পায়।
হা হুতাশে সদা ফেরে ব্যথিত হৃদয়।।
কেহ আসে কেহ যায় ক্ষেত্র ওড়াকাঁদী।
আসিতে যাইতে পথে করে কাঁদাকাঁদি।।
আর কি পাইব মোরা সাধনের ধনে।
কে দিবে তেমন শান্তি তাপিত পরাণে।।
কে চাহিবে মুখ পানে কারে বা শুধাব।
কাহার ছায়ায় মোরা জীবন জুড়াব।।
এ হেন গুণের নিধি কোথায় গিবে পাব।
আমাদের মনদুঃখ কারে বা জানাব।।
হেরিয়ে মোদের সুখ দুঃখ কে বুঝিবে।
অন্তর জানিয়ে দুঃখ কে আর ঘুচাবে।।
এই ভাবে ভক্তগণ করে আলোচনা।
হরিচাঁদ বিহনেতে জীবন বাঁচে না।
এমত লইয়ে দুঃখ নিজ বাসে যায়।
যারে পায় তার ঠাঁই মন দুঃখ কয়।।
কেন যেন অন্য ভাব হেরিনু নয়নে।
গুরুচাঁদ যেন নাহি চাহে মুখ পানে।।
যাওয়া মাত্র সবাকারে করেন বিদায়।
কাহারেও ক্ষণকাল দাঁড়াতে না দেয়।।
বুঝিনা কি খেলা এবে খেলে গুরুচাঁদ।
কেন যেন বাড়ে তাহে অন্তরে বিষাদ।।
এইভাবে ভক্তগণ মন ক্ষুণ্ণে রয়।
মনের কল্পনা কেহ বুঝিয়ে না পায়।।
রোগ হেতু মাত্র সবে আসে আর যায়।
ব্যবস্থা হইলে শেষে দাঁড়াতে না দেয়।।
এইভাবে বহুদিন গত যে হইল।
ক্রমেই সে শ্রীধামেতে ঐশ্বর্য্য বাড়িল।।
মাধুর্য্যের ভক্তগণ সেদিকে না চায়।
আপনার ভাব নিয়ে সদাকাল রয়।।
একদিন রামচাঁদ চৌধুরী সুজন।
বড়ই বেড়েছে তার অন্তরে বেদন।।
বহুদিন চলেছেন হরিচাঁদ সনে।
সর্ব্বদা থাকিত তিনি আনন্দিত মনে।।
হরিচাঁদ আদর্শনে হয়েছে কাতর।
কাঁদিতে কাঁদিতে কভু নিশি করে ভোর।।
মন দুঃখ কারো ঠাঁই না করে প্রকাশ।
অতি সঙ্গোপনে সদা বাড়ে হা হুতাশ।।
ঠাকুরের খুল্লতাত ভাই মালুরাম।
তাহার হৃদয় দগ্ধ হয় অবিরাম।।
মনে জানে মেজে দাদা স্বয়ং অবতার।
তিনি বিনে প্রাণে ধৈর্য্য নাহি মানে আর।।
নীরবেতে হরি চিন্তা করে অনুক্ষণ।
বিরহ অনল দগ্ধ সদা তনু মন।।
নিশিযোগে একদিনে সেই রামচাঁদ।
অন্তরে জাগিল তার দারুন বিষাদ।।
রহিতে পারেনা ঘরে হয়েছে এমন।
গৃহ ছাড়ি ধীরে ধীরে' করিল গমন।।
মালুকে ডাকিয়ে নিল বাড়ীর বাইরে।
নিভৃতে বসিল গিয়ে দুইভক্ত বরে।।
বলে মালু কি করিব আর কোথা যাব।
হেন গুণনিধি বল কোথা গিয়ে পাব।।
সহিতে পারিনা আর সে বিরহ দাহ।
মরম হ'তেছে দগ্ধ যেন অহরহ।।

কোথায় জুড়াব প্রাণ বুঝিয়ে না পাই।
কি যেন ভাবিয়ে মনে এনু তব ঠাঁই।।
অন্তরের মাঝে এক হতেছে ধারণা।
হয় কিনা হয় ভাল বুঝিতে পারিনা।
বেশী দিন বুঝি আর এ প্রাণ রবে না।
বিরহ অনল আর কিছুতে নিভে না।
এক কর্ম মনে মনে করেছি চিন্তন।
তব ঠাঁই বলিবারে করিয়েছে মন।।
ঠাকুরের জন্ম তিথি উপলক্ষে করে।
এক স্মৃতি রেখে যাই এই ধরাপরে।।
সেই স্মৃতি নিয়ে রবে যত মতোগণ।
তাহাতেই মহাশান্তি পাবে সর্বজন।।
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভাদ্র মাসে অষ্টমীতে।
নন্দ করে জন্মোৎসব সেই গোকুলেতে।।
সেই তিথি অনুসারে কত কত নরে।
এ দেশে থাকিয়ে তথা জন্মাষ্টমী করে।।
নাম গান কীর্ত্তনাদি করে বহুজন।
সবাকার প্রাণে হয় আনন্দ বর্দ্ধন।।
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম নিল মায়াপুরী পায়।
বৈষ্ণবেরা মহোৎসব করে নদীয়ায়।।
আমরাও ঠাকুরের জন্ম তিথি ধরি।
উৎসব করিব সবে বলে হরি হরি।।
সেই কথা কেন যেন অন্তরে জেগেছে।
বলিবারে মন কথা এনু তব কাছে।।
স্মরণ করিব সেই ভবাধি বান্ধবে।
এ কেমন কর্ম হয় দেখ মনে ভেবে।।
ম' তোগণে এসে সবে আনন্দ পাইবে।
নরনারী যোগ দিবে এসে এ উৎসবে।।
মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি যে উত্তম।
সেই দিনে মহাপ্রভু লভেছে জনম।।

মালু বলে এত বড় উত্তম ধারণা।
হইবে অতুলানন্দ না হ'বে তুলনা।।
কি করা উচিত হয় বল একবার।
কেমনেতে উৎসব হইবে প্রচার।।
রামচাঁদ বলে চল গুরুচাঁদ ঠাঁই।
আমাদের মনভাব তথায় জানাই।।
এত বলি প্রাতঃকালে চলে দুইজন।
গুরুচাঁদ ঠাঁই গিয়ে জানায় তখন।।
গুরুচাঁদ শুনে প্রাণে আনন্দ পাইল।
তিনি বলে পার যদি হয় অতি ভাল।।
যতবার অবতার এই ধরাপরে।
সবাকার জন্ম তিথি উৎসবাদি করে।।
যার যার ভক্তগণ করয় উৎসব।
নানা স্থানে উৎসবাদি করে ভক্ত সব।।
আমার অন্তর মাঝে সে ভাব রয়েছে।
তোমাদের প্রাণ মাঝে তাই জাগিয়েছে।।
হইবে বারুণী মেলা জেনে রেখে মনে।
বাবার হইল জন্ম শ্রীবারুণীর দিনে।।
গুরুচাঁদ বলে তবে শুন দুই জনে।
যে ভাবেতে এ বারুণী আইল ভুবনে।।
যে দিনেতে দেবাসুর সমুদ্র মথিল।
সেই দিন এ বারুণী তাহাতে উঠিল।।
তথা হ'তে গিয়ে থাকে গোলকে ভুবনে।
বড় শান্তি পায় ধনী থেকে প্রভু স্থানে।।
প্রথমে করিল পূজা যত দেবগণে।
পরেতে এল বারুণী মরত ভুবনে।।
বুধবারে হ'য়ে ছিল সমুদ্র মন্থন।
সেই বুধবারে পিতার জন্ম গ্রহণ।।
সে কারণ জন্ম তিথি হইল বারুণী।
ব্যক্ত হ'বে এই মেলা ব্যাপীয়া ধরণী।।

বারুণীর পূর্ব দিনে হ'বে অভিসার।
মতুয়ার প্রাণে হ'বে আনন্দ অপার।।
ম'তোগণ পাশে গিয়ে কহ সমাচার।
তাহাদের কিবা মত জ্ঞান একবার।।
গুরুচাঁদ আজ্ঞা পেয়ে আনন্দে মগন।
দুই জনে চলি যায় মতুয়া ভবন।।
তারাইল গ্রামে গিয়ে দিল দরশন।
বংশী পাইন শুনে আনন্দিত মন।।
তিন জন এক সনে চলে হর্ষচিত্তে।
উপনীত হয় গিয়ে নিশ্চিত পুরেতে।।
অক্রুর বিশ্বাস নামে পরম মহান।
তার ঠাঁই জানাইল এসব বিধান।।
তিনি বলে চল তবে রাউৎ খামার।
তথা গেলে পরামর্শ হইবে ইহার।।
শ্রীগুরুচরণ বালা আর বংশীধর।
রামচাঁদ রামতনু শ্রীরাম সুন্দর।।
তাদের হইবে মত বারুণী উৎসবে।
এখান হইতে মোরা চল যাই এবে।।
এত বলি যায় চলি রাউৎ খামার।
শুনিয়ে সে সব কথা আনন্দ সবার।।
সবে বলে শুভদিন হ'ল এতদিনে।
আনন্দ লভিল মোরা বারুণীর স্নানে।।
এইভাবে আলোচনা তথায় হইল।
ক্রমে ক্রমে মতোগণে জানিতে পাইল।।
সর্ব্ব প্রথমেতে কিছু লোক আমদানী।
ক্রমেই প্রসার হ'য়ে চলিল বারুণী।।
উঠিল আনন্দ রোল সবাকার প্রাণে।
দিন দিন বাড়ে লোক বারুণীর দিনে।।
সেই কথা জানিলেন তারক রসনা।
তাহার অন্তর মাঝে আনন্দ ধরে না।।

শ্রীহরি প্রেমের মেলা শ্রীধামেতে হবে।
ম'তোগণে পাবে শান্তি বারুণী উৎসবে।।
বাজিবে বিজয় ডঙ্গা নিশান উড়িবে।
এসব প্রস্তুত মোর করিতে হইবে।
বড় কথা পাখা আমি করিয়া লইব।
দলবল সাজাইয়া বারুণীতে যাব।।
শিষ্যগণে জানাইয়া এ শুভ সংবাদ।
শুনিতে সবার প্রাণে বড়িল আহ্লাদ।।
জয়ডঙ্কা ঝাঁজ কাঁস খোল করতাল।
শিঙ্গা ধ্বনি করে সবে শুনিতে রসাল।।
এই সব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল।
অতঃপরে শ্রীতারক নিশান করিল।।
প্রথমেই এই সব আবিস্কার হ'ল।
নামের নিশান সেই তারক উড়াল।।
সর্ব অগ্রে শ্রীতারক করে অভিসার।
হেরিয়ে সবার প্রাণে, আনন্দ অপার।।
তারকের দল এল ব'লে হরিবোল।
শ্রীধামে উঠিল এই আনন্দের রোল।।
উঠিল নামের ধ্বনি উপর গগণে।
ক্রমে এসে বহু লোক মাতিল কীর্ত্তনে।।
আনন্দে পূর্ণিত হ'য়ে বলে হরিবোল।
বাদ্যযন্ত্র কোলাহলে সুমধুর রোল।।
বাদ্যদ্দমে প্রকম্পিত যেন হয় ধরা।
উত্তার নয়ন কারো হয় আঁখি তারা।।
আনন্দেতে ম'তোগণ নিশান উড়ায়।
কেহ পড়ি ধরাতলে গড়াগড়ি যায়।।
নামানন্দে ম'তোগণ কেহ নৃত্য করে।
প্রেমাবেশে কাহারোবা আঁখিজল ঝরে।।
প্রথমেতে হ'ল এই মধুর কার্ত্তন।
মনে মনে ভাবে যত মতুয়ারগণ।।

শব্দ হ'ল তারক চাঁদের দল এল।
সবাই আনন্দ রসে ভাসিয়ে চলিল।।
পাখা হাতে কেহ কেহ দিতেছে বাতাস।
কীর্ত্তনেতে সবাকার বাড়িল উল্লাস।।
চারিদিকে সবে বলে জয় জয় জয়।
শ্রীহরিচাঁদের জয় গুরুচাঁদ জয়।।
কেহ কেহ বলে তারকচাঁদের জয়।
সে ধ্বনিতে চারিদিক হ'ল ময়ময়।।
এইভাবে জয় ধ্বনি ক'রে মতোগণ।
হুলুধ্বনি করে আরো যত রামাগণ।।
রামচাঁদ চৌধুরীর আনন্দ ধরে না।
মালু বলে হেন দিন আরত হ'বে না।।
উঠিল প্রেমের বন্যা তরঙ্গ বাড়িল।
অবিরত সেই ঢেউ ক্রমেই ছড়িল।।
প্রথম প্রকাশ এই হইল বারুণী।
দেশে কি বিদেশে ক্রমে গেল এই ধ্বনি।।
মতুয়াগণ ক্রমে নিশান করিল।
জয়ডাঙ্কা ঝাঁজ শিঙ্গা অনেকে বানাল।।
পর বৎসরেতে সবে আসে দলে দলে।
হাঁসে কাঁদে নাচে গায় হরি হরি ব'লে।।
বীর রসে মেতে কেহ শ্রীধামেতে আসে।
নয়নের নীরে কেহ কেহ যায় ভেসে।।
ঘাটে পথে হরিনাম করে দলে দলে।
নরনারী সবাকার আনন্দ উথলে।।
ক্রমেই বাড়িল দল পরম উৎসাহে।
হরি প্রেমানলে কারো সদা হৃদি দহে।।
ধন্য হ'ল শ্রীধামেতে বারুণীর মেলা।
নামেতে মাতিল এসে যত হরিবোলা।।
ধন্য ধন্য সর্বলোক শুনে নাম ধ্বনি।
সবাকার মুখে শুনি নাম ধ্বনি।।
সবাকার মুখে শুনি বারুণী বারুণী।।
ভাগ্যবন্ত ভক্তগণ পেয়ে প্রেমধন।
প্রেমাবেশে করে সবে নাম সংকীর্ত্তন।।
কেহ বলে ওরে ভাই কারো করি ভয়।
জয় জয় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ জয়।।
জয় জয় ওরাকাঁদী জয় ভক্তগণ।
জয় জয় জয় হরি নাম সংকীর্ত্তন।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে যে ধন না পেল।
এ যুগের হরিচাঁদ সে ধন বিলাল।।
ভব পারে যেতে আর না থাকিবে ভয়।
কাণ্ডারী সাজিয়ে এল হরি দয়াময়।।
সে ঘাটেতে ছিল বটে শমনের ডর।
এইকালে সে ঘাটের উঠে গেছে কর।।
হ'ল আইনেতে ঘাট খাস হ'য়ে গেছে।
নামের নোটিশ খানি টানিয়ে দিয়েছে।।
এই ভাবে মত্ত হ'ল সবাকার মন।
কেহ বলে শমনে না ডরিব কখন।।
এত বলি ঘোর রবে ছাড়ে হুহুঙ্কার।।
বহিল প্রেমের বন্যা তরঙ্গ বাড়িল।
অভিমানী কর্ম্মজ্ঞানী নামেতে মাতিল।।
আসিয়ে যাইতে সবে করে সংকীর্ত্তন।
আনন্দেতে নৃত্য করে যত ম'তোগণ।
আনন্দ না ধরে হৃদে নারী কি পুরুষ।
প্রেম মধু পানে কেহ হ'য়েছে বেহুশ।।
এইভাবে শ্রীবারুণী প্রচার হইল।
শ্রীগুরুচাঁদের প্রাণে আনন্দ বাড়িল।।
শেষ বেলা শ্রীধামে হয় কবি গান।
তাতে হয় আমোদিত সবাকার প্রাণ।।
কবি রসরাজ আর কিম্বা হরিবর।
কোন কোন বৎসরেতে গাহে মনোহর।।
শ্রোতাগণ শুনে গায় আনন্দ লভয়।
এই ভাবে শ্রীবারুণী প্রসার যে হয়।।

দিন দিন বাড়ে মেলা গুরুচাঁদ গুণে।
দেব বালাগণ মিশে নরবালা সনে।।
ভক্তি ডালি দিয়ে করে চরণ বন্দন।
ভাবাবেশে কোন নারী শুনেছে কীর্ত্তন।।
আঁখি জলে ভাসে আর হরি বলে মুখে।
এই মত বহুজন ভাসে প্রেম সুখে।।
ধন্য ধন্য হ'ল এই বারুণীর মেলা।
প্রেমাবেশে মত্ত হয় যত হরি বোলা।
মহাবারুণীর দিনে যমের কাছারী।
বন্ধ করি রবি সুত বলে হরি হরি।।
একদিন জিজ্ঞাসিনু গুরুচাঁদ ঠাঁই।
ওহে প্রভু এক কথা শুনিবারে চাই।।
বারুণীর প্রারম্ভেতে যারা যারা ছিল।
এখনে সে সব ভক্তকে কোথায় গেল।।
গুরুচাঁদ বলে তবে শুন সেই কথা।
অন্তর্দ্ধান হ'ল যারা তারা আসে হেথা।।
গোলকে লোচন তারা দেহ রক্ষা কৈল।
হীরামন দেহ নিয়ে বৃন্দাবনে গেল।।
তার পর তথা হ'তে নানা স্থানে রয়।
তার শক্তি কোন ভক্ত অঙ্গেত মিলায়।।
রাম ভরত গিয়েছে সেই ইন্দু পর্ব্বতে।
সমাধিস্থ হ'য়েছিল সবল দেহেতে।।
শ্রীঅক্ষর চক্রবর্তী আসামে র'য়েছে।
কভু নাহি থাকে অন্য মানুষের কাছে।।
আপন মনেতে সদা ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
মনমত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ ত্যাজিল জীবন।
বারুণীর দিনে সবে করে আগমন।
বিশ্বনাথ ব্রজনাথ সে নাটু মঙ্গল।
অদৃশ্য ভাবেতে হেথা আসে যে সকল।
ভাগ্যবন্ত ভক্ত হ'লে পায় দরশন।
আরো বলি শোন তোরে এক নিদর্শন।।
যখনেতে ম'তোগণে দলবদ্ধ হয়ে।
ওড়াকাঁদী অভিমুখে সবে আসে ধেয়ে।।
বাড়ী উঠিবার পূর্বে লক্ষ্য ঠিক ক'রে।
চাবে সব দল পানে সরল অন্তরে।।
যে দলেহে হীরামন শক্তি পরশিবে।
বীর করুণ রসেতে মত্ত হ'বে সবে।।
যে দলে গোলাকচাঁদ করে আগমন।
রাগাত্মিকা রসে মগ্ন হ'বে সর্বজন।।
বীর বেশে করে তারা ঘোর হুহুঙ্কার।
রক্ত বর্ণ হয়ে আঁখিতারা সে সবার।।
যেই দলে মৃত্যুঞ্জয় কিম্বা দশরথ।
ভাবাবেশে অনেকের হ'বে অশ্রুপাত।।
যে দলেতে মহানন্দ আসিবে হেথায়।
প্রেমে তনু ডগমগ তাদের সেবায়।।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'বে তাহারা সবাই।
যে দলে তারক আসে তুল্য দিতে নাই।।
জয়ডাঙ্কা ঘোর রবে হবে বাদ্যনাদ।
তার মাঝে কেহ কেহ হইবে উন্মাদ।।
লম্ফ ঝম্ফ পাত্র কম্প কারোবা হইবে।
প্রেমেতে মাতিয়ে কেহ গড়াগড়ি দিবে।
এ ভাবেতে সবে তারা করে আগমন।
আর এক কথা আমি বলি এবে শোন।।
সব শক্তি যখনেতে মিলন হইবে।
তখনে এক মহাভাব প্রকাশ পাইবে।।
মহাবেগে উঠিবে যে কীর্ত্তনের রোল।
দেব নরে এক সনে বলে হরিবোল।।
প্রেমবন্যা উথলিবে কীর্ত্তন ভিতরে।
অনেকেই ডুবে রবে প্রেম সরোবরে।।
বহিবে প্রেমের বন্যা অতি খরস্রোতে।
জ্ঞান হারা হ'য়ে কেহ পড়িবে ভূমেতে।।

এক দৃষ্টে চেয়ে থাকিস তখন।
নয়নেতে সেই ভাব হ'বে দরশন।।
তুলনার অতীত ধ্বনি উঠিবে কীর্তনে।
নরনারী হ'বে মুগ্ধ সেই ধ্বনি শুনে।।
কীর্ত্তন ভিতরে বহে প্রেমের হিল্লোল।
তার মাঝে মহাবেগে উঠিবে কল্লোল।।
বহিবে প্রেমের স্রোত ভক্তের হৃদয়।
নাম ধ্বনি শুনে কেহ ধুলায় লুটায়।।
দর্শকেরা মাঝে মাঝে দিবে হরিধ্বনি।
রাধাগণে বামাস্বরে দিবে হুলুধ্বনি।।
বহু দেশে বহুস্থানে হবে এ বারুণী।
ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হ'বে সমগ্র ধরণী।।
দুঃখী তাপী জুড়াইবে নাম গান শুনে।
নামে নিষ্ঠা হ'লে ধনী হ'বে প্রেম ধনে।।
দেবগণ ছদ্মবেশে আসি বারুণীতে।।
সাহায্য করিবে তাহা কীর্তনের ভাবে।
দিবারাত্রি তারা সঙ্গে প্রহরী থাকিবে।
অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে বুঝিতে নারিবে।।
ভক্ত অঙ্গ পরশনে লভিলে আনন্দ।
তাহাতে হইবে দূর যেন চিত্ত সন্ধ।।
আরো বলি শোন এক গুপ্ত সমাচার।
বারুণীতে না থাকিবে যমেরাধিকার।।
বারুণী দিবসে বন্ধ থাকিবে কাছারী
ভক্তসনে রবি সূত বলিবেক হরি।।
বহিঃস্ফুস্মান তাহা জানিতে না পারে।
সে সব জানিতে পারে অন্তরঙ্গ নরে।।
চারিজন দেব এসে আমার সকামে।
বারুণী ইজারা লয় অতীব হরিষে।।
রবিসূত বৃহস্পতি ইন্দ্র ও পবন।
প্রতি বৎসরেতে মাত্র লয় একজন।।
বৃহস্পতি যে বৎসর ইজারা লইবে।
সুশৃঙ্খলভাবে এই বারুণী চলিবে।।
গন্ডগোল কোলাহল কিছুই না হ'বে।
নির্ব্বিঘ্নেতে এ বারুণী সমাধা হইবে।।
যে বৎসরেতে রবিসূত ইজারা লইবে।
যে কোন ভাবেতে নয় অবশ্য মরিবে।
যমদূতে তার পানে ফিরিয়ে না চাবে।
বিষ্ণু দূতে তারে নিয়ে বৈকুণ্ঠেতে যাবে।
ইন্দ্রদেব যে বৎসর লইবে বারুণী।
আকাশের মেঘমালা করিবেক ধ্বনি।।
বৃষ্টির হইতে পারে তাতে বাধা নাই।
আরো এক কথা আমি তোরে যে শুধাই।।
পবন লইবে যবে ইজারা বারুণী।
বাতাস হইতে পারে শুন যাদুমনি।।
এইভাবে এ বারুণী এখানে চলিবে।
মন যদি থাকে তবে অবশ্য জানিবে।।
আরো এক কথা আমি তোরে বলে যাই।
আমাকে পাইতে কেহ না আসে এ ঠাঁই।
যারা আসে তারা পায় অনিত্য বৈভব।
তাই পেলে তারা পায় পরম উৎসব।
ঐহ্যিক সুখের লাগি সবার বাসনা।
যম সুখে সুখী কেহ হইতে চাহে না।
হরিচাঁদ সুত আমি হই কোন জন।
আমাকে চিনিতে কেহ চাহেনা কখন।।
বাহ্য ধন পেয়ে মুগ্ধ সবাকার মন।
স্বভাবের দোষ কেহ ছাড়ে না কখন।।
পিতা এসেছিল হরিনামের তরুণী।
তাহাতে বোঝাই ছিল প্রেমরত্ন খানি।।
ভক্তি রত্ন স্তরে স্তরে ছিল যে বোঝাই।
রূপের ছাওনী দিয়ে রেখেছিল তাই।
সে ধনের প্রার্থী হয়ে কেহ নাহি আসে।
আত্মসুখ লগি এরা সদা অভিলাষে।।

মানুষ হইতে হেথা আসেনা কখন।।
সুখী হয়ে সবে মরে পেয়ে ধন জন।।
কেহ কেহ চায় শুধু প্রতিষ্ঠা বাড়াতে।
লোক ঠাঁই সম্মানাদি পাইবে যাহাতে।।
যশঃ মান প্রার্থী হ'য়ে আসে বহুজন।
কেহ আসে ভালবাসা পাইতে কারণ।।
বাক্য নিয়ে নাম ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
প্রতিপত্তি বাড়াইতে বাসনা তাহার।।
এইভাবে বহু লোক আসে আর যায়।
স্বার্থ শূন্য হ'তে কেহ না আসে হেথায়।।
শিষ্য করা রোগী দেখা বাল্যশিক্ষা পড়া।
তার দেহ প্রেমভক্তি নাহি দেয় সাড়া।।
মানুষ হইতে যার বাসনা অন্তরে।
যশঃ মান প্রতিষ্ঠাদি সব তুচ্ছ করে।।
নিঃস্বার্থ ভাবের ধারা মম ঠাঁই যাচে।
কিছু না প্রার্থনা কভু করে মম কাছে।।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণে ছাড়ে আঁখিজল।
ফলাফল শূন্য হ'য়ে বলে হরিবল।।
কামনা বাসনা সব করে বিসর্জ্জন।
গুরুপদে করে শুধু আত্ম সমর্পণ।।
যশঃ মান প্রতিষ্ঠার পানে না চাহিবে।
গুরুপদে প্রাণ সঁপি আনন্দে থাকিবে।।
সেইজন মোর ঠাঁই কিছুই না চায়।
ভক্তি গুণে সে আমারে পুতুল নাচায়।।
হরিভক্ত কভু নহে সুখ অভিলাষী।
বাহ্য ধন কভু নাহি হয় সে প্রত্যাশী।।
সেবা দাসী হ'তে চায় গুরু চরণে।
অন্য সুখ কভু নাহি চায় তার মনে।।
গুরুপদ হয় তার প্রধান সম্পদ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় অবসাদ।।
মুক্তি পানে কভু সেই ফিরিয়ে না চায়।
পতির স্বভাব নিয়ে জীবন কাটায়।।
তাহার জনম ধন্য হয় এ মহীতে।
গুরুপদ বিনে নহে বাঞ্ছা জাগে চিতে।।
দেহে আছে পঞ্চ পিতা আর সপ্ত মাতা।
সেই শক্তি লাভ করে হ'য়ে একাগ্রতা।।
চতুর্দ্দলে রহে যিনি মহাকালী নাম।
সেই মাতা দান করে ধর্ম্ম অর্থ কাম।।
মোক্ষপদ দান করে করুণা করিয়া।
সেই শক্তি হৃদি মাঝে রাখিবে ধরিয়া।।
ষড়দলে ষড়ভুজা এক মাতা রয়।
যাহার কৃপাতে ষড়রিপু বশ হয়।।
অষ্টম দলেতে অষ্টভুজা যে জননী।
অষ্ট পাশ মুক্তি দাত্রী শক্তি প্রদায়িনী।।
দশম দলেতে রয় কুল কুণ্ডলিনী।
আত্ম চৈতন্য দান করে সেই জননী।
যার করুণাতে উর্দ্ধরেতা শক্তি হয়।
সামার্থ্যর দেশে গিয়ে সদানন্দ পায়।।
দ্বাদশ দলেতে রয় তীর্থ ফল দাত্রী।
গুরুপদ মহাতীর্থে সেই করে যাত্রী।
ষোড়শ দলেতে রয় পূর্ণ ষোলকলা।
পূর্ণ চন্দ্র হৃদি মাঝে ধরে সেই বালা।।
শতদলে করে বাস মাতা শ্বেতাঙ্গিনী।
পরাবিদ্যা করে দান সেই সে জননী।।
রসনায় থেকে তিনি ভারতী যোগায়।
হরিনাম সুধা রস পানে মত্ত হয়।।
যাহার কৃপায় জীবে সেবে নামামৃত।
দধি হ'তে মাখন টেনে করি লয় ঘৃত।।
দ্বিদলেতে করে বাস চৈতন্য রূপিণী।
সর্ব্বলোকে বলে সদা শিব অর্দ্ধাঙ্গিনী।।
তাহার কৃপায় জীবে যায় সহস্রারে।
প্রেমানন্দে করে বাস করে শান্তিপুরে।।

শান্তিমাতা করে দান অতিশয় স্নেহ।
অন্তরে বাড়য় সদা প্রেমের প্রবাহ।।
এই সপ্ত মাতা গুণ বর্ণনা না যায়।
তুলনায় পরপারে বসতি করয়।।
পঞ্চ পিতা পঞ্চ প্রাণ ভেদ সবে তাই।
যাদের মহিমা গুণ বর্ণিয়ে না পাই।।
প্রাণ হ'তে স্বীয় ধর্ম করিবে পালন।
সর্বসার হয় সদা গুরুর চরণ।।

(স্বধর্ম নিধন শ্রেয়ঃ পর ধর্ম ভয়াবহ)

'পয়ার'

সেই কথা তার হৃদে বদ্ধমূল থাকে।
সর্বভূতে আত্মবৎ তাই চখে দেখে।।
অবিচার অনাচার করে বিসর্জন।
গুরু হয় একমাত্র সর্বস্ব রতন।।
গুরুপদ মহাতীর্থ করয় ভ্রমণ।
গুরুপদ বিনে নাহি চাহে অন্য ধন।।
গুরু কৃষ্ণ অভেদাত্মা তার মনে রয়।
গুরুসুখে সুখী হ'য়ে জীবন কাটায়।।
আপন হইয়ে হয় মহা অনুরাগী।
সংসারী হইয়ে হয় সংসার বিরাগী।।
প্রাণেরানুগত হ'য়ে জীবন কাটায়।
বিদ্ধ নাহি হয় মায়া প্রপঞ্চ কাটায়।।
প্রতিজ্ঞা করিয়ে করে স্বধর্ম রক্ষণ।
শরণাগতের সদা করেন মোক্ষণ।।
কর্মবীর হ'য়ে করে ধর্মযুদ্ধ নীতি।
হৃদয় ধারন করে অসীম কৃতি।।
না হয় পশ্চাদ্ পদ কোন ধর্ম লাগি।
স্বধর্ম পালনে সদা থাকয় উদ্যোগী।।
সমান প্রাণের গতি অতীব উত্তম।
যেমন অর্জ্জুন হয় পান্ডব মধ্যম।।
গুরুকে আশ্রয় করি লভে দিব্য অস্ত্র।
নিজ কর্ম সাধনেতে সদা থাকে ব্যস্ত।।
লক্ষ্য জয়ী হ'য়ে লভে ভক্তি রতন।
গুরু সনে করে সদা যুদ্ধ যে করণ।
করণ সংগ্রামে জয়ী হব শক্তি গুণে।
পরমাত্মা সারথির উপদেশ মেনে।।
সব্যসাচী হয় সেই অর্জ্জুন সমান।
সদাকাল থাকে তার উৎসাহিত প্রাণ।।
যতই কঠিন হ'ক নাহি পৃষ্ঠ ভঙ্গ।
সেই জন হয় ভবে গুরু অন্তরঙ্গ।।
সদাকাল হয় সেই সর্বস্থানে জয়।
দেবের অসাধ্য কর্ম করে সে জানায়।।
আগম নিগম তত্ত্ব সব জানে সেই।
এই হেতু সেই হয় সর্ব কর্মে জয়ী।।
অসাধ্য সাধন করে গুরুর কৃপায়।
কর্মবীর মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ নাম পায়।।
উদান প্রাণের কর্ম অতীব সুন্দর।
সর্বদা পবিত্র রাখে হৃদয় কন্দর।।
নিষ্ঠা বা নিষ্কামরূপী বলদ সে হয়।
অকাম কামনা গাভী আর যত রয়।।
সবাকে পালন করে অতি সযতনে।
সবাই সবল থাকে পালনের গুণে।।
প্রাণ অপান সমানের হয় অনুগত।
আপনার কর্ম্ম নিয়ে সদা থাকে রত।।
লক্ষ্য রাখে নিজেকে রাখিতে সাবধান।
স্বীয় কর্ম অনুক্ষণ করে সমাধান।।
ব্যান বায়ু সদা করে স্বকর্ম সাধন।
সম দম অশ্ব আদি করেন রক্ষণ।।
ভূত ভবিষ্যৎ জেনে চলে অনুক্ষণ।
প্রফুল্লিত থাকে তার সদা তনু মন।।
সবা ঠাঁই আনুগত্য স্বভাব প্রকাশ।
স্বকর্ম সাধনে তার সদা অভিলাষ।।

উচ্চ কথা কভু তার মুখে নাহি আসে।
সবাকে সন্তোষ রাখে শুধু মিষ্ট ভাষে।।
তৃণাদপি শ্লোক তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ হয়।
বৈষ্ণবের পদে তার সদা মতি রয়।।
এই পঞ্চ পিতৃ শক্তি লভে যেই জন।
সঙ্গে সঙ্গে সন্ত মাতৃ শক্তির মিলন।।
বারো শক্তি মিলনেতে লভিবে বারুণী।
এই বিশ্বে সেইজন হ'বে মহা ধনী।।
বারুণী বারুণী মাত্র সর্ব লোকে কয়।
বারুণী মাহাত্ম্য জানা সবা পক্ষে নয়।।
সাত পাঁচ না জানিয়ে চিনেনা বারুণী।
প্রেমধনে কোনদিন না হইবে ধনী।
বারুণী মাহাত্ম্য হয় অতি চমৎকার।
প্রকাশ করিতে প্রভু ধরে নরাকার।।
এই তত্ত্ব যেই জন জানিতে পারিবে।
বারুণীতে সেই জন আনন্দ পাইবে।।
মহারত্ন নিয়ে হয় এ মহা বারুণী।
জানাইতে এল তাই হরি গুণমণি।
গুরুচাঁদ হ'তে তাহা হইল প্রকাশ।
বারুণীতে যেতে বিচরনের অভিলাষ।।

বারুণীর পূর্ব্বদিনে অভিসার বারুণী।
ত্রিপদী।

বারুণীর পূর্বদিনে, কোন মতুয়ার প্রাণে,
দিতে চাহে মতুয়া ভোজন।
হ'য়ে পুলকিত কায়, যার যাহা সাধ্য হয়।
সেই ভাবে করে আয়োজন।।
দুর দেশ হ'তে যত, আসে হ'য়ে দলগত
সবে করে নাম সংকীর্ত্তন।
অগণিত ভাবে সবে, আইসে পরোবৎসরে,
কেহ কেহ করয় নর্ত্তন।
বাড়ী ঘর ভরি যায়, সবে হরি নাম গায়।
প্রেমরসে হইয়ে মগন।
নরনারী সবে মিলি, প্রেম হ'য়ে কুতুহলী,
হরি নাম করে যে শ্রবণ।।
কোন জন কায় মনে, চেয়ে তাকে পথ পানে,
আসিবে সে মতুয়ার গণ।
পদধুলি প্রাপ্ত হ'ব, এ জীবন জুড়াইব,
শান্তি পাব শুনিয়ে কীর্ত্তন।
বৎসরান্তে একদিনে দুর হ'তে মতোগণে,
আসে ধেয়ে নিশান হস্তেতে
উচ্চরবে হরিনাম, সবে করি অবিরাম,
জয় ডংকা শিঙ্গাধ্বনি তাতে
বাজে মৃদঙ্গ মাদোল, ঝাজে বলে হরি বলে
চারিদিকে ধায় প্রতিধ্বনি।।
জমিতে যাইতে পথে, অনেকের গৃহ হ'তে
রামাগণে দেয় হুলুধ্বনি।
নর নারী সবে মিলি, মনে হয়ে কুতুহলি,
মতো গৃহে করে আগমন।।
উঠিলে বাড়ীর পরে রামাগণে, উচ্চৈঃস্বরে,
করে সবে মঙ্গলাচরণ।।
কেহ আসে নৌকা পথে, নারীবৃন্দ নিয়ে সাথে
তাহারাও বলে হরিবোল।
জলে স্থলে নাম গান, শ্রবণে জুড়ায় প্রাণ,
উঠে যেন সুমধুর রোল।।
কত দ্রব্য আনে সবে, মত্ত হ'য়ে মহোৎসবে,
কেহ কেহ ওড়াকাঁদী নেয়।
কেহ আনে গুরুবাড়ী, চাল ডা'ল তরকারী,
যার যাহা সাধ্যেতে কুলায়।।
কোন গৃহ থাকে শূন্য, ক্ষণকালে পরিপূর্ণ,
কি ভাবেতে কে এনে যোগায়।

কিছু নাহি বোঝা যায়, কি ভাবেতে পূর্ণ হয়,
এ বড় অত্যাশ্চর্য্যময়।।
আসি যত ম'তোগণে, সবাই আন্দ মনে,
প্রেমাবেশে করি হরিনাম।
কীর্ত্তনান্তে সবে মিলি, মুখে হরি হরি বলি,
ভোজনান্তে করেন বিশ্রাম।
যার যাহা সাধ্য মত, সেবা করে মনোমত,
গৃহস্বামী আনন্দ হৃদয়।
নিয়ে ভক্ত পদধুলি, পায় মাখে হরি বলি,
আরো কত করে সবিনয়।
মতোদের সন্নিকটে, থেকে কথা কয় পুটে,
অকপটে কহে মিষ্টভাষ।
তোমাদের বাড়ী ঘর, কভু না ভাবিও পর,
আমি হই অনভিজ্ঞ দাস।।
কৃপা করি ভক্তিগণ দান কর শ্রীচরণ
সেবা যোগ্য আমি কভু নই।
দিও সবে শ্রীচরণ, এই মোর নিবেদন,
নহি কভু দাস যোগ্য হই।
ম'তোগণে পায় শান্তি, দূরে যায় সব ক্লান্তি
ম'তোগৃহে হয় নিত্যাধাম।
কোন গৃহে অবিশ্রান্ত, কীর্ত্তনের নাহি ক্ষান্ত,
সারানিশি হয় হরিনাম।।
শ্রীহরি নামের বলে, চতুর্ব্বর্ণ ফল ফলে,
মোক্ষফল পায় অনায়াসে। কারো কারো
ভাগ্য ফলে অনর্পিত প্রেমফলে,
মুক্তিপদ বাঞ্ছা নাহি আসে।।
হরিভক্ত পেলে পরে, যেবা হরি জ্ঞান করে,
সেবা করে অত্যানন্দ ভরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন, তুষ্ট থাকে অনুক্ষণ,
মুক্তিপদ দান করে তারে।।
এভাবে মতুয়া দলে, সবে আসে হরিবলে,
ভক্তগহে করে মহোৎসব।।
অতি পরমোৎসাহে, অনেক মতুয়া গৃহে,
এইভাবে আনন্দ উৎসব।।
প্রতিবেশী কোন জনে, কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনে,
ধেয়ে এসে শুনেছে কীর্ত্তন।
হাঁসে কাঁদে মতুয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
কেহ হয় ধুলায় পতন।।
ওড়াকাঁদী ধন্য লীলা, মত্ত যত হরিবোলা,
ডগমগ হয় কলেবর।
আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে, নামানন্দে মেতে গিয়ে,
কেহ পড়ি রয় ধরাপর।।
কেহ হরি হরি বলে, তাহারে নিয়েছে তুলে
নাম ধ্বনি দেয় কর্ণ মূলে।
নেহারিয়ে হেন দশা, ম'তা হ'তে করে আশা
বক্ষ ভেসে যায় আঁখি জলে।।
কেহ বলে হে গোঁসাই, আমাদের ইচ্ছা তাই,
আমা সবে দাও পদধুলি।
যত দিনে ভবে থাকি, যেন তোমাদিকে দেখি,
মুখে যেন বলি হরি বলি।।
তোমাদের কৃপাগুণে, আনন্দ পাইব প্রাণে,
অন্তরেতে হবে প্রেমসুখ।
পাইয়ে চরণ ধুলি, আমাদের বংশাবলী,
সবাকারে ঘুচে যাবে দুঃখ।।
পথে ঘাটে যে যেখানে, পাইবে মতুয়াগণে,
যত্ন করি নিজ গৃহে নিয়ে।
মুড়ি চিড়া চিনি দধি, তাহার নাহিকো বধি,
সেবা করে হৃষ্ট চিত্ত হয়ে।।
কোথা করে জলছত্র, মিলিয়ে যতেক ছত্র,
জ্ঞানী জন থাকে তার পিছে।
আশা পথ পানে চেয়ে, থাকে সবে হৃষ্ট হ'য়ে
যবে ম'তোগণ আসে কাছে।।
হ'য়ে অতি প্রফুল্লিত, মতুয়ার পদ ধৌত

করে অতি সযতন করি।
অতি আনন্দিত হয়ে, হস্তেতে বাতাসা দিয়ে
এনে দেয় সুবাসিত বারি।।
এই মত বহু গ্রামে, অনেকে নব উদ্যোমে,
জলছত্র পাতি বসি রয়।
মতোদের জল পানে, কত না আনন্দ প্রাণে,
সবিনয়ে কত কথা কয়।।
আসিতে যাইতে পথে, সেবা করে হেনমতে,
সে ভাবের নাহিক তুলনা।
ওরে মন মনুরায়, হ'বে শুভ ভাগ্যেদয়,
মতোদের চরণ ভুলনা।
ভক্ত হৃদে আছে হরি, একথা বিশ্বাস করি,
যেবা ভজে মতুয়ার পায়।
হরি তারে কৃপা ক'রে, নেয় ভবসিন্ধু পারে,
এই কথা যেন সুনিশ্চয়।।
এ মহা ভোবের গতি, বুঝিতে নাহি শকতি,
কিবা খেলা খেলে গুরুচাঁদ।
আপনার নিজ গুণে, হরি নামে ব্রহ্ম দানে,
করিলেন পতিত আবাদ।।
ম'তো গৃহে অভিসার, কে বুঝিবে মর্ম্ম তার,
সুধা ধায় বহে বসুধায়।
বলে তারক রসনা, শোনরে আজন্ম কানা,
ধর গিয়ে গুরুচাঁদ পায়।।
ধন্য লীলা ওড়াকাদী, প্রেম সূত্রে রাখে বাঁধি,
অবিরত মতুয়ার প্রাণ।
বিচরণ বলে তাই, ভবে অন্য গতি নাই,
সেই পদে কর আত্মদান।
গুরুচাঁদ রূপধারী, সেই দয়াময় হরি,
ভজ তার যুগল চরণ।
পাইবিরে অব্যহতি, চরণে হইলে মতি,
তা বিনে আর নাহি অন্য ধন।।

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদের মহিমা প্রকাশ।

পয়ার।

অসীম অনন্ত হয় মহিমা যাহার।
তার গুণ বর্ণিবারে শকতি কাহার।।
ব্রহ্ম বিষ্ণু নারদাদি দিতে পারে সীমা।
কা'র সাধ্য ব্যক্ত করে তাহার মহিমা।।
অনন্ত না পেল অন্ত আমি কোন ছার।
কি নিয়ে বর্ণিব বল মহিমা তাঁহার।।
বর্ণেশ্বরী হারে যার গুণ বর্ণনায়।
অপার জলধি সম যিনি গুণময়।।
তাহার মহিমা গুণ বর্ণিতে না পারি।
তার করুণায় মাত্র লিখনি যে ধরি।।
গুরুচাঁদ থেকে মম হৃদয় মন্দিরে।
আপনার লীলা গুণ আপনি প্রচারে।।
বাড়াতে ভক্তের মান প্রকাশে মহিমা।
বাড়ায় সদায় প্রভু আপন গরিমা।।
ইচ্ছামত স্বীয় ইচ্ছা করুক পূরণ।
গুরুচাঁদ পদে মম এই আকিঞ্চন।।
ধন্য লীলা ওড়াকাঁদি ভক্তগণে কয়।
ক'বে মতি হ'বে মম গুরুচাঁদ পায়।।
ক'বে বা যাইব আমি ক্ষেত্র ওড়াকাঁদী।
কতদিনে শ্রীচরণে হ'য়ে রব বন্দী।।
এবে শযন গুরুচাঁদ ভকত রঞ্জন।
আকর্ষণ করে যত ভক্ত প্রাণমন।।
আকর্ষণ করে যত ভক্ত একজন।
নাম ধাম নাহি জানি উদ্দেশ্য লিখন।।
গৃহেতে বসিয়ে তারে করে আকর্ষণ।
সতত ক'রেছে তার মন উচাটন।।
কত দিনে যাব আমি ক্ষেত্র ওড়াকাঁদী।
রহিব তথায় গুরুচাঁদ পদ বন্দী।।

অনেকেরে তোষামদ কতই করিল।
শ্রীধামে যাইতে কেহ সঙ্গী না হইল।।
একেলা চলিল পথে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
সন্ধ্যারাত্রে রাধাগঞ্জ উদিল আসিয়ে।।
ক্রমে বসি সেই স্থান অন্ধকার হ'ল।
কোথা র'ব কোথা যাব মনেতে ভাবিলা।।
বসিয়ে খালের তীরে ক'রেছে রোদন।
একবার গুরুচাঁদ দেহ দরশন।।
পথ নাহি চিনি আমি কোন পথে যাই।
তোমাকে দেখিতে যাব কারো কোথা পাই।।
অন্ধকারে বসি তথা ভাবে মনে মন।
মম ভাগ্যে নাহি বুঝি তব দরশন।।
কত জন্ম ধরি কত করি অপরাধ।
হেরিতে না পারি বুঝি ও যুগল পদ।।
কেবা মোড়ে নিয়ে যাবে সে পথে চিনায়ে।
কে করিবে হেন কৃপা অধম দেখিয়ে।।
শুনি তুমি এই ভাবে কাঙ্গালের সখা।
ভাগ্যে বুঝি নাই মোরে দয়া কি করিবে।
নিজ গুণে ওড়াকাঁদী আমাকে লইবে।।
হেনভাবে কাঁদে সেই খালকুলে বাসি।
ছদ্মবেশে গুরুচাঁদ দেখা দিল আসি।।
সুন্দর পুরুষ সেজে ভদ্র ব্যবহারে।
সেই স্থানে এসে প্রভু জিজ্ঞাসিল তারে।।
কোথা যাবে ও মশাই কাঁদ কেন বসে।
কোথায় যাইতে বল তব প্রাণে আসে।।
সে ব'লেছে যাব আমি ওড়াকাঁদী ধাম।
কর্ণে শুনিয়েছি আমি গুরুচাঁদ নাম।।
স্বয়ং অবতার তিনি সর্ব্বজন কয়।
দেখিতে তাহারে মম প্রাণ যেন চায়।।
চিনিনা সে ওড়াকাঁদী কোন পথে যাব।
হৃদয় বান্ধবে আমি কেমনে দেখিব।।
কোন দিন যাই নাই ওড়াকাঁদী ধামে।
শুনি বহু লোক মাতে গুরুচাঁদ নামে।
তাই শুনে প্রাণ মন হয় উচাটন।
কেমনে তাঁহারে আমি করিব দর্শন।।
কোন পথে যাব আমি চিনিনা কখন।
কোন পথ ধরি আমি করিব গমন।।
বলে দাও দয়া ক'রে কোন পথে যাব।
কোন পথে গিয়ে আমি ওড়াকাঁদী পাব।।
এইভাবে বলে কত কাতর বচন।
ছদ্মবেশে গুরুচাঁদ বলে তখন।।
মম সনে চল বাপু আমি পথ চিনি।
দেখিতে পাইবে গুরুচাঁদ গুণমণি।।
এল বলি ভক্তে ল'য়ে চলে দয়াময়।
ভাগ্যবান ভক্ত তাঁর পিঁছে পিঁছে ধায়।।
লাইনের খাল যায় অতিক্রম করি।
তথায় হইল মাত্র জানু সম বারি
নারিকেল বাড়ী গেল শেষ রজনীতে।
ছদ্মবেশী গুরুচাঁদ বলে আনন্দেতে।।
এই দেখ মহানন্দ পাগলের ঘর।
এসে গিয়ে থাক তুমি এই বাড়ী পর।।
প্রভাতে বলিও পথ দেখাইয়ে দিবে।
অবশ্যই ওড়াকাঁদী যাইতে পারিবে।।
এতবলি গুরুচাঁদ অর্ন্তধ্যান হ'ল।
সেই লোক বাড়ী পরে তখনে উদিল।।
কারে না ডাকিল সেই রইল গোয়ালে।
সুধন্য জাগ্রত হ'ল অতি ভোর কালে।।
মহানন্দ পাগলের দৌহিত্র দু'ভাই।
বাবুরায় শ্রীসুধন্য রহে সেই ঠাঁই।।
হাল চাষ করিবারে করিবারে করিয়া মনন।
খুব ভোরে জেগে পরে দেখিল তখন।।

গোয়ালের ঘরে এক ব্যক্তি বসে আছে।
গরু চোর ভেবে দ্রুতে যায় তার কাছে।।
বলে বেটা কেবা তুই বাড়ী তোর কোথা
গরু চুরি করিবারে বসে আছ হেথা।।
সে বলেছে দাদা আমি গরু চোর নাই।
আমার মনের ভাব তোমা পাশে কই।।
ওড়াকাঁদী যেতে আমি করিয়ে মনন।
বাড়ী হ'তে একা পথে করেছি গমন।।
রাত্রি হ'ল রাধাগঞ্জ কি করি উপায়।
মনে মনে কত ভাবি বসিয়ে সেথায়।।
বহু রাত্রি হ'ল মোর সেইখানে বসে।
হেনকালে এক বেটা দেখা দিল এসে।।
কেঁদে কেঁটে সবিনয় করি তাঁর ঠাঁই।
বল দেখি কোন পথে ওড়াকাঁদী যাই।।
তিনি বলে মম সনে চল বলে দিব।
চল বাবু তোরে আমি সাথে করে নিব।।
এত বলি সেই বেটা আনে সঙ্গে করে।
এই বাড়ী দেখাইয়া চলে গেল পরে।।
ঘর দ্বার বন্ধ দেখি এখানে বসেছি।
ওড়াকাঁদী যাব বলে বসিয়ে রয়েছি।।
দেখাইয়া দাও পথ ওড়াকাঁদী যাব।
কতক্ষণে গুরুচাঁদে নয়নে হেরিব।।
বলিতে বলিতে করে আঁখি দর দর।
সুধন্য লইল তারে করি সমাধর।।
অতঃপরে বাবুরামে ডাকিয়ে জাগায়।
একে একে সব কথা জানাল তাহায়।।
শুনিয়ে সে বাবুরাম বিস্মিত হইল।
অন্তরের মাঝে সব বুঝিতে পারিল।।
প্রাতঃকালে তারে লয়ে করিল গমন।
পথে গিয়ে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।।
পরে দোহে ওড়াকাঁদী হইল উদয়।
ভক্তিভরে প্রণমিল গুরুচাঁদ পায়।।
এক লক্ষ্যে গুরুচাঁদ পানে চেয়ে রয়।
রূপ হেরি হ'ল যেন বিস্মিত হৃদয়।।
মনে ভাবে সেই রূপ আর এইরূপ।
মনে হয় যেন এই একই স্বরূপ।।
সে জনার লম্বা লম্বা দুইখানি হাত।
এখানেও সেই ভাব না দেখি তফাৎ।।
তার ঠাঁই গুরুচাঁদ জিজ্ঞাসে তখন।
কোন দেশবাসী তুমি হও কোন জন।।
সে ব'লেছে বরিশাল জিলা মম ঘর।
তোমাকে দেখিতে চিত্তে বাসনা আমার।
গুরুচাঁদ বলে তুমি এলে কার সনে।
সে বলেছে তারে নাহি চিনি কোন দিনে।।
সঙ্গে করে এনে মোরে হ'ল অদর্শন।
নারিকেল বাড়ী আমি রহিনু তখন।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি যার সনে এলে।
তারে তুমি দেখ নাই বুঝি কোন কালে।।
কে আনিল তোমাকে পথ দেখাইয়ে।।
কেন তারে আনিল দিয়েছ ছাড়িয়ে
তুমি ছিলে রাধাগঞ্জ খালকুলে ব'সে।
কে তোমারে সঙ্গে করে নিয়ে এল শেষে।
পথিমধ্যে একখানে হ'ল হাটুজল।
আজ গিয়ে দেখ সেথা পার হ'তে হ'বে।
তা বিহনে হেটে যেতে সাধ্যে না কুলাবে
এত পথ এলে তুমি তারে না চিনিলে।
এবে তুমি কেন ভাস দু'নয়ন জলে।।
এতশুনি সে মানুষ অবাক হইল।
পদপ্রান্তে একেবারে লুটিয়ে পড়িল।।
ঠাকুরের বাণী শুনে সেই বাবুরাম।
নয়নেতে জল ধারা বহে অবিরাম।।

এ বড় অপূর্ব্ব খেলা খেলে দয়াময়।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল প্রভু চাহিয়ে তাহায়।।
কি উদ্দেশ্য নিয়ে কর হেথা আগমন।
মন কথা একবার কহ বাছাধন।।
সে বলেছে ওহে প্রভু বলিতেছি তাই।
আপনারে চিনিবারে মম সাধ্য নাই।।
দয়া করে যা করেন কাঙ্গাল বলিয়ে।
কি বলিব তাহা আমি পাইনা ভাবিয়ে।।
আমার মনের বাঞ্ছা শ্রীপদে জানাই।
মতুয়া বলিতে কেহ মোর দেশে নাই।।
মম প্রতি এত দয়া যদি প্রকাশিলে।
তবে যেন আমি এথা আসি দলবলে।।
যেন সবে মতো হয় মম দেশবাসী।
তাদেরে লইয়া যেন ওড়াকাঁদী আসি।।
আসিতে যাইয়া যেন বাঁধা নাহি রয়।
এই ভিক্ষা চাই আমি যদি দয়া হয়।।
দেখা দিয়ে পুনঃ তুমি অন্তর্দ্ধান হ'লে।
এইবার থেকে মম হৃদয় কমলে।।
দেশে গিয়ে আমি যেন সবাকারে পাই।
তা সবারে লয়ে যেন হরিগুণ গাই।।
নারী কি পুরুষ যেন মাতে হরিনামে।
তাহাদের ল'য়ে যেন আমি এই ধামে।
গুরুচাঁদ বলে তাহা হইবে নিশ্চয়।
পবিত্র স্বভাব নিয়ে থাকিও সদায়।।
কায়মনে হরিনাম কর বাছাধন।
তা হইলে হ'বে তব অভীষ্ট পূরণ।।
রোগী এলে হরি নাম দিও উচ্চ রবে।
ব্যবস্থা করিয়ে দিও যাহা আসে মনে।।
পাঁচ সিকা জরিমানা তার ঠাঁই লইও।
জরিমানা এই স্থানে এসে দিয়ে যেও।।
ভাঙ্গিয়ে খেওনা কভু সেই জরিমানা।
তা হইলে তব ঘরে অভাব হবেনা।।
নাম ধর্ম বিতরণ কর দেশ ভরি।
সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে সদা বল হরি হরি।।
দেশবাসী সর্ব্বজন তোমারে মানিবে।
গোসাই বলিয়ে তোমা অনেকে ডাকিবে।
যা'তে রোগ বৃদ্ধি হয় তাই দিও খেতে।।
আরোগ্য হইবে রোগী জানিও প্রাণেতে।।
তোমার বাসনা পূর্ণ হ'বে বাছাধন।
নিজ দেশে এবে তুমি করহে গমন।।
বাবুরাম এই লোকে সঙ্গে করি লও।
খেতে দিয়ে পরে একে সঙ্গে করি লও।।
অদ্য গিয়ে কৃষ্ণপুর থেকে রাত্রিকালে।
পরদিন দেশে যাত্রা করিও সকালে।
এত শুনি প্রণমিল গুরুচাঁদ পদে।
বাবুরাম সনে চলে মনের আহ্লাদে।।
তথা হইতে কৃষ্ণপুরে রওনা হইল।
লাইনের খাল দেখে বিস্মিত গণিল।।
এই স্থানে [illegible]পার হৈনু হ'ল হাটু জল।
আজ দেখি খেয়া নাও পারে সম্বল।।
মনে ভাবে হেন বন্ধু আর কোথা পাব।
তার কৃপা বলে ভব সিন্ধু পার হ'ব।।
এইমত চিন্তা করি খেয়া পার হয়।
অতঃপরে কৃষ্ণপুরে বালা বাড়ী রয়।।
আদ্য প্রান্ত সে বৃত্তান্ত সকল শুনিল।
অতি সযতনে তারে সেবা করাইল।।
তথা হ'তে প্রাতঃকালে করিল গমন।
দেশে গিয়ে নাম ধর্ম করে বিতরণ।।
তাহাতে অনেক লোক মতুয়া হইল।
দল বলসহ শেষে ওড়াকাঁদী এল।।
সে হইতে সেই জন মতুয়া হইল।
হরি গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

ঐশ্বর্য্য আবরণে মাধুর্য্য গোপন।

ঐশ্বর্য্য আবরণে মাধুর্য্য গোপন।
তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তগণে জানে সে কারণ।
আকৃতি প্রকাশ মাত্র থাকে বাহিরেতে।
মাধুর্য্য গোপন থাকে অন্তর মাঝেতে।।
সঙ্গোপনে সুধারস না হয় দর্শন।
বাহিরে অভাস মাত্র হয় প্রকাশন।।
জ্ঞানচক্ষু দিবা চক্ষু দেখা নাহি যায়।
চক্ষুদ্বয় মাধুর্য্যের দেশে সদা রয়।।
ঐশ্বর্য্য দেশেতে চর্ম্ম চক্ষুর প্রকাশ।
বহির্দৃষ্টি লাভ করি পুরো অভিলাষ।।
নিষ্ঠা ভক্তি অনুরাগ বিবেক চৈতন্য।
শ্রদ্ধা স্মরণ সুমতি তারা অগ্রগণ্য।।
আকার বিহিন শুধু নাম মাত্র হয়।
অপ্রাকৃতিক দেশেতে সদাকাল রয়।
অন্তর্দ্দর্শী ভক্তগণে জেনে সে সন্ধান।
এ জগতে হ'ল তারা পরম মহান।।
পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ বাণ পঞ্চ রস আদি।
হৃদি মাঝে সঙ্গোপনে রাখে গুণনিধি।।
ষড়রিপু আদি করি মাধুর্য্যের সব।
নাম মাত্র শোনা যায় নাহি অবয়ব।।
ত্রিচক্ষু উন্মিলিত ভক্ত যেই জন।
ভূৎ ভবিষ্যৎ বর্তমান জানে সেই জন।
প্রাকৃতিক দেশেতে থাকিয়ে সেই নর।
অন্তর বাহিরে সব জানে সমাচার।।
চক্ষু যদি নাহি মেলে দেখা নাহি যায়।
মানব জনম তার বিফলে পৌঁছায়।।
চর্ম্ম চক্ষু বহির্দৃষ্টি না জানে অন্তর।
গোবরের পোকা সম তল্লাসে গোবর।।
অন্তরে মাধুর্য্য বস্তু না চিনে কখন।
মোহ মায়া রাজ্যে সদা করয় ভ্রমণ।
কভু নাহি হয় তার আত্ম দরশন।
ঐশ্বর্য্যের আশা নিয়ে কাটায় জীবন।
ধনজন পুত্র কন্যা আমিত্ব গৌরব।
বাহ্য বস্তু পেলে তার বাড়ে যে উৎসব।।
তিনি ভাবে সর্বসার ঐশ্বর্য্যের কর্ম্ম।
জানিতে না পারে কভু মাধুর্য্যের মর্ম।।
গুরুপদে সেই জন নিয়েছে শরণ।
হৃদিমাঝে হয় তার স্বরূপ দর্শন।।
জ্ঞানচক্ষু দিয়ে হেরে স্বরূপের রূপ।
দিব্য চক্ষু পায় সেই সুধা রস কূপ।।
ঐশ্বর্য্যের ভক্তে তাহা দেখিতে না পারে।
অন্তরের বস্তু থাকে অন্তর মাঝেতে।।
মাধুর্য্যের ভক্তগণে অতি সঙ্গোপনে।
গুরুপদ পূজা করে রেখে হৃদাসনে।।
মনে মনে মনফুল তুলিয়ে যতনে।
চর্চ্চিত করিয়া লয় শ্রদ্ধা সচন্দনে।।
অনুরাগ তুলসীর পত্র করে দান।
তাতে হয় প্রফুল্লিত দেহ মন প্রাণ।।
চিত্ত ঘটে পঞ্চবিধা মুক্তি আম্রসর।
দান করি হয় তার আনন্দ অপার।।
চতুর্বর্ণ ফলাফলে নৈবিদ্য সাজায়।
দেহ মন তার সনে মিলাইয়া দেয়।।
আর্যদের জাতিকূল জীবন যৌবন।
স্বকর্মের ধূপ দীপ জ্বালায় তখন।।
সেই পূজা বাহিরেতে না হয় প্রকাশ।
ঢাক ঢোল করতাল নাহি বাজে কাঁস।।
অন্তরের ধন রেখে হৃদয় মন্দিরে।
গুরুপদ ধৌত করে প্রেম অশ্রুনীরে।।
বহির্দৃশ্যমান যারা কভু না সম্ভবে
ঐশ্বর্য্যে ভক্তির ভক্ত বহির্দৃষ্টি হয়।
মাধুর্য্যে দেশের ভাব জানিতে না পায়।।

তাহার প্রমাণ এই শ্রীদেবী জানকী।
আরোপে সাজিয়েছিল হরি প্রাণপাখি।।
মোল্যাকাঁদী থেকে ফুল তুলে মনে মনে।
মনসূতে মালা গাঁথে পরম যতনে।
হার গেঁথে দোলাইলি ঠাকুরের গলে।
অতি সুশোভিত হ'ল সেজে সেই ফুলে।।
প্রাকৃতিক দেহ তার ছিল মোল্যকাঁদী।
অপ্রাকৃতিক দেহটি পৌঁছায় ওড়াকাঁদী।।
অচেনা দেশেতে থেকে সাজায় ঠাকুরে।
মন সুখে মাল্য দান করি থরে তরে।।
শ্রীগুরুচাঁদের লীলা মাধুর্য্যের সার।
ঐশ্বর্য্যের আবরণ উপরে তাহার।।
এই মহা বস্তু তত্ত্ব করিতে প্রকাশ।
আপনি এলেন ভবে সেই পীতবাস।।
আত্ম সুখী ভক্তগণে ইহা না বুঝিবে
কর্মফল আশা করি ধরম যাজিবে।।
স্বকাম সাধনা ভবে করে যেইজন।
নিষ্কমের মর্ম তারা না জানে কখন।।
বিফল জনম তার এ ভব সংসারে।
ঐশ্বর্য্যের ভুগী হ'য়ে আসে বারে বারে।।
মাধুর্য্যের ভক্তগণ আত্মসুখ ত্যাগী।
সংসারে থাকিয়ে হয় সংসার বিরাগী।।
মন প্রাণ দিয়ে কর্ম করেন সতত।
অথবা বাহিরে থেকে হয় ভাবাশ্রিত।।
লক্ষ্য রাখে গুরুপদে সদা সর্ব্বক্ষণ।
মায়াত্যাগী হ'য়ে করে সংসার পালন।।
অন্য অভিলাষ তার নাহি জাগে মনে।
অনুক্ষণ মন সঁপে শ্রীগুরুর ধ্যানে।।
কামের ঘরেতে করে প্রেমের উৎপত্তি।
গুরু কৃপা বলে পায় সে অক্ষয় রতি।।
নিগম সন্ধান জানি গুরুর নিকটে।
প্রেমের মর্ম্মার্থ সেই লভে অকপটে।
ঐশ্বর্য্য আবরণে মাধুর্য্যকে রাখি।
মনে মনে সদাকাল থাকে প্রেম সুখী।
ভাবের আবেশে পূর্ণ থাকে তনু মন।
অন্তরেতে গুরুমূর্ত্তি করে দরশন।।
হেন ভাবে সদানন্দে করেন বসতি।
জ্ঞান চক্ষে দেখ সদা গুরুর মূরতি।।
হৃদি পটে গুরুরূপ অঙ্কিত করিয়া।
স্বরূপ আরোপে তার প্রেম পূর্ণ হিয়া।।
এইভাবে সুপ্রকাশ মাধুর্য্যের সার।
প্রেমময় ভাব কান্তি করে অধিকার।।
গুরুপদে মন সঁপি হইয়ে কাঙ্গাল।
দীনহীন বেশ ধারী সাজে যে বেহাল।।
সূক্ষ্ম ধর্ম জানাইতে প্রভু গুরুচাঁদ।
ঘুচাইল অন্তরঙ্গ ভক্তের বিষাদ।।
সুনির্মল ভক্তগণ যারা এ জগতে।
গুরুর সনেতে রহে সম্বন্ধ অতীতে।।
পরাণ পুতলী গুরু নয়নের মণি।
জীবন সর্বস্ব হয় গুরু চিন্তামনি।।
অন্যরূপে মন মুগ্ধ না হ'বে যাহার।
সেই জন প্রিয় পাত্র হইবে আমার।।
আর কিছু নাহি চায় জীবনে মরণে।
গুরুর মূরতি খানি রাখে হৃদাসনে।।
জাতি কুল মান গুরু জীবন যৌবন।
শ্রীগুরু হৃদয় নিধি সর্বস্ব রতন।।
অতীব মধুর ভাব অন্তরে প্রকাশ।
দাসী সম গুরুপদে সদা থাকে আশ।।
হৃদি পদ্মে প্রতিষ্ঠিত গুরুপাদ পদ্ম।
তার ঠাঁই একমাত্র গুরুই আরাধ্য।।
গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু সর্বসার।
গুরুর চরণ বিনে বাঞ্ছা নাই আর।।

গুরুই পরম গতি এ তব মাঝারে।
গুরুপদ করে ধ্যান সতত অন্তরে।।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
সর্ব্ব সিদ্ধ ফল পদ ব্রহ্ম পরাৎপর।।
সতঃ রজঃ তমঃ গুণ সমন্বয় করি।
গুরুরূপে বর্তমান আপনি শ্রীহরি।।
ভগবতে আছে তার স্বরূপ প্রমাণ।
গুরুরূপে কৃষ্ণ করে জীব পরিত্রাণ।।
জীবের লাগিয়ে সেই নন্দ সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হ'ল গুরুরূপ ধরি।।
সৎ সত্বা সেই জন ক'রেছে ধারণ।
তার পক্ষে কাল ভয় হয় নিবারণ।।
পিতৃধন সযতনে রাখে যেই নর।
ভাগ্যবান সেইজন এই ধরাপর।
গুরুর কৃপায় পায় সে উত্তম গতি।
তাহার সহায় নিজে হ'ন গুরুপতি।।
রজঃস্তগে ব্রহ্মাদেব সৃষ্টি অধিকারী।
অপ্রাকৃতিক দেশেতে যাই বলিহারি।।
রজঃপুণে সৃষ্টি করে নিষ্ফল করম।
ঈশ্বরীয় কর্ম্ম ভবে সর্বত উত্তম।।
গুরুমুখ পদ্মবীজে যাহা সৃষ্টি হয়।
তুলনায় ভবে কিছু খুঁজিয়ে না পায়।।
নিঃস্বার্থ ভাবেতে যেবা গুরু কর্ম করে।
সবা ঠাঁই প্রিয় পাত্র হয় সেই নরে।।
নিহেতু ভাবেতে যেবা করম করিবে।
তাহার কর্মের ফল ঈশ্বরে পৌঁছাবে।।
তমঃগুণে সংহারক শক্তি বটে হয়।
তার মাঝে চৈত শক্তি সঙ্গোপনে রয়।।
হিংসা আদি লোভ মোহ কিছু না রাখিবে।
সকলি বিনাশ হ'বে শক্তির প্রভাবে।
ত্রিগুণের ক্রিয়া যত উন্নত হইবে।
নিম্নগতি একেবারে সমূলে নামিবে।।
সর্বগুণ শক্তি গিয়ে নির্গুণে পৌঁছায়।
গুণাতীত রাজ্যে গিয়ে প্রেমধন পায়।
হেনধন দিতে জীবে এক গুরুচাঁদ।
অন্তরঙ্গ ভক্তের বাড়িল আহ্লাদ।।
মনের গোপনে রেখে সুনির্মল ভক্তি।
বাহিরেতে অন্য ভাব সদা করে উক্তি।।
আপনি গোপন থাকে জনগণ মাঝে।
অন্তরে মাধুর্য্য গতি সতত বিরাজে।।
বহিরঙ্গ ভক্ত যারা বুঝিয়ে না পায়।
নিঃস্বার্থ ভক্ত বিনে প্রেম নাহি পায়।
প্রেম ভক্তি হ'লে সেই পায় সদুপায়।।
গুরুর করুণা বিনে জানিতে না পারে।
বৃথা যার তার জন্ম এই ধরা পরে।।
মাধুর্য্যের দেশে নাই ফলের প্রত্যাশা।
একমাত্র গুরুপদ সদাই ভরসা।।
ঐশ্বর্য্য আবরণে মাধুর্য্য গোপনে
অন্তরে লুকিয়ে রাখে অন্তরের ধনে।।
সর্বসার গুরুচাঁদ হৃদয়ের ধন।
সেই পদ বাঞ্ছা করে সদা বিচরণ।।

শ্লোক

আগমৈব কল্পিতঞ্চ জনবিমৃৎ কুরু।
মাঞ্চ গোপায় জনমস্মাৎ সৃষ্টিরুত্বরুত্তরেব।

ত্রিপদী

গোলকের পতি যিনি, বলিলেন এই বাণী
চাহি সেই পঞ্চানন প্রতি।
শুধু তুমি পঞ্চানন, আগমন শাস্ত্র প্রণয়ন,
তুমি তাহা করহ সম্প্রতি।।
তাই পেয়ে মুহ্যমান, রহিবে জীবের প্রাণ,
কর্মফল প্রার্থী হ'য়ে সবে।
হইবে আগমন পন্থি, তাহাতে রাখিয়ে মতি,

স্বকাম সাধিবে উৎসবে।।
ধ্যান জ্ঞান উপাসনা, যোগ মার্গে আনাগোনত্ত,
রেচক পূরক যে কুম্বক।।
ব্রত আর উপবাস, কর্মফল পেতে আশ
রবে সদা অন্তরে পুলক।।
যোগীন্যাসী কি সন্ন্যাসী, কেহ হয়ে তীর্থবাসী
জানিবে সে আগমের সার।
পরমহংস ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ কি ফকিরী,
সবে রবে আগমে তৎপর।।
নিগমের মর্ম যাহা, খুঁজে না পাইবে তাহা,
সৃষ্টি পথে হ'বে অগ্রসর।
আমাকে দূরেতে রেখে, লিখ তুমি মন সুখে,
রবে জীব তাহাতে তৎপর।।
অঙ্গরঙ্গ ভক্ত সনে, রহিব আনন্দ মনে,
এই মম প্রাণের বাসনা।
বহিরঙ্গ ভক্ত যত, অনিত্যেতে হ'বে রত।
আরো আত্ম সুখেতে উন্মানা।
শুনিয়ে সে পঞ্চানন, করে আগম প্রণয়ন
তার মাঝে বহু কিছু রয়।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পঞ্চবিধা মুক্তি সুখ্য
মুক্তিকামী হইবে সবায়।।
প্রেমবস্তু না মিলিবে, আগমেই মুগ্ধ রবে,
ফলাকাঙ্খী হ'বে সর্বজন।
যাগ যজ্ঞ হোম ব্রত, সব হ'বে অপসৃত,
তথাপিত না পাবে প্রেম ধন।।
আগমে ঐশ্বর্য্য ভাব, নিগমের ঘটে অভাব,
প্রেমভক্তি বহু দূরে রয়।
মাধুর্য্যের লেশ নাই, শুন এবে সব ভাই,
খুটি নাটি মধ্যে গণ্য হয়।।
এ লীলা অতি আশ্চার্য্য, ঐশ্বর্য্য মাঝে মাধুর্য্য,
আগমে নিগম সমাবৃত।
যে জনিবে এই তত্ত্ব, সে পাইবে পরামার্থ।।
হরি লীলা শুধু রসামৃত।।
সমীমে অসীম রয়, ইহাও সেই মত হয়।
এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার।
রসিক সুজন বিনে, অন্য কভু নহে জানে।
মাধুর্য্যের ধার সুধাবার।।
চতুর্বর্গ ফলাফল, মুক্তির কুসুম দল,
আগমেতে আছে নিরুপন।
নিগমেতে ফল শূন্য, শুধু প্রেম ভক্তি গণ্য,
ফলাফল সব অকারণ।।
বাহিরের আবরণ, বাহ্য দৃষ্টি নিরীক্ষণ,
তাহে নাহি অন্তদর্শী হয়।
সেই মত আগমেতে, নিগমের আচ্ছাদিতে,
বহির্ব্বেশ প্রয়োজন হয়।।
নিগমের তত্ত্ব যাহা, প্রকাশ না হয় তাহা,
গুপ্তদেশে রহে চিরকাল।
কালাকাল ভেদ নাই, গোপনেতে রেখ স্থায়ী
বহে কত আনন্দ হিল্লোল।।
মাধুর্য্যের ভক্ত যারা, গোপনেই থাকে তারা,
ঐশ্বর্য্যের আবরণ দিয়ে।
সাধারণ লোক হ'তে, রহে সদা গোপনেতে,
আপনার স্বধর্ম লাগিয়ে।।
মুক্তিকামী নহে তারা, হরি প্রেমে মাতোয়ারা
সদস্য থাকে আত্ম গোপনেতে।
সাধারণ লোক যত, জানে না তাহার তত্ত্ব
বাহ্য ভাবে সদা তাকে মেতে।।
অন্তর্দ্দর্শী হলে পরে, তবে সে চিনিতে পারে
এইভাবে মানুষ রতন।
বাহিরের ভাব হেরে, সে মানুষ চিনিতে নারে,
অন্য ভাবে ধায় তার মন।।

অন্তরেতে মাধুর্য্য রাখি, ঐশ্বর্য্যেতে অঙ্গ ঢাকি,
রহে সদা মানব গোচরে।
বাহিরের ভাব হেরে, অনেকেই যায় সরে
সে মানুষ ধরিত না পারে।।
পঞ্চবর্গ আগমেতে, প্রেম ভক্তি নাহি তা'তে
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ রয়।
ফলাফল যুক্ত রহে, নিস্ফল নামিলে তাহে,
ঐশ্বর্য্যের শুধু পরিচয়।।
এর মাঝে তারতম্য, রয়েছে নিগুঢ় মর্ম,
বেদাতীত দেশে তাহা রয়।
বর্ণ মাঝে সূত্রপাত, যাতে হয় আত্মবৎ,
হেন পথ আবিষ্কার হয়।।
ধর্ম বাক্যে ধর তারে, যে আনিল এ সংসারে
তবে হ'বে স্বধর্ম রক্ষণ।
অর্বাক্যে গুরুপদে, পরমার্থ সুসম্পদে,
সেই পদ অমূল্য রতন।।
কাম বাক্যে কামাশূন্য, নিস্কামেতে হবে গণ্য
সব আশা কর বিসর্জ্জন।
মোক্ষ ফল তুচ্ছ করি, প্রেমানন্দে ভজ হরি,
অন্তে পাবে শান্তি নিকেতন।।
মহামোক্ষ পদে যেই তাতে হ'য়ে লক্ষ্যজয়ী
মুক্তি ফল ত্যজ অবহেলে।
পঞ্চরস অধিকার, যদি হয় একবার
অকামনা প্রেমফল মিলে।।
পঞ্চবর্গে পঞ্চরস, যাহাতে জগত বশ,
সেই রস হৃদে বর্ত্তে যার।
সেই পায় ব্রজ রস, রাধার উজ্জ্বল রস
চিন্তামণি ধন যারে কয়।।
শব্দ স্পর্শ রূপ, রস, আরো তাহে গন্ধ রস,
এ পঞ্চ রসের মূলধন।
প্রেম ভক্তি বর্ত্তে যার, হেন দশা হয় তার
সেই জন পায় প্রেম ধন।।
বর্ণ মাঝে হেন পদ, রেখেছেন গুরুচাঁদ,
এ লীলার নাহিক তুলনা।
কামনা বাসনা ভুলে যাক তারে প্রাণ খুলে
নাহি রবে পরের ভাবনা।।
বিচরণ বলে তাই, শুন হে সকল ভাই।
অন্য গতি ভবে আর নাহি।
এস সবে কায়মনে, পড়ে থাকি সে চরণে।
যাহা করে দরদী গোঁসাই।

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ কর্তৃক দৈব ব্যাধি মুক্তি।

পয়ার

ফরিদপুরেতে রয় শ্রীসুরেন্দ্র রায়।
রাড়ী ব্রাহ্মণ কুলে জনম যে হয়।।
ওকালতী করি পাশ করে ওকালতী।
শহরের মাঝে তিনি করে বসতি।।
তার ঘরে জন্মেছিল একটি কুমার।
দৈবেতে তাহার দেহে হ'য়েছিল জ্বর।।
প্লীহা যকৃত আদি পেটে পরিপূর্ণ।
বহু ডাক্তারাদি আনে প্রতিকার জন্য।।
কিছুতেই প্রতিকার না হইল জ্বর।
জীর্ণ হ'ল দেহ খানা প্রাণ ধরফড়।।
বাঁচিবেনা বলে হ'ল সবার ধারণা।
তাহাতে মায়ের প্রাণে ধৈর্য্য মানে না।।
ডাক্তারে ব'লেছে আর চিকিৎসা চলে না।
এই ছেলে কোন মতে বাঁচিতে পারে না।।
তাহার জননী কাঁদে গণিয়ে হুতাশ।
পুত্রের মরণ ভেবে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।।
মনে ভাবে পুত্র মৈলে কেমনে বাঁচিব।
পুত্রের বিহনে প্রাণ কেমনে রাখিব।।

পুত্রহীনা হ'য়ে আমি দাঁড়াইব কোথা।
কেমনে সহিবক আমি পুত্র শোক ব্যথা।।
একটি মাত্র পুত্র মোর নাহি অন্যজন
পুত্রহীনা হ'লে মম ঘটিবে মরণ।।
এই ভাবে কাঁদে সদা তাহার জননী।
কোন কোন দিন কাঁদে সারাটা রজনী।।
কেঁদে বলে কোথায় আছ অধীনের বন্ধু।
একবার দান কর তব কৃপা বিন্দু।।
অনাথের নাথ তুমি শুনেছি শ্রবণে।
আমাকে করহে কৃপা দীনহীনা জেনে।।
তুমি বিনে কেউ নাহি অনাথের বন্ধু।
কৃপা করি তরাওহে এ বিপদ সিন্ধু।।
আমার বলতে ভবে আর কেহ নাই।
তব পাশে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাই।।
এই মত কাঁদে মাতা আকুল হৃদয়।
পুত্রের লাগিয়ে সদা করে হায় হায়।।
ডাক্তার দেখানু তা'তে কিছুই না হ'ল।
বিধাতা নিশ্চয় বুঝি বৈমুখ হইল।।
এ জগতে তুমি প্রভু পতিত পাবন।
একবার কৃপা কর দেহ শ্রীচরণ।।
প্রভুর অপার লীলা কে বুঝিতে পারে।
কোন ভাবে এ জগতে কারে কৃপা করে।।
সে নারীর কান্না যেন কর্ণেতে পৌঁছিল।
স্বপ্নাবেশে সে বালকে দয়া প্রকাশিল।।
একদা রজনী শেষে শিয়রেতে বসে।
বালকের পানে চেয়ে বলেন হরষে।।
শোন তোরে দেই আমি এক উপদেশ
মনে রাখ মম বাণী করিয়ে বিশেষ।।
বাজার হইতে এক বোয়াল আনিয়ে।
সেই মাছ খাবি পরে দোষাযে করিয়ে।।
দ্বাদশ মশল্লা দিয়ে রন্ধন করিবি।
অন্ন দিয়ে সেই মাছ পেট পুরে খাবি।।
তা হইলে এই রোগ হ'তে মুক্তি পাবি।
পাঁচসিকা জরিমানা উঠায়ে রাখিবি।।
লোক দিয়ে জরিমানা দিস্ ওড়াকাঁদী।
যখন হইবে মুক্তি তো এই ব্যাধি।।
মনে মনে হরিনাম যতনে করিবি।
মায়ের নিকটে সব খুলিয়া বলিবি।।
সরিষার তৈল দিয়ে আদা রস দিস।
সেই তৈল সর্ব অঙ্গে যতনে মাখিস।।
এত বলি গুরুচাঁদ অন্তর্দ্ধান হ'ল।
স্বপন বৃত্তান্ত সব মায়ের বলিল।।
তিনি গিয়ে জানাইল স্বামীর সদনে।
বাজার হইতে আন বোয়াল মাছ কিনে।।
বাবু বলে সেই মাছ দিয়ে কি হইবে।
তিনি বলে খোকারে খাওয়াইতে হ'বে।।
সুরেন্দ্র বলেছে তুমি বলকি এখন।
এই মাছ খেলে হ'বে অবশ্য মরণ।।
রমণী ব'লেছে মোর হেন মনে লয়।
স্বপনেতে শুভ ফল ফলিবে নিশ্চয়।।
বহু চেষ্টা করিয়েছ হ'য়েছে বিফল।
ঠাকুরের বাণী ইহা হইবে সফল।।
বাজার হইতে মাছ আনহ কিনিয়ে।
দোষা ক'রে রেঁধে ওরে দিব খাওয়াইয়ে।।
সুরেন্দ্র রায় অনিল সে মাছ কিনিয়ে।
ঠাকুরের কথা মত দিল খাওয়াইয়ে।।
খাইল উদর পুরে সেই সে বালক।
কেন যেন হ'ল তার হৃদয় পুলক।।
দাস্ত হ'ল পরদিন পেট হ'ল খালি।
সরিষার তৈল মাখে হরি হরি বলি।।
সে হইতে বালকের ব্যাধি সেরে গেল।
পাঁচ সিকা জরিমানা উঠায় রাখিল।।

সময় হলনা তাই পাঠাতে না পারে।
যতন করিয়ে তাহা সেরে রাখে ঘরে।।
বহুদিন পরে লাট ফরিদপুরেতে।
ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হ'য়েছিল তাতে।।
সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গেকরি যান দয়াময়।
যবে তরী ঘাটে গিয়ে হইল উদয়।।
কি ভাবেতে যেন সেই বালক জেনেছে।
ঠাকুর এসেছে জেনে পিতাকে ব'লেছে।।
বলেছে সুরেন্দ্র রায় ঠাকুর কোথায়।
কা'র ঠাঁই শুনে তুই বলিস আমায়।।
বালক ব'লেছে ঘাটে চল একবার।
পাল্কীতে চড়িয়ে এল ঠাকুর আমার।।
এত বলি চলি যায় পিতার সঙ্গেতে।
উপনীত হ'ল গিয়ে অতি আনন্দেতে।।
পাল্কীর নিকটে গিয়ে ব'লেছে পিতারে।
আমার ঠাকুর আছে পাল্কীর ভিতরে।।
এত বলি সে বালক পাল্কীতে উঠিল।
ঠাকুরের পদে গিয়ে প্রণাম করিল।।
পাঁচসিকা জরিমানা দিল ঠাকুরেরে।
ঠাকুর বলেন কেন টাকা দাও মোরে।।
বালক ব'লেছে মোর সারিলেন জ্বর।
আপনাকে দেই এবে জরিমানা তার।।
গুরুচাঁদ বলে তোমা দেখিনি কখনে।
তোমার এ জ্বর আমি সারিব কেমনে।।
বালক বলেছে মোর সারিলেন জ্বর।
আপনাকে দেই এবেজরিমানা তার।
বালক বলেছে স্বপ্নে দেখি আপনারে।
আপনার বাক্য পেলে কি করিবে জ্বরে।।
পচা বোয়াল মাছ খেয়ে জ্বর সেরে গেল।
সে হ'তে শরীর মর্ম সুস্থির হইল।।
সে হইতে চেয়ে আছি আশা পথপানে।
আপনার দরশন পাব কতদিনে।।
কৃপা কির এসে আজি আপনার গুণে।
দরশন দিলে নেবে এই দীন হীনে।।
ঠাকুরের সঙ্গে যারা নৌকা পরে ছিল।
বালকের কথা শুনে বিস্মিত হইল।।
বালক ব'লেছে ওহে প্রাণের ঠাকুর।
আপনার লীলা খেলা বড়ই মধুর।।
চতুরের শিরমণি এই বিশ্ব মাঝে।
চতুরালী আপনার মানব সমাজে।।
কা'র সাধ্য বোঝে প্রভু আপনার লীলা।
কা'কে বিনয়ে কি ভাবেতে ক'রেছেন খেলা
ঠাকুর বলেছে তুমি কি বল বালক।
আপনি হ'লেন বড় ভাল চিকিৎসক।।
স্বপনে দিলেন দেখা মোরে দয়াময়।
কত দয়া করিলেন আসিয়ে আমায়।।
রোগের কারণে কত ঔষধ খেয়েছি।
কোন মতে তাতে নহে আরোগ্য পেয়েছি।।
স্বপ্নযোগে দিয়ে দেখা সারিলে ব্যাধি।
জানিলাম আপনার কৃপা কি ঔষধি।।
বালকের মনে হয় বড়ই আহ্লাদ।
কৃপা করি তার প্রতি বলে গুরুচাঁদ।।
যদি তুমি স্বপ্নাদেশে পাও দরশন।
মনে মনে সেইরূপ করিও চিন্তন।।
এ সব বলিয়ে তারে বিদায় করিল।
সর্ব্বজন শুনে তাহা অবাক হইল।।
অপরেতে লাট সনে করি দরশন।
করিলেন আপনার কর্ম সমাপন।।
কে বোঝে প্রভুর লীলা হেন সাধ্য কার।
ধরামাঝে করে লীলা বড় চমৎকার।।
ভক্ত রঞ্জন প্রভু বুঝে ভক্ত মন।
আপনার স্বকরুণা করে বিতরণ।।

ধন্য হ'ল পূর্ব্ববঙ্গ যার কৃপা গুণে।
ভক্তি না থাকিলে বল পায় কোন জনে।।
ভক্তির্ব্বাধ্য ভবারাধ্য ভক্ত পাশে কেনা।
বিশ্ব মাঝে যত প্রাণী বল তারে কে-না।।
ভক্তি শূন্য হ'লে তারে ধরা নাহি দেয়।
যার ভক্তি তার হরি সর্ব্বলোকে কয়।।
এই ভাবে নিজ দয়া প্রকাশ করিল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের মাহাত্ম্য প্রকাশ
পয়ার।

এতদিনে পূর্ণ হ'ল ভক্তের কামনা।
গুরুচাঁদ কৃপা যোগে আনন্দ ধরে না।।
যে যাহা বাসনা করে পূরে মনস্কাম।
বহু ভক্ত সমাগম হইল শ্রীধাম।।
বহু দেশবাসী এসে মতুয়া হইল।
কেহ কেহ নাম ধর্ম প্রকাশ করিল।।
গুরুচাঁদ হ'তে সবে আনন্দ পাইল।
চিত্তে সন্ধ কর্ম বন্ধ সব দূরে গেল।।
নামের হিল্লোল উঠে ওড়াকাঁদী ধাম।
প্রেমভরে ভক্তগণে করে হরিনাম।।
ব্যাধি মুক্তি হয় সেই ওড়াকাঁদী এলে।
ঠাকুরের বাক্য মেনে ভক্তগণ চলে।।
কারো কারো ব্যাধি মুক্ত মুখের কথায়।
কা'কে ব্যবস্থা দিলে রোগ সেরে যায়।।
কাহার বা ভবব্যাধি হ'তেছে আরাম।
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে করে হরিনাম।।
বহুদেশে নাম ধর্ম করে বিতরণ।
ওড়াকাঁদী আসে ল'য়ে বহু শিষ্যগণ।।
প্রেমানন্দে ভরে সবে হরিনাম করে।
ঠাকুরের বাক্য পেলে যার নিজ ঘরে।।
আদি লীলা রাউৎ খামার মোল্যাকাঁদী।
ওড়াকাঁদী মাছকাঁদী আর ঘৃতকাঁদী।।
পদ্মবিলা লক্ষ্মীপুর রাজপাটে হয়।
দইসারা বারবাগ তার মাঝে রয়।।
তালতলা সুরগ্রাম নারিকেল বাড়ী।
নড়াইল তারাইল বহু গ্রাম জুড়ি।।
কৃষ্ণপুর গান্দেসুর পাটেকল বাড়ী।
ঘোষালকাঁদী করপাড়া আর বাঘাজুড়ি।।
জ্যোৎকুরা ঘোনাপাড়া সীতারামপুর।
শিঙ্গা হাড়িয়াড়া দেবাশুর পুইশুর।।
চন্দ্রদ্বীপ শক্তাগ্রাম সে কালী নগর।
সিল্টা কি বরণ পাল্টা দিগারা যে আর।।
বহু গ্রামে বহু লোক মাতিয়া উঠিল।
গুরুচাঁদ নামে ক্রমে ছড়িয়ে পড়িল।।
কংশুর মালী পাতা সে কাটোর বাড়ী।
উঠিল নামের ধ্বনি বহুগ্রাম জুড়ি।।
বহু গ্রামে মহানন্দ করে ভ্রমণ।
প্রেমানন্দে নাম ধর্ম্ম করে বিতরণ।।
বহুত প্রমাণ লাগে সে সব লিখিতে।
লেখা আছে হরি গুরু চরিত্র সুধাতো।।
যে যে গ্রামে শ্রীগোলক ক'রেছে আবাদ
মহানন্দ ভ্রমে তথা ল'য়ে পরিষদ।।
নদীয়ার নিত্যানন্দ এই মহানন্দ।
যাহার হৃদয় সদা থাকে পূর্ণানন্দ।।
তাহার চরিত্র গুণ না যায় বর্ণন।
প্রেমে ডগমগ তনু থাকে অনুক্ষণ।।
দক্ষিণ দেশেতে গিয়ে করে হরিনাম।
যেখানে যেখানে হয় মতুয়ার ধাম।।
বাওড়িয়া বড়গুনী সে বড় বাড়িয়া।
দলোগুলী হাড়িয়ার ঘোপ গ্রাম নিয়া।।
গঙ্গাচর্ণা হয় বহু মতুয়ার ভবন।

যে গ্রামেতে জন্ম নিল অশ্বিনী সুজন।।
লীলামৃতে লেখা আছে ম'তোদের নাম।
ধন্য ধন্য হ'য়েছিল গঙ্গাচর্ণা গ্রাম।।
কলাতলা কানার্চ্চার আর শৈলদাহ।
অশ্বিনী গোসাই হেথা ভ্রমে অহরহ।।
মাঠিভাঙ্গা বইবুনে লড়া কি সাচিয়া।
মালীখালী কেনভাঙ্গা যতেক মতুয়া।।
কৃষ্ণনগর গরীবপুর আদি হয়।
চর বানিয়ারী পীপড়ার ডাঙ্গা রয়।।
উমাজুড়ি টেটাচ্চর আর সে কচুয়া।
মহানন্দ ভ্রমতিতে হরি নাম দিয়া।।
হিজলা কুরলতলা আর কাটাখালী।
গোড়ানালিণয়া আড়োবর্ণি খড়মখালী।।
শিবপুর কলিগাতী কালশিরা গ্রাম।
খড়ে কলকলে বুড়বুড়ে আদি নাম।।
কাতলী নলটা নাটিয়ার গাতী।
কেন্দুয়া মাদারতলী আর সুড়িগাতী।।
নাশুখালী বড়গুনা আধা আধি করি।
মতুয়ারগণ মাতে বলে হরি হরি।।
শ্রী তারক মহানন্দ করেন ভ্রমণ।
তাহাদের ভাবে মত্ত হ'ল বহুজন।।
তারকের প্রাণে হয় আনন্দ অপার।
প্রবাহিত হয় সদা যেন সুধাধার।।
পশ্চিম দেশেতে কভু করেন ভ্রমণ।
বহু গ্রামে নাম ধর্ম্ম করে বিতরণ।।
আড়াবাড়ী দীঘলিয়া আর যে কুন্দসী।
জয়পুর কাশীপুর ভ্রমণে উল্লাসি।।
শালনগর বাতাসী সাহাবাজপুর।
হলদা গাছাবাড়িয়া সে ভবানীপুর।
ঘসিবেড়ে শুক্তাগ্রাম আর চাপালিয়া।
সর্ব্বদা ভ্রমণ করে হরিনাম দিয়া।
বিশ্বাস শ্রীনবকৃষ্ণে কোলাগ্রামে রয়।
লোচন গোস্বামী যেত যাহার আলয়।।
তার কন্যা সে সাধনা সাধনে তৎপরা।
যার প্রেমে শ্রীতারকচাঁদ পড়ে ধরা।।
তারকে করিলে গুরু অক্ষয় ঠাকুর।
যাহার চরিত্র গুণ অতীব মধুর।।
কালীয়ার পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী যিনি।
তারকেরে গুরু বলে মানিলেন তিনি।।
শ্রীতারক মহানন্দ মাতাইল দেশ।
বহিছে প্রেমের বন্যা নাহি অবশেষ।।
বড়দিয়া গাছবেড়ে মাতিল অনেকে।
তাহারাও গুরু করেছেন শ্রীতারকে।।
কালী নগরেতে ছিল সেই মৃত্যুঞ্জয়।
পদ্মা কালীনগরে তিনিই মাতায়।।
জোথা কিম্বা লক্ষ্মীপুর আর জয়পুর।
চালনা চণ্ডিনগর আর মিঠাপুর।।
নলডাঙ্গা ডাউরির চর ঢুসহাটী।
হরিনাম দিয়ে মাতাইল গুটি গুটি।।
চালনা চণ্ডিনগর সে লোহার গাতী।
মেতেছে শ্রীযাদব ঢালী মহামতী।।
তাঁকে দিয়ে লীলামৃত লিখায় তারক।
তারকে জানিত তিনি ভব নস্তরক।।
খারামাদি পারোখালী যে আইচপাড়া।
এইমত দেশবাসী হ'ল মাতোয়ারা।।
রাম মাঝি আটালিয়া সে ভবানীপুর।
কারো কারো প্রাণ মাঝে বাজিল এ সুর।।
নিধিপুর মধুপুর সে কানাইপুর।
পদ্মবিলা নলিয়ার চর গরীবপুর।।
ইত্যাদি বহুত গ্রাম নাম ল'ব কত।
সাচেদাহ পাখীমারা মাতে কিছু মতো।।

চুনখোলা সে পাতলা নাওডুবি গ্রাম।
কেহ কেহ মত্ত হ'ল নিয়ে হরিনাম।।
ডাবরা কি ইন্দুহাটী মাতে কেহ কেহ।
তাদের প্রাণেতে সদা বাড়ে প্রেমোৎসাহ।।
দক্ষিণ দেশেতে মত্ত হইল রমণী।
তারকচাঁদ গুরু করিলেন তিনি।।
নাম নিয়ে মাতাইল বহু নরনারী।
প্রেমানন্দ ভরে তারা বলে হরি হরি।।
রামপাল পেড়িখালী মাতে কোন জন।
রমণীর সনে করে শ্রীধামে গমন।।
আসিতে যাইতে বহু গ্রামে যায় তিনি।
কেহ কেহ মাতিলেন শুনে নাম ধ্বনি।।
হরিবর মনোহর দুর্গাপুরে বাস।
হরিগুরুচাঁদ নামে বাড়য় উল্লাস।।
কবির হইল গুরু শ্রীতারক চন্দ্র।
তারা দোহে পেল যেন অকলঙ্ক চন্দ্র।।
গুরুচাঁদ নাম নিতে ঝরে আঁখিজল।
হৃদয় মাঝেতে সদা বাড়িল হিল্লোল।।
কবিগান করি ফেরে বহু বহু স্থান।
তাহাতেই দু-ভাইয়ের বিপুল সম্মান।।
লক্ষ্মীকান্ত সরকার দেবাশুরে রয়।
তারক চাঁদের পদে লইল আশ্রয়।।
কাতলী নিবাসী হয় নামে নিবারণ।
তারক চাঁদের পদে হইল শরণ।।
নাম ধর্ম বিলাইল তারকের গুণে।
তারক তারক বলে শিষ্য গণে।।
জীবন যৌবন সঁপি তারকের পদে।
স্বয়ং বলিয়ে জানে প্রভু গুরুচাঁদে।।
খড়ে গ্রামবাসী ভক্ত নামে নিবারণ।
বংশোপাধি যে তাফালী কহে সর্বজন।।
তারক বিহনে আর কিছুই না জানে।
তারক নামের ধ্বনি করে নিশিদিনে।।
তারকের গুণ কভু বর্ণন না যায়।
মাটিয়ার গাতিরয় নামে মৃত্যুঞ্জয়।।
নামে মত্ত হ'য়ে করে হরি নাম সার।
ভক্ত গৃহে নাম ধর্ম করে প্রচার।।
আলিশ্বর খালিসপুর শিঙ্গা চাপতলা।
এই স্থানে কেহ কেহ হল হরিবোলা।।
কেহ গুরু করিলেন ভক্ত অশ্বিনীকে।
নিঃস্বার্থ প্রেমিক মহারত্ন বলে লোকে।।
শ্রীপূর্ণ চরণ বালা হয় সুড়িগাতি।
অশ্বিনী বিহনে তার নাহি অন্য গতি।।
ছয় ভ্রাতা সবে তারা ম'তো নাম পায়
কভু কভু শ্রীধামেতে আসে আর যায়।।
এইভাবে নাম ধর্ম হইল প্রচার।
বর্ণনা অতীত হল কি লিখিব আর।।
অশ্বিনীকে গুরু করি শ্রীনীলরতন।
ভাগ্যগুণে পেল গুরুচাঁদের চরণ।।
বহুদিন ঠাকুরের পরিচর্য্যা করে।
গোঁসাই উপাধি পেল কিছু দিন পরে।।
বহু গ্রামে বহুজনে নামে মাতাইল।
ক্রমেই প্রভুর লীলা প্রসার হইল।।
বাঘাজুড়ী মাতিলেন নগেন বিশ্বাস।
অশ্বিনীকে গুরু বলে করেন বিশ্বাস।।
অশ্বিনী বিহনে আর কিছুই না জানে।
অনেক মতুয়া সেবে তাহার ভবনে।।
বাণীয়ারী করে বাস শ্রীদেবী চরণ।
গুরুচাঁদ নামে মত্ত হ'ল সেই জন।
দক্ষিণ অঞ্চলে সদা করেন ভ্রমণ।
হরিনামে মাতাইল বহু বহু জন।।
লক্ষ্মীখালীবাসী হয় নামেতে গোপাল।
দেবীকে করিয়ে গুরু হইল বেহাল।।

সাধুনাম প্রাপ্ত হ'ল তারকের গুণে।
নাম মধু করে পান আনন্দিত মনে।।
মাতাইল বহুদেশ দিয়ে হরিনাম।
অগণিত শিষ্য তার কত লব নাম।।
বহু গ্রামবাসী ভক্ত হইল তাহার।
সকলেই করে মত নাম ধর্ম্ম সার।।
কেনুয়াভাঙ্গাতে রয় শ্রীবিষ্ণু বিশ্বাস।
তাহার নন্দন হয় বিপিন বিশ্বাস।।
শ্রীদেবী গুরু যে তার নিজের মাতুলা।
গুরুনামে ধুয়ে দিল জাতি মাস কুল।।
বরিশাল জিলা মাঝে অধিক ভ্রমণ।।
সর্ব্বদাই নাম ধর্ম্ম করে বিতরণ।।
সরল সদজ্ঞানী হয় বিপিন বিশ্বাস।
গুরুচাঁদ পাদ পদ্ম সদা অবিলাষ।।
অগণিত শিষ্য শাখা হইল তাহার।
অহিংসা পরম ধর্ম করেন প্রচার।।
তাহার শিষ্যের শিষ্য হ'ল বহুজন।
প্রধান শিষ্য যে হয় অম্বিকা চরণ।।
চিলতলা করে বাস সেই মহামতি।
শ্রীবিপিনচাঁদ বিনে নাহি অন্য গতি।।
তার হ'ল বহু শিষ্য নাম ল'ব কত।
বহু গ্রামে বহু জন হ'ল অনুগত।।
সত্যবাদী সচাদারী বিপিন গোঁসাই।
অগনিত শিষ্য তার মূল্য দিতে নাই।
বরিশাল জিলা মাঝে বহু গ্রাম রয়।
লিখিতে অসাধ্য মম প্রাণে না কুলায়।।
দক্ষিণ সাগর সীমা হয় যে তাহার।
প্রেম সাগরের মাঝে সতত বিহার।।
প্রেম ধনে হ'ল ধনী নিজ ভাগ্যগুণে।
শরণ হইল পদে বহু জনে।
বহুত গ্রামেতে মাতে বহু বহুজনী।।
তাহার হইল যতন ভক্ত অগণন।।
আর শিষ্য হ'ল শ্রীদেবী চরণের।
ভাগ্যগুণে কেটেছিল নিজ কর্ম্মফের।।
টুঙিপাড়াবাসী ভক্ত শ্রীতপস্বী বালা।
এককালে এড়াইল এই ভব জ্বালা।।
তাহার হইল শিষ্য বহু বহু জন।
সতত করেন তিনি নাম বিতরণ।।
রসিক নামেতে হয় শিষ্য আর জন।
ওই টুঙ্গিপাড়া হয় বসতি ভবন।।
সেও কিছু শিষ্যকরে হরিনাম দিয়ে।।
কিছু কিছু গ্রামে তিনি বেড়ায় ভ্রমিয়ে।।
জগদীশ নামে হয় ব্রাহ্মণ কুমার।
তারকের শ্রীচরণ সম্বল তাহার।।
তারকে করিয়ে গুরু পবিত্র ত্যাজিল।
মহা শক্তি বন্ত হয় তারকের গুণে।
পাগলামী করে ফেরে বহু বহু স্থানে।।
বহু শিষ্য করে তিনি দিয়ে হরিনাম।
দেশে কি বিদেশ ফিরেনো দেহ বিরাম।।
বহুভাবে বহু দেশে করি বহু শ্রম।
বাজিৎপুরেতে এক করিল আশ্রম।।
কালীয়া নিকটে হয় গোবিন্দ নগর
ভুবন মাষ্টার নামে হইল নফর।।
ওড়াকাঁদী জগদীশ করিলেন বাস।
অধিকক্ষণ থাকিতেন গুরুচাঁদ পাশ।।
যাহার ইচ্ছাতে হ'ল কামনা সাগর।
নামধন্য হল সেই উড়িয়া নগর।।
গুরুচাঁদ আজ্ঞা পেয়ে করিলেন তাই।
পবিত্র চরিত্র যার তুল্য দিতে নাই।
লক্ষ্মীকাটি গ্রামে জন্ম নকুলের হয়।
দস্যুবৃত্তি করে সদা আনন্দ হৃদয়।।
সরদারী লাঠীয়ালী তাহার ব্যবসায়।

একদিন গিয়েছিল গ্রাম মাধবপাশা।।
গিয়ে দেখে বুধবারে হরিসভা হয়।
তারক রচিত পদ গাহে মতুয়ায়া।।
তাদের মুখেতে শুনে সে মধুর গান।
তাহে হ'ল নকুলের বিমোহিত প্রাণ।।
সবিনয় করি বলি সবাকার ঠাঁই।
কোথা পেলে এই গান কহ দেখি ভাই।।
তারা বলে এ গানের বইত রয়েছে।
তার মধ্যে এই সব গানইত আছে।
নকুল ব'লেছে দেহ সেই বইখান।
পারি নাকি শিখিবারে এই সব গান।।
শুনিয়ে সবার প্রাণে আনন্দ হইল।
মহা সংকীর্তন বই নকুলেরে দিল।।
সেই গানে হ'ল তার ভাবের উদয়।
মতুয়া হইয়া শেষে ওড়াকাঁদী যায়।।
দলবল সঙ্গে নিয়ে করি হরি নাম।
উদয় হইল গিয়ে ওড়াকাঁদী ধাম।।
প্রভু বলে ভাল হ'ল নকুল মাতিল।
ক্রমে ক্রমে সে নকুল গোঁসাই সাজিল।।
হরিনাম নিয়ে তার ঘুচিল বালাই।
দস্যুবৃত্তি আর কভু প্রাণে জাগে নাই।।
বহু শিষ্য হ'ল স্বদেশ বিদেশ।
দলবল সঙ্গে ঋণে ভাসে নাম রসে।।
মুজোঘুট দামুখালী আর দণ্ডগাতী।
সর্ব্বদা নকুল পিছে লোক উঠে মাতি।।
লক্ষ্মীকাটা আমতলী আরো আরো গ্রাম।
নকুলের ঠাঁই সবে নিল হরি নাম।।
জয়ার আবাদ আমতলা আড়পাড়া।
গোঁসাই গোঁসাই বলি পড়ে গেল সাড়া।।
নকুল ভ্রমণ করে গিয়ে যথা তথা।
কটেবাঁধা বেনে পুকুর ভুলপাড়া।।
বধির আবাদ আর যেসমসপুর।
গাড়াখোলা আদি করি একতারপুর।।
আটগাছা মহেশটি আর সাহাপুর।
সত্যজাতপুত্র আর আদা রংপুর।।
ইত্যাদি অনেক গ্রামে নাম প্রচারিল।
তারকচাঁদের কৃপা ক্রমশ বাড়িল।।
বিষ্ণুপুর শ্রীরামপুরসহ ঝুঙ্গসিয়া।
পাটগাতী মাঝিগাতী বহু গ্রাম নিয়া।।
কেটলা গ্রামেতে হয় উদয় সর্দ্দার।
শ্রীগুরুচাঁদের পদ করে তিনি সার।।
পাটগাতী গ্রামে হয় রাজেন্দ্র বৈরাগী।
সংসারে থাকি হয় নামে অনুরাগী।।
এইমত বহু গ্রাম মতুয়া হইয়ল।
ক্রমে এই নাম ধর্ম প্রসারে চলিল।।
বরিশাল জিলা মাঝে বাবলা গ্রামেতে।
জন্ম লয় রাধানাথ ব্রাহ্মণ বংশেতে।।
বহু দিনাবধি হয় মন উচাটন।
কোথায় পাইব আমি মানুষ রতন।।
মানুষ ধরিব বলে ভ্রমে বহু ঠাঁই।
ইতি উতি ধায় কত প্রাণে শান্তি নাই।।
শুনিয়েছে ওড়াকাঁদী মানুষাবতার।
মনে ভাবে সে মানুষ যাব দেখিবার।।
এত ভাবি একদিন বারুণীর দিনে।
যাত্রা করে ওড়াকাঁদী অতি শুভক্ষণে।।
গুরুচাঁদ হেরি তার প্রাণ কেঁদে উঠে।
চরণে প্রণাম করে ভূমিতলে লুটে।
গুরুচাঁদ বলে তুমি কি কর ব্রাহ্মণ।
হেনভাবে হও কেন চরণে পতন।।
আমি নমঃশূদ্র জাতি শুন মহাশয়।
আমাকে প্রণাম করা উচিত না হয়।।
রাধানাথ বলে তুমি হও জাতিশ্বর।

সর্ব্বজাতি উপরে তোমার অধিকার।।
ভক্ত রঞ্জন তুমি মনের মানুষ।
আমাকে ছলনা করে হেরিয়ে বিহুস।।
গুরুচাঁদ বলে আমি নহে সে মানুষ।
ওইখানে আছে তব মনের মানুষ।।
এত বলি শ্রীতারককে দেখাইয়া দিল।
রাধানাথ তারকের পদে প্রণমিল।।
তিনি বলে হও তুমি ব্রাহ্মণ কুমার।
আমাকে প্রণাম কর আমি যে কাড়ার।।
অভিজ্ঞাত্য কেন ত্যাগ কর মহাশয়।
ব্রাহ্মণ গৌরব সেত কম কথা নয়।।
কেন তাহা ত্যাগ করি প্রণমিলে পায়।
অপরাধী কেন তুমি করহে আমায়।।
রাধানাথ বলে তুমি মানুষ রতন।
তাই জেনে শ্রীচরণে হয়েছি পতন।।
যজ্ঞ উপবিত ধারী আমি যোগ্য নয়।
এত বলি যজ্ঞ সূত্র খুলে ফেলে দেয়।।
কেঁদে ব'লে হও তুমি সর্বস্ব রতন।
কৃপা কির অভাগারে দেহ শ্রীচরণ।।
অজ্ঞান বলিয়ে মোরে করণা ছলনা।
তুমি হে আমার গুরু চরণে ঠেলনা।।
সাধন ভজন আমি কিছু নাহি জানি।
কৃপা করি দিতে হবে চরণ দু'খানি।।
এত শুনি শ্রীতারক করুণা করিল।
শিষ্য বলি রাধানাথ গ্রহণ হইল।
আত্মস্বার্থ সমর্পিল তারকের পায়।
তারক করিল কৃপা তুল্য নাহি হয়।।
তারকের কৃপা পেয়ে হ'ল অনুরাগী।
ক্রমে রাধানাথ হ'ল সংসার বিরাগী।।
নিগম সন্ধান জেনে ক্ষেপা নাম পেয়ে।
তারকের নাম নিয়ে বেড়ায় ভ্রমিয়ে।।
বিশুদ্ধ করণধারী হ'ল রাধানাথ।
বহু লোক তার পদে করে প্রণিপাত।।
দেশে দেশে বহু শিষ্য হইল যে তার।।
বহু দেশে বহু শিষ্য হইল যে তার।।
নোয়াখালী যে ত্রিপুরা ময়মনসিংহ।
এসব জিলায় শিষ্য হ'ল কেহ কেহ।।
এইভাবে নাম ধর্ম করেন প্রকাশ।
বহু লোক নাম মেয় রাধানাথ পাশ।।
হরিনাম দান করি ঘুচাইল ভ্রম।
আশ্রম করিল কত করি বহু শ্রম।।
মধ্য বরিশাল কিম্বা তাহার উত্তরে।
বহু শিষ্য হ'য়ে রাধানাতে গুরু করে।।
নির্ম্মল করণধারী ব্রজ সাধ্য রসে।
উর্দ্ধরেতা শক্তি লভে পরম হরিষে।।
প্রসন্ন নামেতে শিষ্যা ক্ষেপা নাম পেল।
সেও বহু গ্রামে বহু শিষ্য ক'রে নিল।।
এই বরিশাল নামে বরাকোটা গ্রামে।
শ্রীরাইচরণ মত্ত হ'ল হরি নামে।।
তাহার হইল শিষ্য বহু বহু জন।
গুরু সনে ওড়াকাঁদী আসে জনে জন।।
গুরুচাঁদ পদ হয় একান্ত ভকতি।
হরিনাম গুরুচাঁদ ভরসা অন্তরে।
নাম ধ্বনি করে সদা যথাতথা ফেরে।।
মালীখালী গ্রামে ছিল ঠাকুর বদন।
তার গুরু হয় সে পাগল হীরামন।।
প্রসাদ খাইয়ে মহাব্যাধি মুক্ত হ'ল।
হীরামন পদে আত্ম স্বার্থ সমর্পিল।।
কলাতলা করেছিল জনম গ্রহণ।
পরে এসে বাস করে ভাগিনা ভবন।।
তিনিও মাতার বহুজনে নাম দিয়ে।
বহু বহু গ্রাম তিনি বেড়ান ভ্রমিয়ে।।

তিনি অন্তে ভাগিনা ও নামেতে কার্ত্তিক।
তাকে বাসিতেন বাল যেন প্রাণাধিক।।
তিনি ও ভ্রমণ করে মাতুলের বলে।
শিষ্য গটহে যাতায়াত করে কুতুহলে।।
নাম গানে বড় রুচি ছিল যে তাহার।
কণ্ঠেতে ছিল যে তার সুমধুর স্বর।
বড়ই কীর্ত্তন প্রিয় সে কার্ত্তিক হয়।
যথাতথা করে নাম প্রফুল্ল হৃদয়।।
বরিশাল জিলা মাঝে জয়পুর গ্রামে।
মতুয়া হইল তিনি ওড়াকাঁদী নামে।।
তার গুরু নামে হয় মন্দির ঠাকুর।
বাসস্থান হয় তার সে গরীবপুর।।
এই বিদ্যা চাঁদ শিষ্য হ'ল কতজন।
তার ঠাঁই হরিনাম করিয়ে শ্রবণ।।
বিদ্যা চাঁদে গুরু কমরে নামেতে কৈলাশ।
সতত করেন তিনি পঞ্চমালা বাস।।
আর এক শিষ্য হ'ল নামেতে কৈলাস।
ইন্দি হাওলাবাসী হয় মনেতে উল্লাস।।
তাহার হইল শিষ্য কোন কোন জন।
হরি গুরুচাঁদ বলি ভ্রমে অনুক্ষণ।।
পঞ্চমালা কৈলাসের বহু শিষ্য হয়।
অনুক্ষণ নাম ধর্ম প্রচার করয়।।
দেলকাঠী বিন্নাপাড়া সে শ্রীমন্তকাঠী।
বাবলা কচুবুনিয়া আর সুঠোকাঠী।।
মালীকাঁদা তেতলায় মাতে কোন জন।
ওড়াকান্দী যাতায়াতে প্রফুল্লিত মন।।
ব্রাহ্মণবাড়ী বাওয়ালিয়া আর হার্তা গ্রাম।
এর নাশে কেহ কেহ নিল হরিনাম।।
আরো আরো বহু গ্রামে মাতে কেহ কেহ।
হরিনাম নিয়ে তারা ঘুচায় সন্দেহ।।
জলা কারফাসহ ওইচার যে মাঠে।
কেহ কেহ ওড়াকান্দী যায় আসে বটে।
তলাতলা করে বাসে যাদব বিশ্বাস।
হরিগুরুচাঁদ পদে একান্ত বিশ্বাস।
উমাচরণের পুত্র অতি সদাশয়।
পিতৃ ধর্ম রক্ষা করে আনন্দ হৃদয়।।
তার পিতা ম'তোদের করায় ভোজন।
সে বারে করেন সেবা যাদব সুজন।
তিনিও মাতায় ক্রমে বহু জনে জনে।
শিষ্য গটহে ভ্রমে সদা আনন্দিত মনে।।
সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে সদা হরিনাম করে।
সতত থাকেন তিনি শিষ্যদের ঘরে।।
মাতাইল বহু গ্রামে পুরুষ রমণী।
অনুরাগ ভরে কভু করে হরিধ্বনি।।
আমড়িয়া সোনাশুর আর মধুপুর।
ঘোড়াদাড় শোশাবেড়ে শ্রী গোপালপুর।।
নলামারা জোগানিয়া আর ডুমুরিয়া।
গরীবপুর নিধিপুর আর সে কচুয়া।।
সাচেদাহ চুনখোলা শামন মৌপুর।
কোড়েলিয়া নাওডুবি পাতলা শ্রীপুর।
মাতিল সে ধনঞ্জয় বিশ্বাস সুমতি।
পাতলা গ্রামেতে তিনি করেন বসতি।
প্রথমেতে মতোদ্বেষী ছিল বহু দিন।
যাদবে করিয়ে গুরু পাইল সুদিন।।
শ্রীনীলরতন ফিরে জিলা যশহর।
সর্ব্বদা ভ্রমণ করে হরিষ অন্তর।।
মাতাইল কতজনে দিয়ে হরিনাম।
কখনো বা থাকিত সে আসিয়া শ্রীধাম।।
থিয়েডাঙ্গ কি গোবরা আখলসেখালী।
ভক্ত গৃহে বাস করে হরি হরি বলি।।
কড়োন্নাদি রায়পুরবাসী কোন জনে।
শ্রীনীলরতনে গুরু করে ইষ্ট মনে।।

হিজলডাঙ্গা ইচড়রা সীতারামপুর।
দুর্বাজুড়ী আড়েন্দায় বাজিল সে সুর।।
শিঙ্গা শোলপুর গ্রামে মাতে কেহ কেহ।
হরিনাম নিতে হয় আনন্দ উৎসাহ।।
মিঠাপুর আড়পাড়া কেহবা মাতিল।
এই ভাবে নাম ধর্ম্ম প্রচার হইল।।
আরো বহু গ্রামে কেহ নাম ধর্ম্ম লয়।
নীলরতনের পদ করিয়ে আশ্রয়।।
কুল্লা কুচেমোড়া আদি বহু গ্রামে হয়।
এই ভাবে নাম ধর্ম্ম প্রচার যে হয়।।
এদিকেতে হরি গুরুচাঁদ কৃপা যোগে।
অনেকে হল মত্ত প্রাণের উদ্বেগে।।
খাগাইল গ্রাম আর হরিদাসপুর।
আড়পাড়া কাড়রগাতী সে কংসুর।।
খাটরা বেদগ্রাম মাতে ঘোষেচ্চর।
মানিকদাহ কেহ মাতে আর মানিহার
কাটরবাড়ী আদি করি সেই মালীগাতা।
কেহ কেহ ম'তো নাম পাইল যে তথা।।
রঘুনাথপুরে মাতে নামে দিগজয়।
আশ্বিনী পদে সেই লইয়ে আশ্রয়।।
গ্রামবাসী কেহ কেহ নাম মত্ত হ'ল।
দীঘার কুলেতে কেহ নাম ধর্ম্ম নিল।।
গঙ্গাচর্ণা নিকটেতে শ্রীরাজনগর।
বিপিন চাঁদের কেহ হইল নফর।।
বড়গুণী দলোগুণী বাস বাড়ীচ্চর।
হাড়িয়ার ঘোপ আদি সে কানাচ্চর।।
বড়বেড়ে কলাতলা নাটোমার চর।
শান্তেখালী গোড়ানালে কেহ মাতে আর।
ইজালাদি কাটখালী নামে নিত্যানন্দ।
হরি নাম নিয়ে যত বাড়িত আনন্দ।।
মৃত্যুঞ্জয় মাতাইল অনেকের মন।
নানা গ্রামে ভক্ত সনে করেন ভ্রমণ।।
হালিশ্বর খালিসপুর শিঙ্গা চাপাতলা।
এর মাঝে কেহ কেহ হ'ল হরিবোলা।।
সাহসপুরেতে হয় ভক্ত কোন জন।
শ্রীগোপাল সাধু তথা করিত ভ্রমণ।
সন্তোষপুর পাঁচপাড়া আর সাবুখালী।
কখন না যাইতেন গ্রাম দানোখালী।।
এই ভাবে বহুদেশ মাতিয়া উঠিল।
কালশিরা গ্রামে কেহ কেহবা মাতিল।।
বরিশাল জিলা মাজে বহু ভক্ত হয়।
কেহ বা গোপালে গুরু করে মন সুখে।
প্রেম ভরে হরিনাম করে সবে সুখে।
তাদের শিষ্যের শিষ্য হ'ল আগণন।
নাহি পারি সেই কথা করিতে বর্ণন।।
ঝালকাঠী নলছিটি মির্জাগঞ্জ থানা।
আমতলী কলাপাড়া আর সে বরগুনা।।
কাঠালিয়া নেয়ামতী বেতাগী ময়না।
এই মাঝে বহু ভক্ত না হয় বর্ণনা।।
রাজাপুর আওরাবুনে গলাচিপা আর।
পটুয়াখালীর মধ্যে হয় বহু দূর।।
পিরোজপুর আদি করি সে নাজিরপুর।
শ্রীরামকাঠী সহ সে মাতে জয়পুর।।
কাউখালী ভাণ্ডারিয়া আর তুষখালী।
মঠবাড়িয়া লাঠিমারা মাতে হরি বলি।
রঘুনাথপুর আর গাম খলসিয়া।
মাতাল বিপিনচাঁদ নাম ধর্ম্ম দিয়া।।
আরো আরো কোন ভক্ত তার মাঝে রয়।
জগৎচাঁদেতে জগবন্ধু জন্ম লয়।।
সেই জন বহুজন শিষ্য যে করিল।
নাম ধর্ম্ম বিলাইয়া অনেক মাতাল।।
উল্লেখিত থানা মাঝে বহু গ্রাম হয়।

সমস্ত গ্রামের নাম লেখা নাহি যায়।
ঘটখালী গ্রামে জন্মলয় মহাত্মন।
সম্মান করেন তারে বহু বহু জন।।
শ্রীগুরুচরণ নাম করে কবিরাজী।
হরিনাম নিতে তার মন হয় রাজী।।
আমতলী থানা মাঝে বসতি তাহার।
ভাগ্যগুনে লভিয়েথে দুইটি কুমার।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেশ্বর ছোট রাধেশ্যাম।
জগবন্ধু পাশে শুনে ঠাকুরের নাম।।
হরি গুরুচাঁদ নাম কর্ণেতে শুনিল।
সে হইতে সবে মিলি মতুয়া হইল।।
গুরুর আদেশ মেনে চলে অনুক্ষণ।
প্রতি বৎসরেতে করে নাম সংকীর্ত্তন।
রাসের দিবস হ'তে চব্বিশ প্রহর।
হরিনাম কীর্ত্তনাদি বিনে নাহি আর।
ঠাকুরের প্রতি রয় একান্ত ভকতি।
গুরুপদ বিনে তার নাহি অন্য গতি।।
সৎকর্ম অনুষ্ঠানে সতত স্মরণ।।
আর ভক্ত একজন মুকুন্দ নামেতে।
রণগোপালদি থানা গলাচিপা ভিতে।।
জগদ্বন্ধু শিষ্য হয়ে করে হরিনাম।
গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করে অবিরাম।।
রাজেশ্বর সনে থাকে সদাই মিলন।
যে মতি ছিল সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
ঠাকুরের প্রতি হয় একান্ত ভকতি।
হরি গুরুচাঁদ বিনে নাহি অন্য গতি।।
সংক্ষেপে কিছু কিছু হইল লিখন।
অপরাধ না লইও যত ভক্তগণ।
সবাকার ঠাঁই মোর এই নিবেদন।
হরি গুরুচাঁদ ভক্ত হয় অগণন।।
বর্ণনা করিতে সাধ্য সম দেহে নাই।
হইল শাখার শাখা ভেবে দেখ তাই।।
কাঁঠালিয়াবাসী যে হয় শ্রীহরি গোঁসাই।
নামধর্ম প্রচারিল বহু বহু ঠাঁই।।
রাধানাথ ক্ষেপা শিষ্য ভোলানাথ হয়।
নলছিটি থানা মাঝে বসবাস হয়।।
তাহার হইল শিষ্য অনন্ত নামেতে।
তিনিও করিল শিষ্য বহুত গ্রামেতে।।
আর শিষ্য সূর্য্যকান্ত আলকিতে বাস।
কেহ কেহ নাম ধর্ম নিল তার পাশ।।
সিংখালী চাঁদকাঠী পাকড়িয়া গ্রামে।
এক ভক্ত জন্মেছিল জলধর নামে।।
সেও করিল শিষ্য কোন কোন জনে।
কখনও করিত নাম ভক্তগণ সনে।।
নাওটানা দির্ঘা কেহ মত্ত হ'ল।
এইভাবে নাম ধর্ম্ম প্রসার হইল।।
শ্রীভুবন চন্দ্র বালা কংসুর গ্রামে।
সদাই উল্লাস থাকে গুরুচাঁদ প্রেমে।।
মহা সংকীর্ত্তন খানি কণ্ঠস্থ তাহার।
গাহিতে সে সব গান আনন্দ অপার।।
বড়ই মধুর ভাবে করিতে গান।
বিমোহিত হত তাহে শ্রোতাদের প্রাণ।।
খাটে গড়ে মাতিল অদ্বৈত নিতাই।
কংসুরে শ্রীযাদব অশ্বিনী কানাই।।
তালতলা করে বাসা ভকত বলাই।
শেষ জীবনেতে রহে ঠাকুরের ঠাঁই।।
তারাইল গ্রামেতে মথুর টিকাদার।
গুরুচাঁদ প্রতি ভক্তি ছিল যে অপার।।
নটবর ফেলারাম আর শ্রীদেবেন্দ্র।
শিরোমণি হালদার আরো সেই চন্দ্র।।
গৌতুমের আবাদেতে শ্রীরাম ঠাকুর।
ওড়াকাঁন্দী করে দান সাধ্য যত দূর।।

বরদা পাগল ছিল কাশিয়ানী বাস।
গুরুচাঁদ নাম ধর্ম করেন প্রকাশ।।
ভাটেপাড়া ফেনাচ্চর শ্রীকৃষ্ণনগর।
ইত্যাদি গ্রামেতে ভক্ত হয় বহুতর।।
পরাণপুর তারাইল আদি যত গ্রাম।
ক্রমে ক্রমে তারা কেহ কেহ নিল নাম।।
শুচিডাঙ্গা পাইকডাঙ্গা গোপীনাথপুর।
ফসলী নিঝামকাঁদী সে নিশ্চিন্তপুর।।
গোয়ালা কি বাসবাড়ী তালাকি শুকতলী।
বনবাড়ী কিছু লোক মাতে হরি বলি।।
খলিয়ার চর কিম্বা আর দুর্গাপুর।
বোয়ালিয়া সে ফকুরা উঠে সেই সুর।।
ধলগ্রামে হরি বলি যাতে কেহ কেহ।
হরিনাম নিতে প্রাণে বাড়ে যে উৎসাহ।।
কুমার ডাঙ্গাতে য'তো হল কোন জন।
দলবল নিয়ে করে নাম বিতরণ।।
লঙ্কাচ্চর ফঙ্কাচর আরো কত গ্রাম।
কেহ কেহ মত্ত হ'ল নিয়ে হরিনাম।।
দ্বারিক পাগল নামে ভক্ত একজন।
বহুগ্রামে নাম ধর্ম করে বিতরণ।।
দেওগা পদ্মবিলা ইত্যাদি গ্রামেতে।
কেহ কেহ মত্ত হরিচাঁদ নাম নিতে।।
এই ভাবে বহু দেশ মাতিয়ে উঠিল।
নরনারী সবাকার আনন্দ বাড়িল।।
স্থানে স্থানে হয় কত অত্যাশ্চর্য্য লীলা।
বোঝা নাহি যায় এই ঠাকুরের খেলা।
ঘোষগাতী জন্ম লয় শ্রীপূর্ণ চরণ।
লড়া গ্রামে করে পরে বসতি ভবন।।
তাহার হইল শিষ্য শ্রীনাথ পাগল।
অন্তরেতে মাজে সদা যপে হরিবোল।।
বষন তাজিয়ে মাত্র পরিতেন লেংটি।
বহুস্থানে ভ্রমে তিনি পায় হাটি হাটি।।
বহুদিন শ্রীধামেতে ছিল প্রভু ঠাঁই।
অনেকে বলিত তারে ও লেংটা গোসাই।
মতুয়ার গৃহে গৃহে করিত ভ্রমণ।
কখন বা মনোল্লাসে করিত কীর্ত্তন।।
খালিয়ার চরে ছিল সুরেন্দ্র নামেতে।।
সেও মত্ত হয়ে আসে নামে প্রেমে মেতে।
অনুরাগ ছিল তার অন্তরেতে ভরা।
সহজেতে তাহা কভু না যাইত ধরা।।
অর্ব্বুদ অনন্ত ভক্ত সংখ্যা মম সাধ্য নাই।।
এই ভাবে ক্রমে হয় প্রকাশ মাহাত্ম্য।
কিছু না বলিতে পারি এইসব তত্ত্ব।
নিজের মহিমা প্রভু নিজে প্রকাশিল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীধামে রথযাত্রা
পয়ার।

একদা শ্রীগুরুচাঁদ আপনার মনে।
কি যেন করেন চিন্তা বসিয়া নির্জ্জনে।।
রজনী দ্বিতীয় প্রহর সময় কালে।
মহাসাধু রামকান্ত এসে দেখা দিলে।।
প্রভু বলে কেবা তুমি বলহে মহান।
কিবা হেতু এলে হেথা কহ মতিমান।।
রামকান্ত শুনে বলে অতি হর্ষচিতে।
বলিতে এসেছি তাই তোমার সাক্ষাতে।।
রথ করিবারে তুমি কর আয়োজন।
রথ যাত্রা হ'লে হয় বাসনা পূরণ।
গুরুচাঁদ বলে কেন করিব সে রথ।
কেবা তুমি কহ তব কিবা মনরথ।।
রামকান্ত বলে আমি তোমাদের দাস।
রথ করি পূর্ণ কর মম অভিলাষ।।

রামকান্ত নাম মোর শুন পরিচয়।
আমার বরেতে তব পিতা জন্ম লয়।।
আমি করেছিনু বংশ নির্মিত সে রথ।
তাহাতে না হ'ল মম পূর্ণ মনোরথ।।
জগা বাসু রতে উঠে পুরাল বাসনা।
আমার মনের আশ পূরণ হ'ল না।।
তাদের বাসনা হেথা আসিতে নিশ্চয়।
এই হেতু কর রথ যত শীঘ্র হয়।।
জগা বাসু একসনে হইয়ে মিলনে।
রথ পরে র'বে তারা আনন্দিত মনে।।
তব পিতা হরিচাঁদ ক্ষিরোধ বিহারী।
তিনি হন একা ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী।।
জগা বাসু সনে রবে হইয়ে একত্রে।
যেমন হ'য়েছে রথ জগন্নাথ ক্ষেত্রে।।
এই হেতু বলি আমি; রথ করিবারে।
শান্তি হরি থাকিবেন তব রথপরে।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি রবে কি হেথায়।
রামকান্ত বলে আর যাইব কোথায়।।
জগা বাসু ছেড়ে আমি আর কোথা যায়।
এমন দয়াল আর কোথা গিয়ে পাই।।
এই হেতু কর রথ আমার বাসনা।
ভক্তগণে পাবে শান্তি নাহিক তুলনা।।
রথের দিবসে হ'বে ভক্ত অগনন।
রথ হেরি হ'বে সবে প্রফুল্লিত মন।।
শ্রীক্ষেত্রে সমান হবে ওড়াকান্দী ধাম।
প্রেমভরে ভক্তগণে ল'বে হরিনাম।।
চক্ষুষ্মান ভক্ত হ'লে করিবে দর্শন।
রথোপরে জগা বাসুর অপূর্ব্ব মিলন।।
শান্তি হরি পাবে শান্তি হেরে ভক্ত মুখ।
ভক্তের হৃদয় মাঝে হ'বে প্রেমসুখ।।
ভক্তগণে কীর্তনেতে লভিবে আনন্দ।
তুমিও করিবে পান প্রেম মকরন্দ।।
এইভাবে রামকান্ত বহু কথা কয়।
শুনে বাণী গুরুচাঁদ অত্যানন্দ পায়।।
রামকান্তে বলে তুমি পরম মহান।
এ জগতে নাহি হেরি তোমার সমান।।
প্রতি অবতারে তুমি সাজিয়েছ গুরু।
তব শিষ্য রূপে সদা বাঞ্ছা কল্পতরু।।
তোমার বাসনা যেন সম্পূরণ হয়।
তব শুভদৃষ্টি যেন থাকে গো হেথায়।।
তখনেতে রামকান্ত অন্তর্দ্ধান হ'ল।
প্রাতঃকালে গুরুচাঁদ মনেতে ভাবিল।।
জজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসেরে ব'লেছে বচন।
রথ গঠিবারে এসে কর আয়োজন।।
তাহা শুনি আনিলেন ছুতারে ডাকিয়ে।
আইল যে ভাগ্যধর পিতৃসাথী হ'য়ে।।
মামুদপুরেতে হয় তার বসতি।
জ্যেষ্ঠা ভ্রাতা রামজীবন আইল সংহতি।।
ঠাকুরের আজ্ঞা পেয়ে ভাই দুইজন।
রথ গড়িবারে করে একান্ত মনন।।
কথামত গঠে রথ প্রফুল্লিত হীয়ে।
জন্য ছবি রথোপরে না দিল গড়িয়ে।।
প্রয়োজন মত মূর্ত্তি রেখে রথোপরে।
রাখিলেন দুই ভাই অতি হর্ষান্তরে।।
রথ হেরি অনেকের আনন্দিত মন।
করিলেন দুইখানি রথের সৃজন।।
আষাঢ় মাসেতে এল রথের দিবস।
গুরুচাঁদ প্রাণে তাহে বড়িল উল্লাস।।
ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে এল বহুজন।
সবে এসে করে হরি নাম সংকীর্ত্তন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকে মাতিয়ে।
কারবা বহিছে ধারা বয়ান বাহিয়ে।।

এই ভাবে হ'ল সেই রথের প্রচার।
ম'তোগণ প্রাণে বাড়ে আনন্দ অপার।।
দূর দেশ হতে বহু নরনারী এসে।
উপনীত হয় সবে মনের উল্লাসে।।
ক্রমে ক্রমে বহু দেশে প্রচার হইল।
শ্রীধামেতে রথ যাত্রা সকলে জানিল।।
ভকতের বাঞ্ছা হেতু করে এই রথ।
রথোপরে উপবিষ্ট রহে জগন্নাথ।।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ চক্ষুষ্মান যারা।
রথের মাহাত্ম্য শুধু জানে মাত্র তারা।।
রামকান্ত হ'তে এই রথের কল্পনা।
গুরুচাঁদ পুরাইল তাহার বাসনা।
জীবের হীতের লাগী করে দয়াময়।
শ্রীক্ষেত্রের ফল ওড়াকাঁন্দী গেলে পায়।।
বিশ্বাসের অনুযায়ী ফলে কর্ম ফল।
অবিশ্বাসী হলে হবে সকলি বিফল।।
বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ কাব্য হ'য়েছে প্রচার।।
সবার ভাগ্যেতে তাহা সম্ভব না হয়।
যে যেমন মন তার সেই ফল পায়।।
ভক্তি বিনে ভবারাধ্য ধন নাহি মিলে।
মিলেনা অমূল্য রত্ন বাক্যের কৌমলে।।
মনের গুণেতে পায় হরি প্রেম ধন।
যার হয় গুরুপদে আত্ম সমর্পণ।।
গুরুর করুণা বলে চক্ষুষ্মান হয়।
সেই ধন্য হয় ভবে গুরুর কৃপায়।।
মনে হয় মূলীভূত কারণ সবার।।
মত মত বস্তু পেলে আনন্দ অপার।।
মন সপি গুরুপদে বাক্য ধর এটে।
তা হ'লে অবশ্য কর্ম্ম ফাস যাবে কেটে।
একদিন উপনীত রথযাত্রা দিনে।
বহু দেশ হ'তে এল বহু ভক্তগণে।।
কেহ কেহ করিতেছে নাম সংকীর্ত্তন।
কেহ বা কারো সনে করে আলাপন।
হেনকালে গুরুচাঁদ বলেন একেরে।
বিলম্ব ক'রেছ কে রথ টানিবারে।।
সে ব'লেছে কিছুকাল পরেতে টানিব।
তাই ভেবে আছে মোর অন্তরে সে ভাব।।
গুরুচাঁদ বলে বোকা শোনরে বচন।
জগন্নাথ ক্ষেত্রে হয় অপূর্ব ঘটনা।।
বহু লোকে শ্রীক্ষেত্রের টানিতেছে রথ।
তবু নাহি চলে তথা সেই জগন্নাথ।।
অচল র'য়েছে রথ কেন তা জানেনা।
এই রত না চলিলে সে রথ চলে না।।
শীঘ্র করি রথ টান বিলম্ব কর না।
বহু কষ্টে টানিতেছে বহু বহু জনা।।
এত শুনি ব্যস্ত হ'য়ে ডাকিয়ে সবায়।
শ্রীধামের রথ যাত্রা নির্বাহ করয়।।
রথ ধরি মতোগণে দিল হরিধ্বনি।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।।
প্রেমানন্দ ভরে সবে রথ টেনে নিল।
শ্রীক্ষেত্রেতে রথ খান পরে টানা হ'ল।।
এমন অপূর্ব্ব লীলা ওড়াকাঁদী হয়।
কে বোঝে কি করে প্রভু এ বিশ্ব ধরায়।।
কোথা বা উৎকল ভূমি জগন্নাথ ক্ষেত্র।
ওড়াকাঁদী ক্ষেত্রধাম তার তুল্য মাত্র।।
এই হেতু ওড়াকাঁদী উড়িয়া নগরী।
তাই হ'ল প্রেমে মুগ্ধ যত নরনারী।।
বিচিত্র অদ্ভুৎ লীলা যেন নিত্য ধামে।
ভক্তগণ সদা মত্ত শ্রীহরিনামে।
পরে আরো একখানি রথ নির্মাইল।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মূর্ত্তি যে করিল।।

আরো করে মতোবৃন্দ তাই সে শ্রীধাম।
আসিতে যাইতে পথে করে হরি নাম।।
এইভাবে শ্রীধামেতে রথ যাত্রা হ'ল।
হরিভক্ত প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদের বাণী

পয়ার।

শিয়ালী গোয়ারা এগার আমতলা।
ভুজনীয়া কেহ কেহ হ'ল হরিবোল
মথুরাপুর কালীনগর মাতে কোন জন।
আগজড়া গুড় গুড়ে হইল তেমন।।
তেরখাদা তিন কড়ি নামেতে যবন।
ওড়াকাঁদী ভাবধারা করিল গ্রহণ।
হাড়িদাহ গ্রামে মত্ত কোন কোন জন।
কাকদি গ্রামেতে কেহ করিল গ্রহণ।
ওড়াকাঁদী আসে যায় পুরুষ রমণী।
এরা সবে মেনে চলে গুরুচাঁদ বাণী।।
ভক্ত ঠাঁই গুরুচাঁদ বলেন বচন।
তাহাতে হইত যেন অমৃত বর্ষণ।।
একদিন গুরুচাঁদ বলে একজনে।
আমার মনের ভাব কেহ কেহ জানে।।
বহু লোক ওড়াকাঁদী যাতায়াত করে।
আমার মনের ভাব বুঝিতে না পারে।।
আগা নৌকা পরে উঠে কেহ না দাঁড়ায়।
পাছা নৌকা দিয়ে সবে কুলে নেমে যায়।।
কুল না ছাড়িলে কুল কেহ নাহি পায়।
অকুলের কাণ্ডারী সে কুলেতে না রয়।।
নৌকা মাঝে কি রতন দেখেনা চাহিয়ে।
নৌকাতে উঠিয়ে শেষে যায় গো নামিয়ে।।
এ কারণ প্রেমধন লভীতে না পারে।
আত্ম সুখ লাগী সবে ঘুরে ফিরে মরে।।
আমার অশ্বিনী সে উঠিয়ে নৌকায়।
এক লক্ষ্যে ছাপ্পরের মধ্যে মাথা দেয়।।
নামের তরণী মাঝে প্রেম স্পর্শমণি।
ভক্তি রত্ন থরে ধরে রূপের ছাওনি।।
তাই দেখে সে অশ্বিনী মূর্চ্ছিল হইল।
চরটি উপরে পড়ি জ্ঞানশূন্য হ'ল।।
যদিও চড়াটে পড়ি জ্ঞানহারা হয়।
মহা মহা রত্ন বলি সেই ব্যাখ্যা পায়।।
প্রেমধন পেয়ে শেষে প্রেমিক হইল।
অন্য কেহ সে রতন দেখিতে নারিল।।
নিঃস্বার্থ প্রেমিক ভক্ত না মেলে এমন।
মোর পাশে কিছু নাহি চাইল কখন।।
যে জন আমার ঠাঁই কিছুই না চায়।
ভক্ত সূতে বেঁধে মোরে সে জন নাচায়।।
বহু লোক আসে যায় কি বলিব আর।
অনেকেই নাহি জানে সংবাদ তাহার।।
হরিচাঁদ পুত্র আমি হই কোন জন।
কেন আমি আসিয়েছি মরত ভুবন।।
কিবা বস্তু আনিয়াছি জীবের লাগিয়ে।
অনেকেই মম পানে না দেখে চাহিয়ে।।
বাহিরের ভাব নিয়ে আসে আর যায়।
অন্তরের ভাব কেহ বুজিয়ে না পায়।।
কেহ চায় রোগ মুক্ত হ'তে মম স্থান।
কেহ চায় যশ প্রতিষ্ঠা আদি মান।।
কেহ চায় ধন জন বিষদ বৈভব।
বাহ্য ধনে মুগ্ধ হ'তে চায় মাত্র সব।।
ঐহিক সুখের লাগি আসে মম ঠাঁই।
আমিও তাদের সাথে সেই গীত গাই।।
কেহ চায় সাধু নাম হ'তে পরিচয়।
স্বভাবের দোষে কেহ প্রেম নাহি পায়।।
প্রেমধন বাঞ্ছা নাহি করি মম ঠাঁই।

অন্তর বুঝিয়ে আমি বাসনা পুরাই।।
নান ধর্ম্ম প্রচারিব গৌরব বাড়িবে।
লোকের স্বকাশে সদা সমাদর পাবে।।
ঐশ্বর্য্য আবরণে রাখি সে মাধুর্য্য।
অনেকেই নাহি জানে তাহার ঐশ্বর্য্য।।
যশ মান প্রাপ্ত হ'লে বাড়ে আত্ম সুখ।
নির্ম্মল প্রেমেতে তারা থাকিবে বৈমুক।।
আত্ম সুখি ভক্ত যারা প্রেম নাহি পায়।
মিছামিছি ঘুরে মরে ভবের গোলায়।।
কেহ আসি বাক্য নিয়ে সাজিয়ে গোঁসাই।
শিষ্য করি রোগী দেখে করিতে বড়াই।।
প্রভুত্ব প্রকাশ হেতু বাঞ্ছে মম পাশ।
আমিও পূরণ করি তার অভিলাষ।।
রোগী দেখা শিষ্য করা ঐশ্বর্য্যের ধন।
তা'তে না জানিতে পারে মর্মান্তিক মর্ম।
মনে মনে দেই তারে অসীম শক্তি।
বাড়াইয়া দেই তারে অশেষ সুখ্যাতি।।
চারিদিকে যশ মান প্রতিষ্ঠা বাড়ায়।
দয়া গ্রন্থ কত লোকে চরণে লোটায়।।
বাল্য শিক্ষা নিয়ে সদা করে টানাটানি।
লোকের নিকট হয় অধিক সম্মানি।।
মূল তত্ত্ব ভুলে যায় যশের প্রভাবে।
প্রেমের ক্লাশেতে কভু যেতে না পারিবে।
জন্মেছি তোদের ঘরে আমি কি কারণ।
ত্রিতাপ অনল রাশি করিতে বারণ।।
মম পিতা এসেছিল কলির মানুষে।
মানুষ করিয়া নিতে মানুষের দেশে।।
সে মানুষ হতে কেহ চাহেনা অন্তরে।
আভিজাত্য নিয়ে শুধু টানাটানি করে।
রোগা ভক্তে দেয় মান রোগারোগ্য পেয়ে।
শিষ্য হ'য়ে থাকে শেষে তার বাক্য নিয়ে।।
ক্ষমতার পরিচয় জেনে কোন জন।
তার চরণেতে এসে নেয়ত শরণ।।
মূল তত্ত্ব অন্বেষণ কভু নাহি করে।
কত অর্থ এনে দেয় সাদরে আমারে।।
পেয়ে ধন আমি যত্ন করে রাখি।
তাই হেরে সেই ভক্ত হয় বড় সুখী।
আমিও সম্মান দান করি যে তাহারে।
অত্যানন্দ পায় সে নিজের অন্তরে।।
ভোগ বিলাসের হেতু থাকে তার মন।
দেশে দেশে সদা করে বৃথা যে ভ্রমণ।।
মুখের কথায় কত ব্যাধি মুক্ত হয়।
অদ্ভূত শকিত কত শিষ্যকে দেখায়।।
এই ভাবে বিমোহিত হয় বহু জন।
তার ঠাঁই হরিনাম করে যে গ্রহণ।
বিধিভক্তি অনুসারে চলে কোন জন।
জ্ঞানমিশ্র ভক্তি করে কোন কোন জন।।
জ্ঞানশূন্য ভক্তিমান কেহ কেহ হয়।
হৃদয়েতে অনুরাগ কভু বা বর্ত্তায়।।
সেও শেষে ঠাকুরালী করিয়ে বেড়ায়।
কত জনে শিষ্যে করি আনন্দ সে পায়।
আমিও তাদের তালে নাচি অনুক্ষণ।
নাচিয়ে বুঝিয়ে লই সবাকার মন।।
বড় দুঃখ রইল মনে কি বলিব আর।
মনোহরী দেখে মন ভুলিল সবার।।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ্য পেতে আশা মনে।
মুক্তির কামনা কেহ করে মম স্থানে।।
মুক্তি বাসনা থাকে যাহার অন্তরে।
তার দেহে হরি প্রেম কভু না সঞ্চারে।।
মুক্তির মাঝেতে নাই প্রেমের বসতি।
মুক্তি স্পৃহা শূন্য হ'লে পায় দিব্য গতি।।
নির্ম্মল প্রেমিক ভক্ত অতীব বিরল।

বাহ্য ধনে মুগ্ধ নয় হৃদয় সরল।।
মুক্তিকে করিয়ে তুচ্ছ ভক্তি করে সার।
পুণ্যকে না দেয় স্থানে পাপ কোন ছার।।
চারি জাতি ভক্ত আছে এই চরাচরে।
যে যেমন সে তেমন সদা বাঞ্ছা করে।।
আর্ত জনে রোগ মুক্ত করিবে প্রার্থনা।
রোগ মুক্ত হ'লে তোর পুরিবে বাসনা।।
সেই শুন্য গেয়ে গেয়ে পায় সে আনন্দ।
সে নহে জানিতে পারে রাগের সম্বন্ধ।।
রাগ মুক্ত হেতু মুখে গুরুগুণ গায়।
কাতনা যতন করি গুরুকে সেবয়।।
রোগ মুক্ত না হইলে ভক্তি চ'টে যায়।
গুরুর পানেতে কভু ফিরিয়ে না চায়।।
আর্ত্ত জিজ্ঞাসী অর্থার্থি আর হয় জ্ঞানী।
চারি জাতী ভক্ত মধ্যে জ্ঞানী হয় ধনী।
জিজ্ঞাসু ভক্তেতে নারে হৃদয় মাঝারে।
যারে পায় তার ঠাঁই করয় জিজ্ঞাসা।
কত শাস্ত্র কথা শুনে না মিটে পিপাসা।।
জ্ঞানের বিকাশ মাত্র করে যে প্রকাশ।
সদা অন্বেষণ করে আপনার যশ।।
অর্থার্ত ভক্তে বাঞ্ছা শাস্ত্র আলোচনে।
নিজের প্রশংসা নেয় সর্বজন স্থানে।।
গীতা ভাগবত পড়ি লোকরে শুনায়।
তার মাঝে আপনার যশ নিতে চায়।।
বিধি ভক্তি জ্ঞানমিশ্য ভক্ত হৃদে ধরি।
বেদ অনুক্রিয়া নিয়ে থাকে বরাবরি।।
তুলসী সেবন আর তিলক ধারণ।
মালা জপ আদি যত বৈষ্ণব লক্ষণ।।
শাস্ত্র আলোচনা করি অর্থ যে বুঝায়।
মনের কামনা পূর্ণ করিতে আশায়।।
স্বকাম সাধন হেন উপাসনা তার।
নিগম সন্ধান খুঁজে নাহি পায় আর।।
কোন কোন জন করে ধ্যান পূজা ব্রত।
মুক্তি বাঞ্ছা তার প্রাণে জাগে অবিরত।।
মুক্তিকে এড়াতে নারে প্রেম পাবে কিসে।
বিবিধ করম করে থেকে মায়া বশে।।
স্বার্থত্যাগী অনুরাগী জহানী ভক্তগণ।
তাদের ভাগ্যেতে মিলে অমূল্য রতন।।
আত্ব স্বার্থ সমর্পণ করে গুরু পায়।
গুরুর নিকট কিছু বাঞ্ছা না করায়।।
গুরুই সর্ব্বস্য ধন হয় যে তাহার।
অন্তরে বাহিরে হয় গুরু ব্রহ্ম সার।।
জীবন যৌবন গুরু জাতি কুলমান।
গুরু পদে করে সদা আত্ম সম্প্রদান।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর হীরামন।
গোলক বদন আর গোস্বামী লোচন।।
ভক্তি গুণে সবে তারা হয় মহাধনী।
অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে গুরুরূপ খানি।।
পূর্ব্বেতে আমার হয়ে এসছে তাহারা।।
যার যার তার তার প্রতি যুগে হয়।
প্রতি অবতারে তারা আসিয়ে মিলয়।।
এদানীতে তারা এসে একত্র হইল।
বহিরঙ্গ ভক্ত মুত্ত মোরে না চিনিল।।
অনেক সাজিল এসে ধর্ম প্রচারক।
সর্ব্ব কর্মে হয় তারা অত্যন্ত পারক।।
তার মাঝে কোন জন হইল প্রেমিক।
আত্ব স্বার্থ ত্যজি তারা হয়েছে বিদিক।।
অন্তরঙ্গ কেহ কেন হল ভবিষ্যৎ।
বহিরঙ্গ ভক্ত যত আত্ম সুখি বৎ।।
আত্ম স্বার্থ সমপর্ণ করে সেই জন।
সেইজন হয় ভবে প্রেম মহাজন।।
পৌণ ষোল আনা যদি কেহ কার দেয়।

পূর্ণ টাকা সেইজন ফিরিয়ে না পায়।।
চৈতন্য চরিতমৃতে প্রমাণ রয়েছে।
সখ্য দাস্য বাৎসল্য মধুর রস আছে।।
চারি রসে ভক্ত কৃষ্ণ নিজের হয় বশ।
বিশুদ্ধ ভাবেতে যেবা লভে সেই রস।।
সখ্য রসে ব্রজ নাটু বিশ্বনাথ হয়।
গোষ্ঠিলীলা লীলামৃতে স্বপ্রমাণ রয়।।
দাস্য রসে হীরামন হেরে নাম মূৰ্ত্তি।
সলীলে বেড়ায় ভেষে রূপ রসে স্ফূর্তি।।
বাৎসল্য রসেতে মত্ত দেবী কাশীশ্বরী।
মা বলিয়ে ডাকে যারে আপনি শ্রীহরি।
মধুর রসেতে মুগ্ধা দেবী তীর্থমনি।
হরিচাঁদ ছিল যার হৃদয়ের মনি।।
নীরবধি হেরিতেন হরি চাঁদ রূপ।
রূপের মাঝেতে যেন দিতে রত ডুব।।
কান্তাভাবে শ্রীজানকী সাজায় হরিকে।
হরিচাঁদ সাজিতেন ওড়াকাদী থেকে।
এই ভাবে তারা সবে লভে প্রেমধন
স্বভাব স্বভাব যারা করিবে ধারণ।
তাদের হৃদয় মাঝে হবে নব ভাব।
একেবারে ভুলে যাবে বাহ্যিক স্বভাব।।
সমর্পিবে আত্বসার্থ ত্যজি ফলাফল।
সেই জন প্রেম ভক্তি লভিবে কেবল।।
আমিত্ব স্বামীত্ব তার কিছুই না রবে।
উন্মাত্ত রহিবে সেই সদা মাহভাবে।।
গুরুকে সহায় করি পাবে প্রেমধন।
সেইজন এই ভাবে হবে মাহজন।।
রাগাত্মিক ভক্তি রসে মাতিল গোলক।
গোলকের ধন পেয়ে হৃদয় পুলক।
দশরথ রোগ মুক্ত হল যেই দিন।
আত্ম স্বার্থ সমপর্ণ করিল সে দিন।।
দূরে গেল শৌচাচার যত কুটিনাটি।।
প্রসাদান্ন পেয়ে তার মন হল খাটি।।
মৃত্যুঞ্জয় ব্যাধি মুক্ত হল যেই কালে।
অনাথের বন্ধু হরি জানিলে সেকালে।।
মহানন্দ পূর্ণানন্দ সদয় হৃদয়।
প্রেমানন্দ ভরে নাম যাচিয়ে বেড়ায়।।
প্রেম দিয়ে কাম নাশে পাগলের ছন্দ।
একে কালে ঘাচাইলে জীব চিত্ত সন্ধ।।
কর্ম বন্ধ নাশ করে দিয়ে হরিনাম।
অন্তরে মাধুর্য্য ভাবে নাহিক বিরাম।।
তারক রসনা হেরে চুর্তবিংশ চিহ্ন।
তার প্রাণে হরিহর সতত অভিন্ন।।
সৰ্ব্বময় হরিচাঁদ করায় দর্শণ।
হরিচাঁদ রূপ ছবি শিরেতে ধারণ।।
সেই ভাবে করিয়াছে মহা সংকীৰ্ত্তণ।
সেই গানেতে হয় সদানন্দ বৰ্দ্ধন।
এই সব ভাবপন্ন না হলে কখন।
সে কভু পাইতে নারে হরি প্রেমধন।
গুরুপদ যে করেছে আত্ম সমপর্ণ।
তাহারে করুণা করে প্রাণ হরিধন।।
ঈশ্বরীয় কর্ম করি জীবন জুড়ায়।
তার নাহি থাকে কভু শমনের ভয়।।
গুরুপদ হয় যার হৃদয় ধারণ।
তার কিসে গয়াকাশী আর বৃন্দাবন।।
গুরুপদে সৰ্ব্বতীর্থ বিরাজিত সদা।
যে জানে তার নাহি থাকে কোন বাধা।।
গুরুহৃদে বিরাজিত হরি দয়াময়।
হরি তাকে যেই দেহে তিনি সৰ্ব্বময়।।
গুরুই পরম ব্রহ্ম এই ভূমন্ডলে।
প্রাণ স'পে দাও সবে গুরু পদতলে।।
আপনার ছিদ্র পথ যে করে দর্শন।

নির্মল হৃদয় খানি হয় সংশোধন।।
আত্ম সংসাকার হয় আপনার গুণে।
পরনিন্দা কভু নাহি করে এ জীবনে।।
আত্মসুখ ভুলে গিয়ে পর সুখি হয়।
সেই জন প্রিয় পাত্র হ'বে এ ধরায়।।
মম তরে যেবা করে কর্ম অনুষ্ঠান।
অবশ্য তাহার হ'বে কর্ম সমাধান।।
কর্মফল সমর্পণ যে করে আমারে।
সেইজন কর্ম পাশ এড়াইতে পারে।।
আমার হইয়ে করে সংসারের কর্ম।
সে জন পালিবে শুক্ষ্ম সোনাতন ধর্ম।।
তাহা বিনে অন্যথায় বাজে হয় সব।
সে সবেতে দেহে নাহি জন্মে শুধু ভাব।।
গুরু নিষ্ঠানামে রুচী জীবে দয়া যায়।
সেই জন ভব সিন্ধু হ'য়ে যাবে পার।।
অনাসক্ত ভাবে করে সংসারের কর্ম।
সে জন জানিতে পারে নিহেতুর মর্ম।।
এই ভাবে বলি কত নানা উপদেশে।
বুঝাতেন গুরুচাঁদ অশেষ বিশেষে।।
একেবারে ভুলে গিয়ে সবে হিংসাদ্বেষ।
কারো প্রতি কভু নাহি করিও বিদ্বেষ।।
হইয়ে একতাব্ধে থেক তাই ভাই।
তা হইলে তোমাদের কোন শঙ্কা নাই।।
সমনেও পাবে ভয় দেখে তোমা সবে।
সবাই কাটাবে কাল পরম উৎসবে।।
ছিন্ন ভিন্ন হও যদি বাড়িবে বিষাদ।
কভু নাহি পাবে আর অন্তরে আহ্লাদ।।
এ সব দৃষ্টান্ত নিয়ে বুঝান সবাকে।
এক প্রাণে একতানে থাকিও প্রত্যেকে।।
কত ভাবে উপদেশ দেন গুরুচাঁদ।
বিচরণ বাঞ্ছে সদা যে যুগল পদ।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের লীলা সাঙ্গ ও সমাধি মন্দির স্থাপন বর্ণনা।

পয়ার।

কত ভাবে সাধিলেন জাতির কল্যাণ।
শ্রীহরিমন্দির খানি করিল নির্মাণ।।
তার মাঝে করিলেন ক্ষীরোদের মূর্ত্তি।
নেহারিয়ে ভক্তগণ প্রাণে বাড়ে স্ফুর্ত্তি।
আরো কত মূর্ত্তি গঠি করেন স্থাপন।
সে সব হেরিয়ে হয় আনন্দ বর্দ্ধন।
শ্রী গোলোক মহানন্দ আর শ্রীতারক।
ব্রজনাটু দ্বারবান যেন সুরক্ষক।।
আরো কত শালগ্রাম রেখেছে মন্দিরে।
ঘট পট রাখিলেন তথা স্তরে স্তরে।।
হরিচাঁদ মূর্ত্তিখানি র'য়েছে স্থাপন।
মন্দিরের মাঝে হয় অপূর্ব শোভন।
আরো করিলেন ধামে শ্রীদুর্গা মন্দির।
এ সব হেরিলে হয় পুলক শরীর।।
চারিদিন তরে যাহা রবে স্মরণীয়।
ভক্তের লাগিয়ে করে যাহা করণীয়।।
বহু পর্ব করে প্রভু ভক্তে হেরিবারে।
বহু ভক্ত সমাগম হয় বারে বারে।।
ভক্ত মুখ দরশনে আনন্দ লভিল।
ভক্ত সনে আলাপনে মনে শান্তি পেত।।
গোলকের রাস করি দেখায় সবাকে।
ভক্তলয়ে করে বাস মনের পুলকে।।
বহু ভাবে ভক্তসনে করে আলাপন।
তাহাতে হইত যেন অমৃত বর্ষণ।।
বহু দেশে বহু ভক্ত গৃহেতে গমন।
পুরাইত ভক্তগণ মনোরাকিঞ্চন।।
সবের মঙ্গল তরে সদা ব্যস্ত রয়।
আপন কর্তব্য সাধি জীবেরে শিক্ষায়।।

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধাতে।
বিস্তারিত ভাবে লেখা রয়েছে তাহাতে।।
ভক্তের চরিত্র গুণ না যায় বর্ণন।
সেই হেতু পুনঃ নাহি হ'ল উত্থাপন।।
সংক্ষেপে আভাস মাত্র লেখা হ'ল এবে।
জীবের মঙ্গল করে যেই সেই ভাবে।।
আরো করে সর্ব্বজাতী একত্র মিলন।
হরি প্রেম নাম রসে করিয়ে মগন।।
বহু দেশে বহু ভক্ত হিংসা দ্বেশ ভুলি।
নামেতে মাতিল সবে হরি হরি বলি।।
বাল্য বৃদ্ধ নরনারী কতই মাতিল।
হরি প্রেম সিন্ধুনীরে কতই মাতিল।
সবাকার মন জেনে দেন উপদেশ।
অনেকই গুরুচাঁদে ভাবে পরমেশ।।
জাতী ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হ'ম অগ্রগণ্য।
গুরুচাঁদ পদ পেয়ে সবে হয় ধন্য।।
অদ্ভুৎ মাহাত্ম্য কভু না হয় তুলনা।
অশেষ গুণের গুণ না যায় বর্ণনা।।
প্রজাকে সাজায় রাজা, রাজা প্রজা সাজে।
কে বুঝিবে তার লীলা এই ধরা মাঝে।।
অমানিকে মান দিয়ে করে মহামানী।
নির্ধনীকে ধন দিয়ে করে মহাধনী।।
অপুত্রকে পুত্র পায় প্রভুর কৃপায়।
অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করে দয়াময়।।
মূর্খজনা কহে শ্লোক অপূর্ব্ব কথন।
অন্ধে পায় চক্ষু দান ভজে শ্রীচরণ।।
পঙ্গুতে পর্ব্বতে লঙ্ঘে এ বড় আশ্চার্য্য।
কে বুঝিবে বল তা'র লীলার মাধুর্য্য।।
অর্ব্বুদ অনন্ত ভক্ত সংখ্যা নাহি তার।
শ্রীগুরুচাঁদের লীলা অসীম অপার।।
তাহার ভক্তের গুণ না যায় বর্ণন।
ব্রহ্মাণ্ড ত্বরিতে শক্তি ধরে জনে জন।।
গুরুচাঁদ পদ সার করে সেই জন।
রবি সূত তার সঙ্গ চাহে অনুক্ষণ।
অপার জলধি সম যাহার মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।।
বহু ভাবে জীবগণে দিতে পরিত্রাণ।
এ জগতে নাহি মিলে হেন দয়াবান।।
হেন ভাবে লীলা করি প্রভু গুরুচাঁদ।
কৃপা করি পুরাইল ভক্ত মনোসাধ।।
অপরেতে লীলা সাঙ্গ করে দয়াময়।
ভক্তগণ হ'ল তাহে শোকচ্ছান্ন প্রায়।।
হায় হায় করি কাঁদে কোন কোন জন।
কেহ কেহ ঘাটে পথে করে যে রোদন।।
শোকসিন্ধু মাঝে কেহ হাবুডাবু খায়।
কোন কোন ভকতে হৃদি দগ্ধ হয়।।
আকুল হইয়ে কাঁদে ভক্তের গণ।
কৃপা করি কোন ভকতের দেন দরশন।।
কৃপা করি বলে তারে মধুর বচনে।
হেন ভাবে বল তুমি কেদেছিস কেনে।।
তোদের ছাড়িয়ে আমি কভু যাই নাই।
শ্রীহরি মন্দির মাঝে লইয়েছি ঠাঁই।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী সান্তনা পাইল।
মনে মনে একদিন ভাবিতে লাগিল।।
মম হৃদি মন্দিরেতে আছে গুরুচাঁদ।
তবে কেন আর আমি করিব বিষাদ।।
এই দেহ মন্দিরে আছে অধিষ্ঠান।
ছেড়ে গেলে দেহে আর রবেনা পরাণ।
পরাণ পুতুল মোর মন্দিরের মাঝে।
অখণ্ড রূপেতে তিনি সতত বিরাজে।।
হৃদি ওড়াকান্দি ধাম করেন বিহার।
তবে কেন বৃতা আমি করি হাঁহাঁকার।।

প্রাণময় গুরুচাঁদ হৃদয়ের নিধি।
যাহার মহিমা গুণ অপার জলধি।।
হেন নিধি ছেড়ে গেলে রবেনা জীবন।
জীবের জীবনরূপে আছে সর্বক্ষণ।।
পাখী শূন্য এ পিঞ্জর কভুনা সম্ভবে।
পাখী আছে বলে আমি বেঁচে আছি ভবে।।
এ দেহেতে গুরুচাঁদ যত দিন রবে।
ততদিন রবি সুত মোরে না লইবে।।
এইভাবে কোন ভক্ত শোক সম্বরিল।
তাহার প্রাণেতে ধাঁ ধাঁ সব ঘুচে গেল।।
এ ভবেতে শ্রীধামেতে করে যাতায়াত।
মন্দিরে করিয়ে ভক্তি করে মনথর।।
বহুলোকে এ বিশ্বাসে ক্রম মত্ত হ'ল।
শ্রীধামেতে মহামেলা ক্রমেই বাড়িল।।
ডঃ ভগবতী প্রসন্ন ঠাকুর চিন্তিল।
এম, এ, পি, এইচ, ডি লণ্ডন প্রাপ্ত ছিল।।
শ্রী গুরুচাঁদের করিব সমাধি মন্দির।
মনমধ্যে চিন্তিয়া ভিত্তি করিলেন স্থির।।
শ্রীপতি ঠাকুর তিনি ঠাকুরের পৌত্র।
সুধন্য ঠাকুরের হন সে কনিষ্ঠ পুত্র।।
তিনি ভাবে করিব যে সমাধি দালান।
এত ভাবি মনে স্থির করিলেন মন।।
আয়োজন করি সে রাজমিস্ত্রি ডাকিল।
রাজমিস্ত্রি সব এসে হিসাব করিল।।
গণেশ বাওয়ালী শ্রীসতীশ ঠাকুর।
নিশিকান্ত বিশ্বাস করে তৈরী মন্দির।।
আদালতের জজ শ্রীসুরেন্দ্র বিশ্বাস।
শ্রীমৎ লোকনাথ লেংটা পেল যে আদেশ।।
স্বপ্নাদেশে শ্রীগুরুচাঁদ বলেন গিয়া।
রাজ বিদায় কর তোমরা টাকা দিয়া
ঠাকুরের আদেশ ভক্ত দোহে পাইল।
রাজমিস্ত্রি বিদায়ের টাকা কিছু দিল।
মন্দির গঠিত হ'ল আনন্দ অপার।
ভাষায় বর্ণিতে সাধ্য নাইগো আমার।
শ্রীপতিচাঁদ মনে মনে ধারণা করিল।
গাছ দিয়ে দারু মূর্তি বানান ভাল।
মন্দিরের মাঝে মূর্তি রাখিব সাজিয়ে।
ভক্তগণ আনন্দ পাবে সে মূর্তি দেখিয়ে।।
একদিন জানাইল কোন ভক্ত ঠাঁই।
কাঠাল কি নিম বৃক্ষ কোথা ভাল পাই।
এতশুনি রাধানাথ জয়পুরে রয়।
তালাশ করিয়া নিম বৃক্ষ এনে দেয়।।
না হইল মনোনীত সেই বৃক্ষ দেখে।
মনে ভাবে আর আমি জানাব বা কাকে।
এইভাবে কিছুদিন গত হ'য়ে চায়।।
গারা খোলা ছিল ভক্ত ব্রজনাথ নামে।
বিচরণকে গুরু করে মেতে হরি নামে।।
সেই ব্রজ দিয়ে ছিল কাঠালের গাছ।
সেই গাছ প্রভু কাজে লাগাইবেন আজ।।
ব্রজনাথ মৃত্যুটরে ভাই-পো কেশব।
কিছুই না জানে সেই এ বৃত্তান্ত সব।
পৃথক হইলে গাছ তার ভাগে পড়ে।
ঘর করিবার হেতু মনে চিন্তা করে।।
সেই গাছ বিক্রি করে পেয়ে খরিদ্দার।
গাছ কাটিকার এসে সন্দেহ তাহার।।
এত বড় গাছ এর মধ্যে ভাল নাই।
রোলা হয়ে গেছে মোর মনে জাগে তাই।।
এত বলি খরিদ্দার গাছ না কাটিল।
এইভাবে তিন বার গাছ বিক্রি হ'ল।
কেহ নাহি কাটে গাছ ফিরে ফিরে যায়।
কেশব ভাবিল এরে কি হবে উপায়।।
এত ভাবি চিন্তামুক্ত হইল যে মনে।

ব্রজনাথ দেখা দিল আসিয়ে স্বপনে।।
ও কেশব কার গাছ চাও বেচিবারে।
নাহি জান এই গাছ দেই আমি কারে।।
পাগলেরে এই গাছ করেছি অর্পণ।
শ্রীধাম গিয়েই এই কথা পাগলে জানাও।
কেটে কুটে এই গাছ নৌকা ভরে দাও।।
স্বপন দেখিয়া সে কেশব যাত্রা করে।
ডাকাতিরা এসে সব জানাইল পরে।।
সেই গাছ কেটে এসে ওড়াকান্দি দিল।
সেই গাছ দিয়ে চারি মূর্তি বানাইল।।
গুরুচাঁদ সত্যভামা সুভদ্য সাবিত্রী।
সুতারে কাটিয়া গাছ গঠে এই মূর্ত্তি।।
মামুদপুর গ্রামবাসী হল সুতার।
ভাগ্যধর মিস্ত্রি নামটি ছিল তার।।
সমাধি মন্দিরে মূর্ত্তি রাখিল যতনে।
পূজারী করেন পূজা ভক্তি যুক্ত মনে।।
সকাল সন্ধ্যায় পূজা দুইবেলা হয়।
তাহা হেরি সবাকার আনন্দ উদয়।।
এইভাবেচারি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীধামে শালগ্রাম রূপে সদা শিবের আবির্ভাব বর্ণন

পয়ার

বহু ভক্ত আসে যায় ওড়াকান্দি ধামে।
আনন্দেতে মত্ত হয় সবে হরিনামে।।
এইভাবে চলিতেছে ঠাকুরের খেলা।
প্রতি পর্বে আসে যায় যত হরিবোলা।।
একদা হইল এক অপূর্ব ঘটন।
সেই কথা এবে আমি করিব বর্ণন।।
হৃদে থেকে গুরুচাঁদ লিখবেন তাই।
সেইকথা সবাকারে জানাইতে চাই।।
প্রভুপদ শ্রী শ্রী পতিচাঁদ ভোর বেলা।
ছোট খুড়ি মাতা শ্রী সুবলাকে বলিল।।
মম কাছে এস খুড়ি কথা শুনে লও।
পূর্ব পাশের ঘর খানায় তুমি যাও।।
সেখান গিয় দেখ এক কাল পাথর।
সাদা পাথরের মালা তাহে চমৎকার।
শিবরূপি শালগ্রাম নাম তার হয়।
তুমি নিয়ে এস খুটি হেলান হেথায়।।
যেইভাবে বলে ঠাকুর সে ভাবে পেল।
শ্রীশ্রী পতি ঠাকুরের সাক্ষাৎ আনিল।।
আদেশে সুবালা বারুণী সাগরে গিয়া।
উত্তরের ঘাটলায় রাখেন ভিজায়া।।
শ্রী সুধন্য চাঁদ শ্রী সরলা দেবীর ঘাট।
উক্ত নামেতে হলেন সে ঘাট প্রকট।।
জলমধ্যে রেখে আসে ধুইবার তরে।
শ্রীশ্রী অংশুপতি গেল স্নান করিবারে।।
সে পাথরে ঠাকুরের নজরেতে পড়ে।
কোথা হতে কি পাথর জানে না অন্তরে
মনে করে সাধারণ এ পাথর খানি।
অন্য পাথরের মধ্যে রাখিব এখনি।।
লীলত গোসাইকে ডেকে বলিল তখন।
প্রস্তর মধ্যে রেখে এস পাষাণ খান।।
গোলকার বটে কিন্তু লম্বা ধরণের।
চিনিতে না পারে কেহ নিজ কর্ম ফের।।
সামান্য প্রস্তর মেনে ছুড়ে ফেলে তায়
তৎপরে ক্রোধান্বিত হল দয়াময়।
হাতখানা ফুলে যন্ত্রণা হ'ল তাহার।
ভীষণ যাতনাতে করেন হাহাঁকার
শ্রীশ্রী পতি ঠাকুর স্নান করতে যায়।
চিন্তা করে শালগ্রাম না দেখে তথায়।।

একে একে জিজ্ঞাসিল সবে ডাকিয়া।
পাথরখানা কেহ কোথা দিছ ফেলিয়া।।
শ্রীঅংশুপতি ঠাকুর ঘটনা বলিল।
সামান্য পাথর মধ্যে তাহা গিয়া পেল।।
তখন সবাকার দিব্য জ্ঞান এল।
শ্রী পতিচাঁদ স্বপ্নাদৃষ্ট প্রস্তর পেয়ে ছিল।।
শিব শাল গ্রাম রূপে করে অনুমান।
লালিত গোসাই মানস করেন তখন।
হস্তের যাতনা ফুলা যদি ভাল হয়।
একশত বিল্ব পত্রে পূজিব তোমায়।।
প্রত্যহ করিব পূজা ওহে দয়াময়।
আজু অপরাধ ক্ষম প্রভুহে আমায়।।
তাহে ক্ষমিলেন শিব রূপী শালগ্রাম।
হস্তের সমস্ত ব্যথা হ'ল যে আরাম।।
শিবরূপী শালগ্রাম এনে রাখেন কোথা।
শারদীয় পূজার রোধন হয় যথা।
সেখানে অভিসেক করে শ্রীপতি চাঁদ।
শিবরূপে অধিষ্ঠিত হ'ল গুরুচাঁদ।।
কত দিন পরে শ্রীগুরুচাঁদ মন্দিরে।
রাখিয়া যতন করে অত্যানন্দ ভরে।
গলদেশে হার মাল্য শোভে দেখে তাই।
ঠিক যেন পরিয়াছে শঙ্কর গোসাই।।
কাল বর্ণ শালগ্রাম স্বেত বর্ণ হার।
দরশন মাত্র সবে লাগে চমৎকার।।
প্রাতঃ সন্ধ্যা শালগ্রামে ধূপদীপ দেয়।
সভক্তি অন্তরে সবে প্রণাম করয়।।
এল শালগ্রামরূপে গুরুচাঁদ জিনি।
যে যাহা বাঞ্ছা করে পূর্ণ করেন তিনি।।
শ্রীপতির ছোট কন্যা খনা নাম্নী হয়।
ছটফট করে নাভী মূলের যাতনায়।।
দুঃখ যাতনা পায়খনা নহে আরোগ্য।
অশ্রধারে নয়ন ভাসে, একি দুর্ভাগ্য।।
মাতা ঠাকুরাণী ভাবে একি হ'ল দায়।
সুবালা দেবীকে তার সঙ্গে নিয়া যায়।।
ওগো শালগ্রাম রূপী তুমি যে দেবতা।
তোমার চরণে আমি নোয়াইনু মাথা।।
আমার খনার ব্যধি দেও সারিয়ে।
সুবর্ণের বেলপত্র দেবহে গড়িয়ে।।
মনে বলে তুমি হও ঠাকুরের মোদের।
কৃপা কির এ খনার কাট কর্ম ফের।
মানস করিল যেই ব্যধি সেরে গেল।
সেই কথা একদিন অবোধে শুনাল।
বলে তুমি সোনা নিয়ে স্বর্ণকার ঠাঁই।
বেলপত্র গড়ে আন তাই আমি চাই।
সোনা নিয়া একদিন এ বোকা চলিল।
স্বর্ণকার দিয়া বেলপত্র যে করিল।।
পরে সেই শালগ্রাম যতন করিয়ে।
প্রতিষ্ঠিত করিলেন এ বোকাকে দিয়ে।।
চন্দন চর্চিত করি সেই বেলপাতা।
শাল গ্রামে লাগাইল করিয়ে মমতা।।
প্রতিসন্ধ্যা ধূপদীপ তথা জ্বালিয়ে।
পূজারি করেন পূজা ভক্তি যুক্ত কায়ে।।
বহু লোক শালগ্রাম করি দরশন।
বিস্মিত হইয়ে যায় সবাকার মন।।
গুরুচাঁদ এল বুঝি শালগ্রাম রূপে।
দেখা দিল শালগ্রাম আসিয়ে সমীপে।।
বহু ভক্তগণ প্রাণে এই কথা কয়।
গুরুচাঁদ বিনে আর অন্য কেহ নয়।।
এই ভাবে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হ'ল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের ভবিষ্যৎ বাণী

পয়ার।

একদিন গুরুচাঁদ বলেন বচন।
প্রাণ দিয়ে সেই কথা করহে শ্রবণ।।
আমি অবসানে তুই দেখিতে পাইবি।
দেখে শুনে একেবারে অবাক হইবি।।
কতজন গুরু ছেড়ে স্বয়ং হইবে।
নানাবাবে মানুষের মন ভুলাইবে।।
চক্ চিক্ দেখাইবে মানুষের ঠাঁই।
জাহিরী প্রকাশ হেতু মনে বাঞ্ছা তাই।
মিথ্যা কথা বলি কত লোক ভুলাইবে।
আত্ম সুখি ভক্তগণে তাই মেনে লবে।।
অন্তর জানিয়ে কেহ বলিবেন কথা।
আপনার যশ গান গাবে যথা তথা।।
গুরু প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি অনেকে হারাবে।
শুধুমাত্র মত নামে পরিচয় নিবে।।
আত্ম সুখ অভিলাষী হ'বে বহুজন।
কায় মন প্রাণে নাহি মানিবে বচন।।
সেচ্ছামত নানা স্থান ভ্রমণ করিবে।
করিবে অন্যায় কর্ম জীবকে ভুলাবে।।
কেহ কেহ গুরু বাক্য করি অবহেলা।
এককালে ডুবাইবে পারের সে ভেলা।।
মুখেতে সরল ভাষা করিবে প্রকাশ।
অন্তরেতে রবে সদা কটু অভিলাষ।।
দলে দলে ওড়াকান্দী আসিবে অনেকে।
মন মত করে কর্ম্ম মনের পুলকে।।
চুল রেখে মোটা মালা কিনিয়ে লইবে।
ভাব ছাড়া সাধু সেজে হরি নাম লবে।।
লক্ষ লক্ষ মতুয়াগণ হয়ে একমন
দলে দলে করিবেক না মেতে সংকীর্ত্তন।।
লইয়ে নিশান ডঙ্কা বাজাইয়ে খোল।
ঢোল কাঁশ করতালে বলে হরিবোল।।
মাহুত নাহিক দলে শুধু পুলকেতে।
আসিবে যে ওড়াকাঁদী মেতে
উৎসবেতে।
হইবে বিপুল লোক হেথা আমদানী।
উচ্চরবে করিবেক হরি নাম ধ্বনি।।
এইভাবে এই মতক্রমশঃ বাড়িবে।
বহিরঙ্গ ভকতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আপন লুকায়ে।
রবে সদা আপনার মন বৃর্ত্তিলয়ে।।
কালগুণে মহতের স্বতেজ লুকায়।
তাতে কি বা মহতের নাম হানী হয়।।
এভাবে বহুত কথা বলে গুরুচাঁদ।
বিচরণ কহে প্রভু দিও রাঙ্গা পাদ।

চত্রিংশ পদাবলী

ক'বলে কলিকালে এ যে হরিধন।
কলির কলুষ নাশ করিতে বারণ।।
ধন্য হ'ল কলি যুগ হরি আগমনে।
তাহে ধন্য হ'ল যত কলি জীব গণে।।
খ'বলে খেলে হরি প্রেমের খেলা।
খোল করতাল সঙ্গে নিয়ে হরিবোলা।।
এমন সংসারে হয় নিত্য যে রতন।
খুলে দিল সেই দ্বার হরি প্রাণধন।।
গ'বলে গোলক নাথ এল এ ধরণী।
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম প্রকাশেন তিনি।।
গৃহে থেকে নাম ধর্ম করেন প্রচার।
গৃহি জীবে দিতে হরি প্রেম সুধা ধার।।
ঘ বলে ঘরে ঘরে বিলাইল তাই।
ঘন ঘটা মায়া ঘোর এড়াইতেও ভাই।।
ঘরে ঘরে বিতরিল ভক্তি ধন প্রেমা।
ঘটিল যে শুধ দিন নাহিরে তুলনা।।

ঙ বলে জাগাও শক্তি কুল কুণ্ডলিনী।
উমা নামে সেই মাতা শক্তি প্রদায়িনী।।
উপায় নাহিক বিনে সেই সে জননী।
উচ্চ পন্থ দিতে তিনি সদজ্ঞান দায়িনী।।
চ কারে চৈতন্য শক্তি লাভের উপায়।
চক্ষু লিখিতে চ অদ্যক্ষর হয়।।
গুরু চরণ পানে চাহে সেই জন।
দিব্য চক্ষু পায় ভবে সেই ত সুজন।।
ছ'বলে ছল ছল বহে অশ্রুধার।
ছলনা নাহিক করে কাহার উপর।।
গুরুপদ ছায়াতলে করয় বসতি।
ছত্রধারী হয় তার সদা গুরুপতি।।
জ বলে জগৎ পিতা এসেছে এবার।
জগৎ হইল ধন্য করুণায় যার।।
অন্তর জগতে জ্বেলে আলোক বর্তীকা।
জগজীবগণে দেন প্রেম ভক্তি শিখা।।
ঝ বলে উঠে ঢেউ ঝলকে ঝলকে।
হরিরূপ ঝিকমিকি নেহারে পুলকে।।
ঞইয়া বলে এ কারেতে প্রণব মিলন।
অভেদ অভিন্ন ভাব না মেলে এমন।
গুরুসনে শিষ্য হয় অভিন্ন হৃদয়।
হৃদয় মাঝারে গুরু অধিষ্ঠান রয়।।
টকারেতে টলমল করে এ ধরণী।
অটল হৃদয় ধারী হয় মহাধনী।।
অটুট হৃদয় ধারী হয় মহাধনী।।
অটুট বিশ্বাস আছে গুরু পদে যার।
কাম হ'তে প্রেম লাভ হইবে তাহার।।
ঠকারেতে ঠক্ রাজ্যে না হয় বসতি।
তার ঠাঁই টক মানে নিজে মৃত্যুপতি।।
ঠমকে ঠমকে সদা হরিগুণ গায়।
ঠকিয়ে ঠকের মেয়ে চরণে লোটায়।।

ড বলে ভক্তি ডোর হৃদে বর্ত্তে যার।
মায়া ডুবি ছিন্ন করিপায় সুধা ধার।।
ডুবে রয় হরি প্রেম সাগরের মাজে।
ডোরক কৌপীন ত্যজে হরিপদে মাঝে।।
ঢকারে ঢলিয়ে হরিচাঁদ পদতলে।
ঢুলু ঢুলু আঁখি তারা প্রেম অশ্রু জলে।।
ঢলাঢলি প্রেম কেলি করে অনুক্ষণ।
ঢাক্ ঢোল নাহি লাগে কিরতে কীর্ত্তন।।
মুর্দ্ধাহ্নে মার্ত্তণ্ড রবি মস্তক উপর।
তার কিরণেতে ছায়া নাহি থাকে আর।।
ত কারে তন্ময় থাকে সেই রূপ রসে।
স্বরূপে আরোপ করি পেমানন্দে ভাসে।।
তর্ক যুক্তি নাহি জানে সরল হৃদয়।
ত্রৈলক্ষ্য ন্যাথের চিন্তা আন্তরে সদায়।।
থ কারেতে স্থির চিত্ত স্থানুর মতন।
অস্থিরতা নাহি তার হৃদয় কখন।।
থাকি থাকি অঙ্গ ঝাকি হরি নামাগুণে।
থিয়ে থিয়ে নাচে গায় আনন্দিত মনে।।
দ কারেতে দয়াদাস সর্ব্ব জীব প্রতি।
দয়াময় হরি ধনে চিন্তে দিবারাতি।।
দৈন্য ভাবে সদাকাল থাকে সর্ব ঠাঁই।
দীন বেশে নামে প্রেম মত্ত হও ভাই।।
ধ কারে ধৈরয চিত্ত ধী শক্তি সম্পন্ন।
ধরাধামে তার মত কেহ নাই ধন্য।।
তার হৃদে প্রবাহিত হয় সুধাধার।
সদা ধায় প্রেম বন্যা অতি খরতর।।
দন্তান্ন কারেতে হয় নম্রতা স্বভাব।
নত গুণ ধারি হ'য়ে ঘুচায় অভাব।
প কারে পরম গতিমুক্তি নাহি চায়।
ব্রহ্মত্ব সাযুয্য মুক্তি দূরে ফেলে দেয়।।
পঞ্চ কন্টক কেটে সেপায় হরিরস।

এ মায়া প্রপঞ্চ মাঝে নাহি থাকে বশ।।
ফ কারেতে সষ্টি মুক্তি ফানে নাই চায়।
ফুটে যদি ভক্তি ফুল কাহার হৃদয়।।
ফলাফল শুন্য হ'য়ে নিষ্ফলের দেশে।
অনুক্ষণ ভেসে যায় প্রেমের সরোসে।
ব'কারে বর্ত্তিবে হৃদে হরি প্রেম ধন।।
সতঃরজঃতমঃ গুণ করিলে লঙ্ঘণ।।
বারে বারে নাহি করে তীর্থ যাত্রা সেই।
বিশ্বের মঙ্গল চিন্তা করে তবে যেই।
ভ কারেতে ভব নদী অকুল পাথার।
ভক্তি বিনে কেহ তাতে হতে নারে পার।
ভাব ভক্তি উভয়ের হয় প্রয়োজন।
বিশুদ্ধ ভাবের গতি সর্বসুলক্ষণ।।
ম কারেতে মত্ত হও হরি নাম গানে।
মজিও না কেহকভু জাতি কুল মানে।।
মত্ত মাতঙ্গ সমান মজ হরি নামে।
ভূক্তি মুক্তি ঠেলে ফেল আপনার বামে।।
আস্ত অস্তি য কারেতে অস্ত স্বগৌরব।
আরো হ'ক সর্ব্ব আস্ত অভিজাত্য সব।।
জাতিকুল মান আদি করি বিসর্জ্জন।
হরি পাদ পদ্মে সপি দেহ তনুমন।।
র কারেতে বাঁধা শক্তি সর্ব্ব রসাশ্রিতা।
সৎ চিৎ আনন্দ রসে সদায় পূর্ণিতা।।
রসাপ্লুৎ থাকে চিত্ত সদায় প্রসন্ন।
হরি প্রেমে মত্ত হয়ে কেবল উন্মনা।
ল কারেতে লীলা সত্ত্ব রসের ভিনয়।
যা'তে বশ থাকে সদা প্রাণ হরিধন।।
ব কারে বিবর্ত্ত বিলাস হয় স্থাপন।
উদ্ধেরেতে শক্তি দায়ি প্রেম মহাজন।।
বর্ত্তাইবে প্রেমভক্তি উন্নত জীবন।
বাহবা করেছে সেই কর্ম্মের সাধন।।
তালুব্বের শ উপরে ক্ষীরোদের সায়ী।
প্রেমময়ী সনে তিনি রয়েছেন স্থানয়ী।
ভক্তি আর সে নিবৃত্তি রয়েছে স্থানী।।
এই সব বর্ত্তে যেবা রাখে পিতৃধন।।
মুর্দ্ধাহ্নষ অধিকার হইয়েছে যার।
সে করেছে একমাত্র গুরুপদ সার।।
গুরুপদ কল্পতরু মূলে করে বাস।
গুরু কৃপা পেয়ে তার পূর্ণ অভিলাষ।।
দন্তাহ্ন সতে হয় সর্ব্বসার ভবে।
সর্ব্বসত্ত্ব সর্ব্বরস তাহাতে সম্ভবে।।
সুরসিক নাম পায় সৎসত্ত্বা গুণে।
সর্ব্বদা থাকে সেই সদানন্দ মনে।।
হ'কারেতে হরি নাম অদ্যক্ষর হয়।
অষ্টাদশ সিদ্ধ প্রাপ্ত যাহাতে মিলায়।।
হরি হরি হরি বল হ'বে সুসময়।
হয়েছে উদয়, ভবে হরি দয়াময়।।
ক্ষ কারেতে ক আর মর্দ্ধাহ্নষ স্থিতি।
ত্রিচক্ষু উর্ন্নিলনে পায় দিব্যগতি।।
ক্ষিতি তলে হয় সেই প্রেম মহাজন।
ক্ষীরোদ বিহারী মোর প্রাণ হরিধন।।
চত্রিংশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
তার পদ বাঞ্ছা করে এই অভাজন।।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-